

মাসউদুল কাদির

পটিয়ার দশ মনীষী

পটিয়ার দশ মনীষী

মাসউদুল কাদির

পরিবেশনায়

আল মানার লাইব্রেরী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ২৮৬৩৭৮৪

পটিয়ার দশ মনীষী

মাসউদুল কাদির

প্রকাশক
মত্‌লুবুর রহমান
আল মানার লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় প্রকাশ - ২০০৯ ইংরেজী
প্রথম প্রকাশ - ২০০৬ ইংরেজী

পরিবেশনা
মাকতাবাতুল কুরআন
১১/১ ইসলামী টওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৮১৭-৬২৮৬৭২

প্রচ্ছদ
জামিল
আল-ফালাহ্ কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ, বাইন্ডিং- তত্ত্বাবধানে
হাশেম
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৭২৭০২৪
০১৫৫৮-৪৫২১৩৬

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র।

Patiyar Dos Monishee, By Maswodul Kadir, Published by Al Manar Library, Anderkilla, Chittagong. Price 80 Taka olny.

উৎসর্জন

আমার সম্মানিত দাদা জনাব লতিফ হোসাইন রহ. এবং পরম আদরের দাদী যার সামান্য মান্নতের বদৌলতে আমার ভাইয়া বদরুল আলম মাওলানা হতে পেরেছেন। তার অগাধ দু'আ ও একান্ত আগ্রহের কেন্দ্র হিসেবে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকেও দাওরায়ে হাদীসের সিঁড়ি পর্যন্ত ওঠে আসার তাওফিক দিয়েছেন। আজকে আমি মনে প্রাণে আমার দাদী *নিসা বাপুর* আত্মার মাগফেরাত ও সুনির্মল জান্নাতের আশায় দু'আ করতে চাই। গ্রন্থটি পড়ে সামান্য ভালো লাগলেও প্রিয় পাঠক, আমার দাদা ও দাদীর জন্য দু'আ করবেন।

সূচী

প্রকাশকের কথা

"আমরা শরীক হতে চাই আকাবীরের মিছিলে" বলেছেন আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ দা.বা.। সুন্দর কথা, চমৎকার কথা। সত্যিই আমরা যদি আমাদের আকাবীরদের পথ অনুসরণ করতে পারি তাহলে সুন্দর জীবন গঠন করা সম্ভব। সম্ভব মননশীল একটি বসুন্ধরা উপহার দেয়া।

জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া পৃথিবী বিখ্যাত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে অসংখ্য মনীষীগণ সময় অতিবাহিত করেছেন। জামেয়ার রূপ লাবণ্যকে বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আজকে সে সব মনীষীদের জীবন পাথেয়কে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন সময়ের তরুণ ছড়াশিল্পী, কথাশিল্পী মাসউদুল কাদির। প্রথম দশকে লেখালেখি করে **মাসউদুল কাদির** একটি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস, বিষয় বৈচিত্রে তার লেখায় পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বক্ষমান গ্রন্থ **পটিয়ার দশ মনীষী** নিতান্ত-ই রুচীশীল পাঠকের একান্ত খোরাক বলে আমি মনে করি। ভাষা, শব্দ, বাক্য ও রচনাশৈলীর নৈপুণ্য সত্যিই পাঠককে আনন্দ দেবে। অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। পটিয়ার দশ মনীষী গ্রন্থটি একজন বোদ্ধা পাঠকের জীবন বিভা প্রোজ্জ্বল করে দিতে পারে। দিতে পারে আলোকিত পথের সন্ধান। মজার ব্যাপার হলো গ্রন্থটির নাম পটিয়ার দশ মনীষী নাম রাখা হলেও এতে আলোচনা করা হয়েছে বিশজন মনীষী সম্পর্কে।

লেখককে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম, আল্লামা হাফেজ আহমদ উল্লাহ, আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ, আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী, আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবী, আল্লামা শামসুদ্দিন জিয়া, আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার, আল্লামা হোসাইন মুহাম্মদ ইউনুস, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ কাসেম, আল্লামা জাহিদুল্লাহ, আল্লামা আবদুল মান্নান দানেশ, মাওলানা রাশেদ হারুন দা.বা. প্রমূখ আলেমেদীনগণ। তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাছাড়াও গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ছড়াশিল্পী আবরার সিদ্দিক, সাকিব শামী, সালিম মাহদী, শফিক সাদী, আবদুর রহমান, শামছে তিবরিজ মারুফ, তানভীর আহমদ, গিয়াসুদ্দিন লাবিব, রাইয়ান উমর, জুবায়ের হোসাইন, আহমাদুল কাদির, ইহসান আদীব, ইউসুফ জালাল, মামুনুর রশীদ, মানজুম আতিক, আনওয়ার শাহাদাত, ফয়েজ বিন নূর, হাবিব বিন সিরাজ, সায়ীদ মাহমুদ, ফাইসাল ইউনুস, যুবাইর আদনান, মুহিবুল্লাহ, আলতাফ ইজহার, আদেল এলাহী, সালেহ আহমদ, মাহমুদ বিন মুজাফফর, ইবরাহীম, আহমাদ বোখারী, নাসিম সালমান, মারযুক হাফিজ, মাওলানা শাব্বির, মাওলানা আব্দুল্লাহসহ আরো অনেকে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আশা করি গ্রন্থটি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ ও আদর্শ ব্যক্তি গঠনের পথ পরিক্রমায় আগত জাতিকে সুস্বপ্ন দেখাবে।

জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সুদক্ষ মহাপরিচালক
আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা জ্ঞানের রাজ্য

আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম দা.বা.'র বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবাণীতে "পটিয়ার দশ মনীষী" নামে পটিয়ার ইতিহাস সম্বলিত একটি চমৎকার গ্রন্থ লিখেছেন আমার অনুজ ছাত্র তরুণ লেখক মাসউদুল কাদির। গ্রন্থে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ., হাজী সাহেব হুযুর, ইমাম সাহেব হুযুর রহ., খতীবে আজম রহ., বোয়ালভী সাহেব হুযুর, গাজী সাহেব হুযুর রহ. হারুন সাহেব হুযুর রহ. সহ পটিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ইলমি প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মবাদে ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলা ভাষা-ভাষি প্রতিটি পাঠকের সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ এ পর্যন্ত বিশজন মনীষীদের নিয়ে দুই মলাটের ভেতর কোনো গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয়নি। এ ধরনের একটি পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়ন আরো অনেক আগেই হওয়া অতীব প্রয়োজন ছিলো।

কষ্টসাধ্য একটি স্বার্থক শ্রম আমাদের সম্মুখে মাসউদুল কাদির উপহার দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই এ শ্রমের মূল্যায়ন করি। আশা করবো সারা দেশের বিশেষ করে পটিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্র-ভাইদের হাতে হাতে গ্রন্থটি থাকবে।
লেখায় ও তথ্য সংগ্রহে কঠোর পরিশ্রম করায় মাসউদুল কাদিরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দো'আ করছি আল্লাহ তার হাতে যেনো আরো সুন্দর সাবলিল ভাষায় লেখার তৌফিক দান করেন। ইসলামের ছায়াতলে অটুট অবিচল রাখেন।

আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম
মহাপরিচালক
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

বিখ্যাত আলেমেদীন, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও সুসাহিত্যিক, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, পীরে কামেল, মুরশিদে মিল্লাত

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ দা.বা.'র দু'আ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে পটিয়ার দশ মনীষীর উপর বাংলা ভাষায় বই হচ্ছে। বিষয়টি আমার কাছে ভালো লাগছে। দেশের মানুষকে আল্লাহর ওলীদের জীবনী, আলেমদের জীবনী ও তাদের কার্যক্রম জানানো খুবই জরুরী, বিশেষ করে বড় বড় মনীষীগণ যারা চলে গেছেন তাদেরকে জাতির সামনে চির স্মরণীয় ও বরনীয় করে রাখা। তাদেরকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। সে হিসেবে পটিয়ার দশ মনীষীর উপর বই হওয়া নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, আল্লাহ তা'আলা এ প্রয়াসকে কবুল করে নিন।

আমার কাছে মাসউদুল কাদির নামটি খুব পরিচিত। বয়সে তরুণ হলেও লেখালেখিতে তার ভালো হাত আছে। মাসিক পাথেয় এর দীর্ঘদিন যাবত সে বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সে সুবাধে আমি তার অনেক লেখাও পড়েছি। লেখায় তার পৃথক গুণাগুণ রয়েছে। ছন্দবদ্ধ দ্যুতনার কারুকাজ সমৃদ্ধ তার লেখা। এমনিতেই সে ভালো ছড়া লেখে। দশ মনীষী গ্রন্থটিও অবশ্যই ভালো হবে। পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম হবে।

আমি দো'আ করি আল্লাহ তা'আলা মাসউদুল কাদিরের এই শ্রমকে কবুল করে নিন। আপোষহীন সুমানুষের মতো সত্য ও সুন্দরের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে যাবার তৌফিক দান করুন। আমীন!

আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
দা.বা.
সাবেক পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বিশিষ্ট আলেমেদীন, হক ও হক্কানিয়্যাতের পথিক, উস্তাযুল আসাতিযা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা ও সুবহানিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল শায়খুল হাদীস শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী দা.বা.'র কথা

পটিয়ার দশ মনীষীর উপর একটি বই হচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত হলাম। আজ পৃথিবীতে মুসলিম মনীষীদের জীবনাদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরা আমাদের একটি দায়িত্বও বটে। সে হিসেবে পটিয়ার বিশজন বিশেষ মনীষীর উপর বই হওয়া নিশ্চয় প্রশংসার দাবী রাখে। আমি এ কাজটির জন্য দু'আ করি যাতে সফলতার সুউচ্চ মিনার ছুঁয়ে যায়। মাসউদুল কাদির তার জীবনের আটটি বছর কাটিয়েছে সময়ের অবিসংবাদিত লেখক আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. এর সংস্পর্শে। তার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে লেখক সত্ত্বাকে। বাংলাদেশে ইসহাক ফরিদী রহ. এর শিষ্যদের মধ্যে লেখক জন্ম নিয়েছেন অনেক বেশী। মাসউদুল কাদির সে ধারারই এক কালের ঢাকা চৌধুরী পাড়া মাদরাসার ছাত্র। আজকে বেশ আনন্দ লাগছে আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. এর শিষ্যরা দেশের সর্বত্র লেখনি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। আমি হৃদয় খোলে তাদের জন্য দো'আ করি। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ লেখক মাসউদুল কাদির এর শ্রম ও মেধার প্রশংসা করি। অল্প বয়সেই প্রথম দশকে সে একটি সফল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তার লেখাকে আরো গতিশীল করে দিন। সর্বদা হকের কথা, সত্য ও ন্যায়ের কথা লিখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। বইটির জন্য আরো যারা শ্রম, মেধা পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিন। মহা মনীষীদের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা মালামাল করুন। আমীন!

নূ: হোসাইন

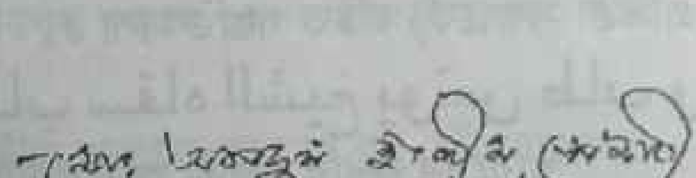
২১/৭/০৮ ই;

আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী
শায়খুল হাদীস
দারুল কুরআন শামসুল উলূম মাদরাসা
চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।

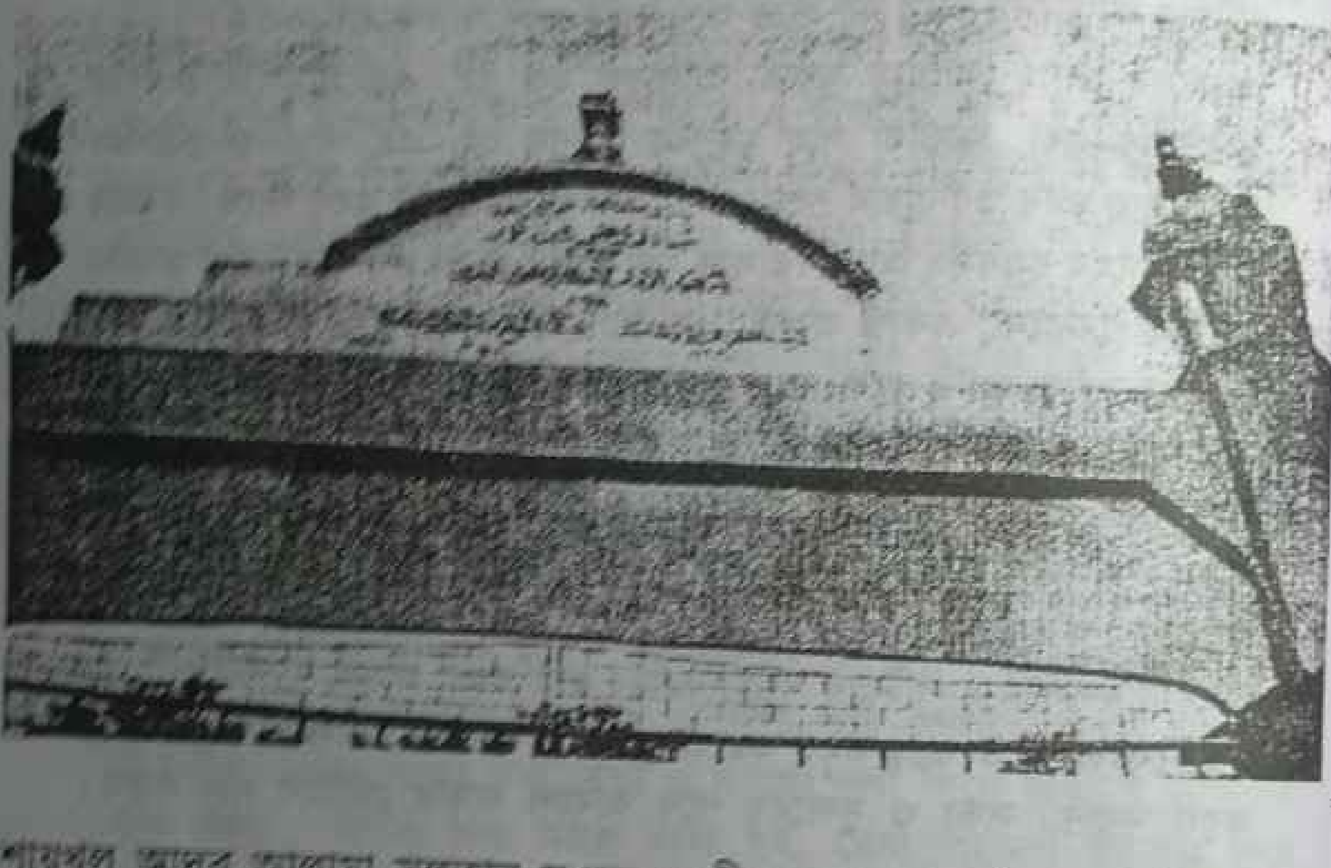
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সংগ্রামী সহকারী পরিচালক, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরাবিয়ার খ্যাতিমান সাধারণ সম্পাদক উস্তাযুল হাদীস

আল্লামা মুফতী আব্দুল হালিম বোখারী দা.বা.'র অভিমত

আল্লাহর অলিদের গৌরবময় জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদের পথ নির্দেশিকা অনুযায়ী পথ চলা সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী। বিশেষ করে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় যেসব মনীষীগণ জীবন কাটিয়েছেন, সময় কাটিয়েছেন তাঁদের রৌদ্র সুন্দর জীবনাদর্শ আগত জাতির পথ চলার পাথেয়।
পটিয়ার মনীষীদের নিয়ে বই হচ্ছে শুনে আমি ভারি আনন্দবোধ করছি।
আমাদের উস্তায আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর সীমাহীন ধৈর্য ও পরিশ্রমের কথা, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. এর আধুনিক রুচীশীল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নিঃস্বার্থ শ্রমের কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ আছে। এভাবে ইমাম সাহেব হুযূরসহ আমাদের দক্ষ মনীষীদের জীবন সৌন্দর্যের কথা চলমান জাতিকে জানানো, একান্ত জরুরী। যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না তারা সুশীল জাতি হতে পারে না। তাই পটিয়ার দশ মনীষী গ্রন্থটি সময়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। যারা পটিয়াকে ভালোবাসে গ্রন্থটি হৃদয় ছুঁয়ে দেবে। সর্বমহলে ইনশাআল্লাহ গ্রন্থটি আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। দশ মনীষী নামকরণ করা হলেও এতে কিন্তু বিশজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় পড়ুয়া আমার ছাত্র তরুণ লেখক মাসউদুল কাদির গ্রন্থটিকে তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করতে খুব চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তার চেষ্টাকে কবুল করুন। সত্য ও সুন্দরের পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন!



আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী
সহকারী পরিচালক
জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।



শায়খুল আদব আল্লামা সুলতান যওক নদভী দা.বা. এর (জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে) রচিত পঙক্তিমালা ঃ

غرسه المفتى عزيز و طاب سقاه الشيخ يونس طاب و جده

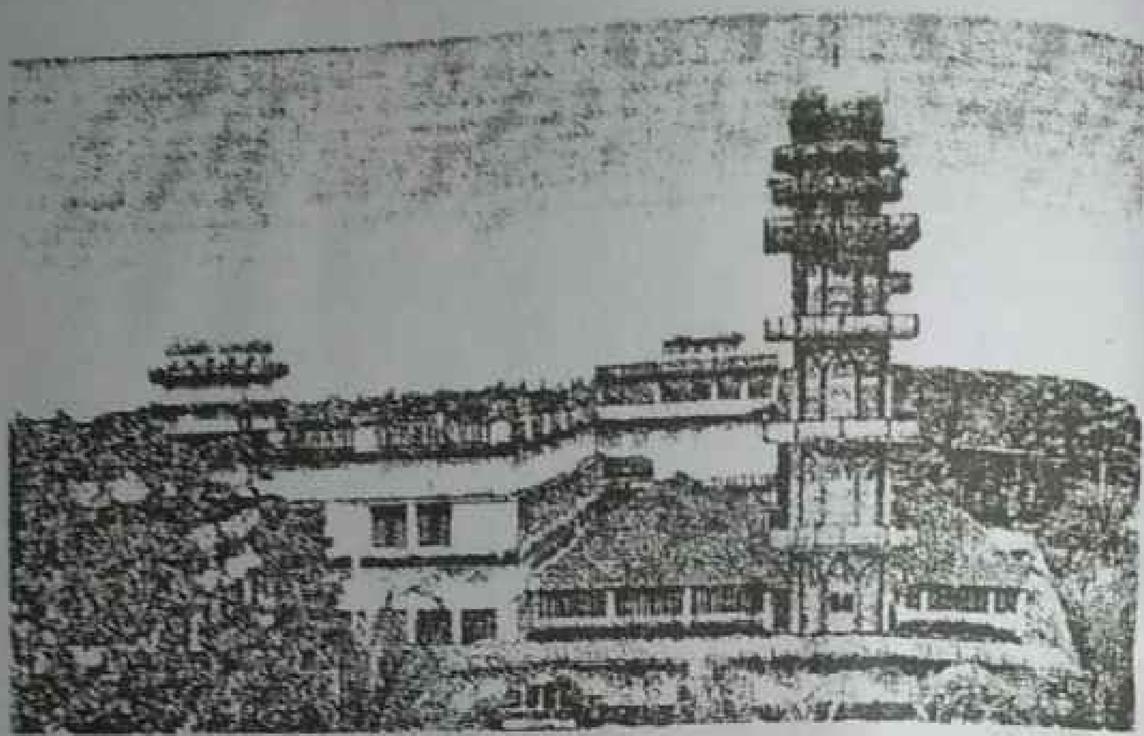
শায়খের কথায় মুফতী আযীয দীনের চারা লাগান
হাজী ইউনুস ফুলও ফলে গড়েন সবুজ বাগান।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান গেইট

কুতুবুল আলম, মুরশিদুজ্জামান, পীরে কামেল

আল্লামা শাহ্ জমীরুদ্দিন রহ.'র বিশিষ্ট চার খলিফা

- মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লামা মুফতী আযীযুল হক রহ.
- বিশ্ববরেণ্য আলেমেদীন শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.
- কালের আয়না শায়খুল হাদীস আল্লামা আহমদ রহ. জীবনালেখ্য
- মানুষের সেবায় নিয়োজিত সুমানুষ আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ.



মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর

আল্লামা মুফতী আযীযুল হক রহ.

সময় আসে যায়, থেমে থাকে না, সে তার মতোই চলতে থাকে, কারো জন্যই অপেক্ষা করে না। যারা বড়ো হয়েছেন অনেক বড়ো তাদের জন্য কি সময় অপেক্ষা করেছিলো? আর না হলে তারা এতো বড়ো আলেম, ফিকাহ্‌বিদ, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী কিভাবে হলেন? আসলে এসব হযরতগণ সময়ের গলা চেপে ধরে কাজ করেছেন, ফলে সময় সত্যিই তাদের জিজ্ঞেস করে করে হেঁটেছে। অন্যথায় তারা চলেছেন সময়ের চলার অনেক আগে। তাই সময় বলতে গেলে তাদের পেছনে হাঁটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্যারেন্ডার করে। এগিয়ে যায় কালের বীরপুরুষ। সে বীরত্ব গাঁথা মহিমান্বিত আদর্শের জ্বলন্ত শিখার ব্যস্ত আরোহীদের কাতারে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর নাম ওঠে আসে অত্যন্ত সহজে। তাঁর আধ্যাত্মিকতার আলোকময় অধ্যায়ে হতদরিদ্র ঈমানদার মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন সমাজের সর্বত্র। জামেয়া ইসলামিয়া পাটিয়ার কথা বিশ্ব জানে, তার সুনাম প্রসিদ্ধ। তার খ্যাতি সূরুযের মত ব্যাপৃত। বিশ্ব দরবারে পটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি সর্বজন স্বীকৃত, গ্রহণযোগ্য একটি মাতুলালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই জমিরিয়া কাসেমুল উলূম সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি মুফতী আযিযুল হক রহ. এর হাতে গড়া। তার হাতের কোমল স্পর্শেই জমিরিয়া মাদ্‌রাসাটি একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁর আধ্যাত্মিক মুর্শিদ

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ছাদে মসজিদ

আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. এর পরামর্শে পটিয়ায় একটি দীনি শিক্ষালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেন ১৩৫৭ হিজরীতে। আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. সত্যিই বুঝতে পারছিলেন মুফতি আযিযুল হক রহ. এর মতো ব্যক্তিত্বই গড়ে তুলতে পারবেন চমৎকার নবীর বাগান। ঈর্ষণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুফতী আযিযুল হক রহ.ও তার আধ্যাত্মিক গুরু শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর কথা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমেই পটিয়া সদরের পাইকপাড়ার জনাব হাজি নুরুল হুদার বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। অবশেষে এক জুমুআ'বার তুফান আলী মুন্সির মসজিদে কাসেমূল উলূম নামে (বর্তমান জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া) একটি মাদরাসার সূচনা করেন।

এখান থেকে শুরু হয় কষ্টের মহাপ্লাবন। আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাদরাসার কার্যক্রম এগিয়ে চলে অতি সন্তর্পণে। আল্লামা আহমদ রহ. তাকে সঙ্গ দেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

জন্ম ঃ যুগের কুতুব আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. ১৩২৩ হিজরীতে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত চরকানাই গ্রামের শহর আলী মুন্সি বাড়ির পিতা জনাব মাওলানা নূর আহমদ রহ. ও মাতা গুলজার বেগমের ঘরে জন্ম লাভ করেন। তার বংশ পরম্পরা হলো "কুতুবে যামান মাওলানা মুফতী আযিযুল হক ইবন মাওলানা নূর আহমদ ইবন মুন্সি সূরত আলী ইবন মুন্সি রমজান আলী ইবন মুন্সি আবুল হাসান। উপরোক্ত বংশধারা শায়খ ইবরাহিম ঘুরি পর্যায়ক্রমে এ ধারা সিদ্দিকে আকবর হযরত আবূ বকর রা. এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

শিশুকাল ঃ সম্মানিত পিতা মহোদয় মাওলানা নূর আহমদের ছায়া শিশু কালেই কেটে পড়ে। ফলে তিনি তার সম্মানিত দাদা জনাব সূরত আলী রহ. এর হাত ধরেই বড়ো হচ্ছিলেন। ১১ মাসের মাথায় তার পিতাকে হারালেও দাদা জনাব সূরত আলী পিতার অনুপস্থিতি তাকে বুঝতে দেননি। দুই চাচা মুন্সি নুরুন্নবী ও মুন্সি নূরুল হক মহোদয়গণ তার প্রতি অভাব অনটন তথা কষ্টের বিন্দু আঁচড়ও পড়তে দেননি। ১১ বছর বয়সে মাতা গুলজার বেগমও চির বিদায় গ্রহণ করলেন। তার মাথার কোনো ছায়াই আর বাকী থাকলো না।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল রহ. তার দাদা মুন্সি সূরত আলী ও চাচা মুন্সি নুরুনবী ও মুন্সি নুরুল হকের যোগ্য নজরধারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে পড়াশোনা করেন। তার মেধার

পরিচয় স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সবাই আশা করছিলেন ছেলেটিকে জাগতিক লাইনে পড়ালেখা করালে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। না, তা হলো না। মহান আল্লাহর মর্জিতো তা নয়। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ফয়সালা চূড়ান্ত। মুফতী আযিযুল হক রহ. এর গর্বিত দাদা জনাব সুরত আলী তার জন্মের পূর্বেই মান্নত করে রেখেছিলেন মাদরাসার জন্য, তিনি এর ব্যতিক্রম করলেন না। আসলে মান্নত এ যাবৎ অনেক মানুষকে আলেম বানিয়েছে। (আমার ভাই মাওলানা বদরুল আলমকে আলেম বানানোর জন্য আমার দাদী নিসা বানু যদি মান্নত না করতেন তাহলে সম্ভবত আমারও মাদ্‌রাসায় আসা হতো না, কারণ আমি পারিবারিকভাবে স্কুলের জন্য নির্ধারিত ছিলাম।)

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও তার কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কিতাবাদী পড়তে হয়েছে। যাতে দীনি ইলমের প্রতি তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।



মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ঃ মাদরাসায় পড়া সবার ভাগ্যে জোটে না। এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর কবুলিয়্যাত। তাই পিতা মাতার দো'আ, আত্মীয় স্বজনের দো'আ অনেক কাজের। কালের প্রদীপ আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. কে তার দাদা জনাব সুরত আলী রহ. সবার অনুরোধ অভিযোগ কর্ণপাত না করে সরাসরি ১৩৩২ হিজরীতে মাদরাসা হেমায়েতুল ইসলামে ভর্তি করে দেন। প্রায় এক বছর পর্যন্ত তিনি এখানে পড়ালেখা করেন।

ছবি ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম।

১৩১০ হিজরীতে চট্টগ্রামে বিখ্যাত দীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া আরাবিয়া জিরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৩৩৩ হিজরীতে মুফতী আযিযুল হক রহ. জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে ছুটে যান। সে বছর সরফের কিতাবাদী অধ্যয়ন করেন তিনি। জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে তার পড়ালেখার পৃথক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। পড়ালেখার প্রতি প্রচণ্ড একাগ্রতা, সম্মান ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হওয়ায় জিরির তৎকালীন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ উস্তাযগণ তাকে ভীষণ ভালো দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। বিশেষ করে জিরির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আল্লামা আহমদ হাসান রহ., শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ সন্দ্বীপি রহ. তাকে সূর্যের তাপ দিয়ে দিয়ে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন।

একাগ্রতা : আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর ছাত্রজীবনের প্রতিটি কর্ম আজকের ছাত্রদের জন্য অবশ্যই অনুসরণ করার মতো। তাঁর নিকট নিযামুল আওকাতের অত্যধিক গুরুত্ব ছিলো। প্রতিটি কর্ম নির্দিষ্ট সময়মতো করতেন। মুতালা'আ, খাওয়া-দাওয়া, গোসল, ঘুম সব ক্ষেত্রেই তাঁর ছিলো নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা। পেছনের পড়ার তাকরার, সামনের মুতালা'আ দেখা তার রোজনামচা ছিলো। কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. যদি জরুরি কোনো কাজে বাইরে যেতেন, সঙ্গে একটি কিতাব, বা একটি খাতা নিয়ে যেতেন, সুযোগ পেলেই পড়তে বসে যেতেন। মাঝে মাঝে পথে পথে পড়ায় ব্যস্ত হবার দরুণ রাস্তা ভুলে যেতেন। তিনি মুতালা'আর গুরুত্ব বুঝতে পেরে প্রায়ই নিম্নোক্ত উর্দূ কবিতাটি বলতেন। যার কাব্যানুবাদ,

> "ঘরের মধ্যে বসে বসে বিশ্ব ভ্রমণ করা
> আযব কথাই বাস্তবে হয় ধরলে কিতাব পড়া"।

পরীক্ষা আসার পূর্বে তিনি মুতালা'আর সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিতাব মুতালা'আয় আত্মনিয়োগ করতেন। এতো পড়া পড়তেন কখনো কখনো খাবারের কথা ভুলে যেতেন। পরীক্ষার পূর্বের রাত্রে শুধু সূচী দেখে দেখে পুরো কিতাব মনের গভীরে স্থান করে নিতে পারতেন। মুফতী আযিযুল হক রহ. শুধু ক্লাসে নির্ধারিত কিতাবগুলো পড়তেন না। বরং উন্মুক্ত লাইব্রেরীর সুপ্ত কিতাবের পাতায় পাতায় চষে বেড়াতেন। ব্যস্ত পথিকের মতো জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে মিশকাত জামা'আত পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তখন পর্যন্ত এই মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়নি। তখনই আল্লামা আহমদ হাসান রহ. ঘোষণা দিলেন এ মাদরাসায় আগামী বছর দাওরায়ে হাদীস

খোলা হবে। সাধারণত সব ছাত্রেরই একটি ঝোঁক হলো বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠানে দাওরায়ে হাদীস পড়া। তাই বেশীর ভাগ ছাত্রই দেওবন্দ ও হাটহাজারী মাদরাসার দিকে ছুটে গেলো। কেউই চায় না জিরিতে দাওরায়ে হাদীস পড়তে। শুধু মুফতী আযিযুল হক রহ. সার্বক্ষণিক অনুগত ছাত্রের ভূমিকা পালন করলেন। তারপর কিন্তু আরো ক'জন ছাত্র তার পথ অবলম্বন করলেন। মুফতী আযিযুল হক রহ. কে দিয়েই চালু হলো জিরিতে দাওরায়ে হাদীস। খুশিতে টগবগিয়ে ওঠেন মাদরাসার প্রায় উস্তাযগণ। কি যে দো'আ করলেন তারা, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়, এতো দো'আ যার ভাগ্যে জুটেছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কেমন অলি বানাবেন? তা সময়ের ব্যবধানেই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে।

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ ঃ বিদ্যা আহরণের কোনো শেষ নেই, মনে কোনো তৃপ্তি নেই। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর মনেও বাংলাদেশে পড়াশোনা করে যেনো মন ভরেনি। দারুল উলূম দেওবন্দ না দেখলে হবেই না। সাহারানপুর না গেলে কিভাবে হবে? দাওরায়ে হাদীস পাশ করার এই বাসনা তার হৃদয়ে জেগে বসে। তিনি ক্লান্ত হয়ে যান। কখন গিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দে ওঠবেন। পরিশেষে ১৩৪৩ হিজরীতে উপমহাদেশের খ্যাতনামা বিদ্যাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। বাংলাদেশের সব উস্তায-মুরুব্বিগণ খুশি মনে তাঁকে দেওবন্দ পাঠান। দারুল উলূম দেওবন্দে খুব সহজেই তিনি ভর্তি হয়ে যান। কিন্তু বাঁধ সাধে অসুস্থতা। ক্রমেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শারিরিক সুস্থতা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ইলমী জ্ঞানের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকতে পারেন। তাই ছুটে যান মাদরাসারে মুজাহেরুল উলূম সাহারানপুর। সেখানে ফিকাহ ও দর্শন শাস্ত্রের উপর পড়াশোনা করেন। এখানে আল্লামা আবদুর রহমান কামালপুরী, আল্লামা হাফেজ আবদুল লতিফ, মাওলানা আসআদ উল্লাহ রহ. প্রমুখদের কাছ থেকে ইলমী জ্ঞান আহরণের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সাহারানপুর পড়ার পর আবার ছুটে যান দারুল উলূম দেওবন্দ, মনের টানে। দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের দরসে বসার জন্য। তবে অসুস্থতা আবারো তাকে নাজেহাল করে তোলে, যতটা সময় তিনি দেওবন্দে কাটাবেন ভাবছিলেন, তা আর সম্ভব হলো না। কয়েক মাস দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য গ্রহণ করে ফিরে এলেন। তখন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর যথেষ্ট প্রভাব

তার মধ্যে পড়ে। আল্লামা কাশ্মীরি রহ. এর দো'আ নিয়ে তার অগাধ ইলমের বাগান থেকে তৃপ্ত হয়ে ছুটে যান আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের দিকে।

আল্লামা থানভী রহ. এর দরবারে ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বছরের মাঝামাঝি সময়ে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. ছুটে এলেন বিশ্ব বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাহবার হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর দরবারে। আধ্যাত্মবাদ ছাড়া কোনো মানুষের হৃদয় সুন্দর হতে পারে না। মারেফত ও তাসাউফের দীক্ষা ব্যতীত দুধের মতো স্বচ্ছ জীবন আশা করা যায় না। আমলের মধ্যে নিজেকে যদি ডুবিয়ে না দেয়া যায় তাহলে আর বিদ্যার্জনে লাভ কি? আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এতো দিন যাবৎ যা শিখলেন তা বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে হাটু গেড়ে বসে গেলেন। খানকায়ে ইমদাদিয়ায় আরো কতো ইলমে টইটম্বুর জাহাজ আধ্যাত্মিক দীক্ষা নিতে ছুটে এসেছেন যার কোনো ইয়ত্তা নেই। দেওবন্দ, সাহারানপুরের ছাত্র ও মুদাররিসগণ কেউ বাইআতের জন্য, কেউ ইলমী ফায়দা লাভের জন্য, কেউ সংশোধন হবার জন্য ছুটে আসেন প্রতিনিয়ত খানকায়ে ইমদাদিয়ায়। এভাবে ভীড় জমে ওঠে। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ মৌমাছিদের বিশাল ঝাঁকে বসে সময় কাটিয়েছেন। **যেনো কষ্টি পাথরের ছোঁয়া পেয়ে জেগে ওঠে মানুষ, নুয়ে পড়া ঘাসের মতো**। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. ১৩৪৫ হিজরীতে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা আশরাফ আলী থানভীর কাছে আধ্যাত্ম চেতনার দীক্ষা পেয়ে সবুজ শ্যামলিমা সোনার বাংলাদেশে ফিরে আসেন।



ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষাভবন

অধ্যাপনা ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. বাংলাদেশে পা রাখতে না রাখতেই জামেয়া আরাবিয়া জিরির প্রাজ্ঞ উস্তাযগণ তাকে বুকে টেনে নিলেন। যেনো ঘরের ছেলে ঘরেই এলো। এখানে তিনি ১৩৪৫ হিজরী থেকে ১৩৪৯ হিজরী পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। জিরিতে পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি কল্পনাতীত জনপ্রিয়তা কুঁড়িয়েছেন। দর্শন শাস্ত্রের ক্লাসে অপরাপর শ্রেণী থেকেও ছাত্ররা এসে বসে পড়তো। ভীড় জমাতো। হবে না কেনো, তিনি তো জিরিতে তার উস্তাযদের দো'আ দু'হাতে গ্রহণ করেছেন। একদিন দাওরায়ে হাদীসের ক্লাসে একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস মুফতী আযিযুল হক রহ. কে লক্ষ্য করে বললেন "তোমার সব সঙ্গীরাতো ইন্ডিয়া চলে গেছে, তাই তোমার মন বসছে না এখানে? আল্লামা আযিযুল হক রহ. অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিলেন। এখানেতো আমি মুরুব্বীদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আছি। যদি অন্যরা থাকতো তাহলেতো তাওয়াজ্জু বন্টন হয়ে যেতো" উত্তর শুনে হুযুর অত্যধিক খুশি হলেন। মন ভরে দো'আ করলেন। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. সেই সব মনভরা দো'আ পেয়েছেন। তাঁর তাকরির মধুময় হবে না কোনো? ছাত্ররা ভীড় জমাবে না কেনো?

মুফতী আযিযুল হক রহ. এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর দরস দানের পৃথক একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি মনে করতেন শুধু মতন অর্থাৎ ইবারত বা শাব্দিক তরজমা করাই যথেষ্ট নয়। বরং শব্দ বাক্যের যথাযথ উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পড়ানো উচিত।

* একটি কিতাবের নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানো ঠিক নয়। বরং পুরো কিতাব পড়ানো উচিত। এতে করে সমগ্র কিতার সম্পর্কে ছাত্ররা জানতে পারবে।
* অনেক বড়ো আলোচনাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে ছাত্রদের সম্মুখে পেশ করতেন। ফলে ছাত্রদের সহজে মুখস্ত হয়ে যেত।
* আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. মুশকিল কিতাবগুলো খুব চমৎকারভাবে পড়াতে পারতেন। জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে তিনি শরহে তাহযিব, মোল্লা হাসান, হেদায়া, তাফসীরে জালালাইন, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি কিতাবাদী পড়াতেন। কিতাব অধ্যয়নে তাঁর একাগ্রতা ছিলো স্মরণকালের।

সাহিত্যরস ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. সাহিত্য কর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তিনি কবি ছিলেন। সাহিত্যের মূল ধারা কাব্য

চর্চায় তার অবস্থান ছিলো উল্লেখযোগ্য। উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় তার সরস রচনা দেখে বড়ো বড়ো আলেমগণ অস্থির হয়ে যেতেন। আল্লামা আসাদুল্লাহ রহ. তাঁকে তো বলেই ফেলেছিলেন "এতো আরবী শিখলে কোথায় তুমি? আল্লামা আযিযুল হক রহ. শুধু কাব্য চর্চাই নয়, বরং আরবীতে ফাতওয়া-ও লিখে দিতেন। কাব্য গ্রন্থ হিসেবেও আলোর মুখ দেখেছে **"খাইরুজ জাদ ফি গিয়ারিয়-জাদ"** তাছাড়া **"আযিযুল কালাম ফি মাদহে খাইরিল আনাম"** এ তার কবিতা ছাপা হয়েছে। **"নি'মাল উরুজ ফি নাজমিল ফুরুজ"** গ্রন্থে তার ইলহামী আরবী কবিতা ছাপা হয়েছে। **"আর-মাগানে আযিয"** নামে তার একটি কাব্য সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। যা কাব্য জগতের জন্য অনেক বড়ো সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফার্সি ভাষায়ও তিনি কাব্য চর্চায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সাহারানপুরে পড়াকালীণ একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ., আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপূরী রহ. এর মতো আলেমদের সম্মুখে মোল্লা জামীর দেশে ফার্সী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করলে উপস্থিত দর্শক তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন। **'দরূদে বেতাবে বহুজুরে রিসালাতে মাআব হুযুর স.'** শিরোনামে তাঁর ফার্সি কবিতাটি সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সহজ সরল ফার্সী শব্দ ব্যবহারে এতো চাতুরতার পরিচয় দিয়েছেন যে কবিতাটির ভাবার্থ সাধারণ মানুষেরও বুঝতে কষ্ট হবে না। কবিতাটির শেষের এক লাইনের কাব্যানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"কোরআনের ধারক নবী
সেজদা জা'গা দুনিয়া সবি
জান্নাত তোমার অপেক্ষায় আছে
তাই দরূদ পাঠাই তোমার কাছে"

আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. বাংলা, আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষা সমান জানতেন। তবে তৎকালে উর্দূ সাহিত্য ছিলো ইসলাম প্রিয়। কারণ হলো উপমহাদেশের বড়ো বড়ো ইসলামী পণ্ডিতগণ ছিলেন ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে বসবাসকারী। আজকের আধুনিক যুগে এসে যেমন পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে গিয়ে ইংরেজির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। ঘটনাটি তাই হয়েছিলো। দুঃখের সংবাদ হলো বর্তমানে আমরা যেভাবে ইংরেজির দিকে ঝুকে পড়ছি কিছুদিন পর হয়তো বাঙ্গালী জাতির অস্থিত্ব নিয়ে টান দেবে। উলামায়ে কেরাম উর্দু, ফার্সী ও আরবী জানার কারণে বাংলাকে ভুলে যাননি অথচ ক্রমশ আরো

বেশী বাংলো চর্চার দিকে উলামায়ে কেরামগণ এগিয়ে আসছেন আরবী জানার পাশাপাশি। তবে এসময়ের আধুনিক পরিবারগুলো থেকে বাংলা শব্দাবলী প্রচণ্ডভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা নিতান্তই দুঃখজনক। আল্লামা আযিযুল হক রহ. উর্দু ভাষায় রচনার কাজ বেশী করেছেন। উর্দুতে কাজ করার অনেকগুলো লাভ তাঁর চোখে দেখেছেন। কেননা একটি উর্দু লিখিত বই উপমহাদেশের সব জায়গায় চলে। এমন কি লন্ডন আমেরিকায়ও উর্দু ভাষায় রচিত কিতাব যত্নের সঙ্গে পড়ানো হয়। তাই উর্দুতেই তাঁর রচনা ছিলো তুলনামুলক বেশী। তাঁর একটি উর্দু রচনার সামান্য কাব্যানুবাদ তুলে ধরা হলো :-

"আল্লাহ তোমার প্রেমের শরাব পান করিয়ে দাও
তোমার প্রেমের আগুন আমায় মন ভরিয়ে দাও
তোমার প্রেমের সাগর পাড়ায় হারিয়ে যেতে চাই
তোমার কাজে মগ্ন থেকে তোমায় যেনো পাই।"

কালের বিভা আল্লামা আযিযুল হক রহ. জমিরিয়া মাদ্‌রাসায় পটিয়ার প্রতিষ্ঠার পর মাদরাসায় কাব্য চর্চার একটি জোয়ার বয়ে যায়। জোয়ারে আলোকিত হয়ে উঠেছেন আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ., আল্লামা আব্দুল হক সালিম, আল্লামা কামাল উদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য আনন্দের সংবাদ



হলো পটিয়াসহ সারাদেশে এখন কাব্য চর্চা ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব, আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব, আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব, আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবী সাহেব, আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার সাহেব, আল্লামা আব্দুল মান্নান দানেশ সাহেব প্রমুখ আলেমগণ কাব্য চর্চার দ্বার এখনো উন্মুক্ত রেখেছেন। ছাত্ররা তাদের জন্যে

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান গেইট নতুন ছবি

শাস্তি দেবার সুযোগ পাচ্ছে। এ বিষয়টি উলামায়ে কেরামের বিশাল উদারতার একটি বৃহৎ পরিচয়। ইদানীং প্রয়োজন সাপেক্ষে উলামায়ে কেরামগণ বাংলা কাব্য রচনায়ও পদার্পণ করছেন। সময়ের ব্যবধানে তাঁরা বাংলা কাব্যেও একটি গণবিপ্লব সৃষ্টি করবেন বলে আমি মনে করি।

ইতেকাফ ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল রহ. শিষ্যদের আত্মার চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৪০ দিন একসঙ্গে ইতেকাফ করতেন। এ নিয়মে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ. ও ইতেকাফ করতেন।

হযরত মুফতী আযিযুল হক রহ. বলতেন ৪০ দিনের একটি প্রভাব আছে। সুরায়ে আরাফে হযরত মূসা আ. এর সম্মন্ধে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"আর আমি মূসা রহ. কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে"।

আল্লামা মুফতী শফি রহ. বলেন, ৪০ রাত কে বাতেনি অবস্থার সংশোধনের জন্য পৃথক বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। (মা'আরেফুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড: ৫৮) তাছাড়া প্রিয় নবী স. বলেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহ তাঁকে তার অন্তরে বিচক্ষণতার ঝর্ণা জারি করে দেন।

নিঃসন্দেহে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর দর্শন শিষ্যদের জন্য অনেক উপকারী ছিলো। কেননা এটিও তো একটি আধ্যাত্মিক মাদরাসা। এখানে তো সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা দেয়া-নেয়া চলে।

জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ঃ আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক রাহবার থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেও বাংলাদেশে এসে আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর কাছে বাইআত হয়ে তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মেনে নেন। ফলে তিনি যা-ই করতেন তার আধ্যাত্মিক গুরুর অনুমতি নিয়েই করতেন। তিনিই সর্ব প্রথম পটিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার উৎসাহ দিলে ১৩৫৭ হিজরীতে ছুটে আসেন পটিয়ায়। গড়ে তুলেন বর্তমান উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমিরিয়া মাদরাসা। তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে এবং বিদ'আতীদের পাতানো শত চক্রান্তের কঠোর মোকাবেলা করে মাদ্রাসাটি টিকিয়ে রাখেন। এখানে তিনি স্বার্থক শ্রম



দিয়েছেন ২৩ বছর। ২৩ বছরে তিনি আকাশ দেখার সুযোগ পাননি। সর্বপ্রথম তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লামা আহমদ ইমাম সাহেব হুযূর রহ. চলে এলে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ছিলেন, এটিকে ইন্টারন্যাশনাল মাদ্‌রাসায় কিভাবে পরিণত করবেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। একদিন বিদ'আতীরা ক্ষেপে যায়। সুন্নাতে নববীর চর্চা তাদের ভালো লাগে না। তাই মাদরাসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। যে ক'টি কিতাব ছিলো সব কিতাব এবং দাঁড়িয়ে থাকা মাদ্‌রাসাটি জ্বলে ভস্মিভূত হয়ে যায়। সেদিন আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে অঝোর ধারায় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দো'আ করলেন হে আল্লাহ! আগুনের লেলিহান শিখা যতদূর ওঠেছে মাদরাসাকে ততদূর পর্যন্ত তুমি কবুল করো। আজ মাদ্‌রাসার দিকে তাকালে, তার দো'আর যথাযথ বাস্তবায়ন চোখে পড়ে।

লাইব্রেরী স্থাপন ঃ অর্থের অভাবে যখন চোখ মুখ বন্ধ হয়ে আসছিলো তখন লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তাও তীব্রতর হচ্ছিলো। তাতে কি? ঘাবড়ানের মানুষ মুফতী আযিযুল হক রহ. নন। তিনি অত্যন্ত স্বার্থকতার সঙ্গেই চিন্তা করতে লাগলেন। মাওলানা ইসকান্দর রহ. মাওলানা আহমদ উল্লাহ রহ. সহ অনেকেই তাদের সব কিতাব লাইব্রেরীর জন্য দান করে দিলেন। ফলে অনেক কিতাব হয়ে গেলো। এর পূর্বেই কিন্তু জনাব আব্দুল লতিফ সওদাগর কুতুবখানার জন্য আলমারির ব্যবস্থা করেন। তখন মাদরাসায় কোনো

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী



কিতাবই ছিলো না। আজকে এটি জামেয়া গ্রন্থাগার হিসেবে হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের মনের খোরাক হিসেবে কাজ করছে। এ লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকেরা অধ্যয়ন করতে ছুটে আসেন।

হিফজ বিভাগ ঃ মাদ্রাসায় আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ রেখে হিফজ বিভাগটি চালু করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিলো। তাই বিলম্বিত হচ্ছিলো। তবে তাঁর মনে হিফজখানার প্রতি আগ্রহ ছিলো প্রচণ্ড। একদিন হাফেজ নুরুল হক সাহেব হুযুরের দরবারে এসে বলতে লাগলেন **"হুযুর আমি আপনার দরবারে থাকতে চাই। এখানে ব্যবসা করবো আর আপনার সঙ্গে থাকবো"**। তখন তিনি তাকে দিয়ে হিফজ বিভাগের সূচনা করলেন অনেক দিন এখানে খেদমত করার পর তিনি চলে গেলেন। তার জায়গায় আসেন হাফেজ আব্দুল বায়েছ রহ.। তিনিও একাগ্রতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করছিলেন।

দাওরায় হাদীস ঃ যে কোনো মাদরাসা সর্বপ্রথম দাওরায়ে হাদীস খোলা খুব কঠিন ব্যাপার, সামাল দেয়া সহজ নয়, তাছাড়া পটিয়ায় সিহাহ্ সিত্তার কোনো কিতাবই ছিলো না। বন্ধুদের চাহিদা ছিলো পটিয়াতে দাওরায়ে হাদীস খোলা হউক। একদিন এক লোক মাদ্রাসায় বোখারী শরীফ দান করতে আসলে মুফতী আযিযুল হক রহ. বললেন- আরে ভাই বোখারী শরীফ তো অই মাদরাসায় দান করতে হবে যেখানে দাওরায়ে হাদীস খোলা আছে। আমাদের এখানে তো দাওরায়ে হাদীস খোলা নেই। আগন্তুক বললেন **"আমার মন চাচ্ছে এখানেই দেয়ার জন্য"**। এরপর বোখারী শরীফ রেখে

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার হিফজ বিভাগ ভবন

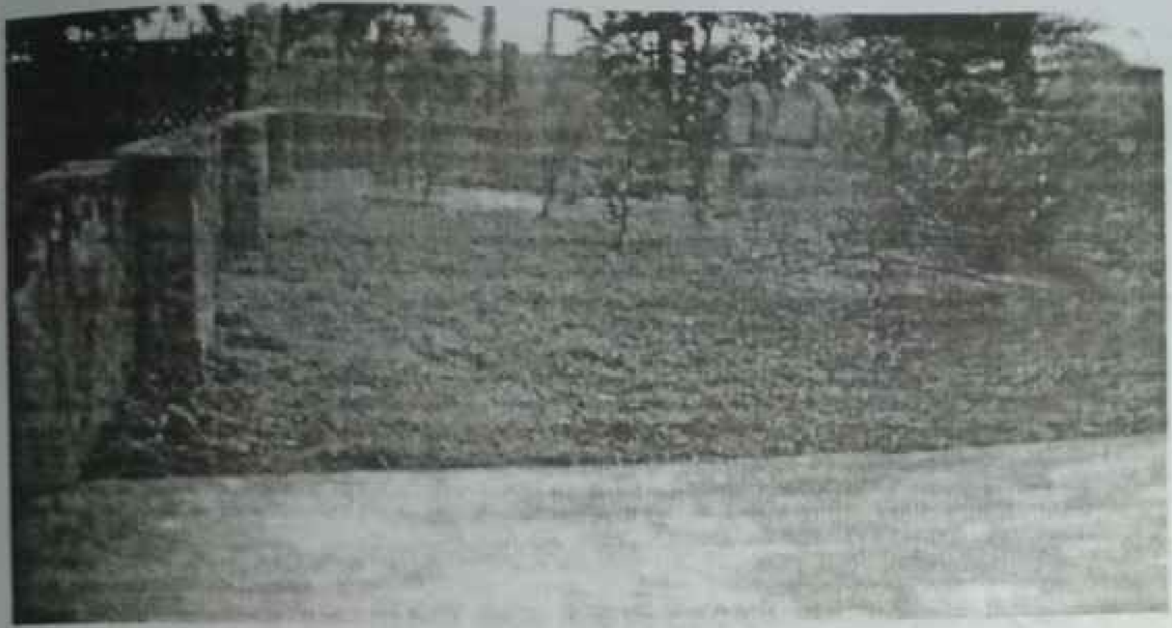
দিলে অন্যান্য জায়গা থেকেও সিহাহ সিত্তার কিতাব আসতে লাগলো। তারপরও দাওরায়ে হাদীস খোলা হচ্ছে না। এক স্বপ্নে মুফতি আযিযুল হক রহ. দেখলেন অযু করতে করতে সময় চলে যাচ্ছে। নামায শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. দাওরায় হাদীস খোলার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অবশেষে আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. এর উপস্থিতিতে ১০/১২ জন ছাত্রকে দিয়ে দাওরায়ে হাদীস শুরু করা হয়।

দীনি সফর ঃ দীনের জন্য তিনি সমগ্র বাংলাদেশসহ ভারত পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশ সফর করেছেন। মক্কা মদীনায় জিয়ারতকালে প্রায় উন্মাদ হয়ে যেতেন। তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে সঙ্গ দিচ্ছিলেন ঃ

* আল্লামা আহমদ রহ. শায়খুল হাদীস, পটিয়া।
* আল্লামা ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, পটিয়া।
* আল্লামা আমীর হুসাইন মীর রহ. সাবেক মুহাদ্দিস পটিয়া।
* আল্লামা হারুন রহ. সাবেক প্রিন্সিপাল বাবুনগর মাদরাসা।
* আল্লামা সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ. মুহাতামিম মাদরাসায়ে উবায়দিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।
* আল্লামা ইসহাক রহ. সদরে মুদাররিস দারুস সুন্নাহ হ্নীলা, টেকনাফ।
* মাওলানা গোলামুর রহমান খাদেম আল্লামা আযিযুল হক রহ.

এভাবে প্রতিটি জায়গাতেই আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. দীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে যেতেন।

জীবনের শেষে ঃ কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। সবারই বিদায় নিতে হয়। কেউ বিদায় নেয় হেসে হেসে আর ভক্তরা কেঁদে মরে। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. সে মানুষদের একজন ছিলেন। মাত্র ৫৭ বছরে পদার্পণ করলেন তিনি। কেউ ভাবতেই পারেননি এ সময়ে তিনি মারা যাবেন। সবার ভাবনাকে চপেটাঘাত করে অকস্মাৎ চলে গেলেন তিনি। সন ১৩৮০ হিজরী চলছে (১৯৬১ ঈসায়ী) রমজানের ১৫ তারিখে মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করে পাড়ি জমান আল্লাহর সান্নিধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে যায়। চতুর্দিক থেকে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে হযরতের জানাযায়। জুমু'আ বার মধ্যাহ্নের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। মাঝ রাতে আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ., আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ., আল্লামা ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. একত্রে জানাযা ধোয়ার কাজ সম্পন্ন করেন।



জিরির সাবেক মুহতামিম হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের উস্তায আল্লামা আহমদ হাসান রহ. ছুটে এলেন। সবাই তাঁকে জানাযা পড়াতে বললে তিনি বললেন আওলাদে রাসূল সায়্যিদ আব্দুল করীম মাদানী অনেক বড়ো আলেম। জানাযা তিনি পড়াবেন। অবশেষে তিনিই পড়ালেন। পরের দিন জোহরের পূর্বে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এটি এখন মাকবারায়ে আযীযী নামে খ্যাত।

যাদের রেখে গেলেন ঃ মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র সন্তান রেখে গেলেন ঃ ১. হাফেজ মাহবুবুর রহমান, ২. জনাব হাফেজ মুহিবুল্লাহ, ৩. জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল। আরো তিনজন ইন্তেকাল করেন ঃ ১. মাহফুজুর রহমান, ২. মাহমুদুর রহমান, ৩. সুলাইমান। চার কন্যা সন্তান রেখে যান ঃ ১. ফাতেমা, ২. রুকিয়া, ৩. আসিয়া, ৪. সালমা। তাছাড়াও লক্ষ লক্ষ রুহানী পুত্র বাংলাদেশ, ভারত, বার্মায় রেখে যান। রেখে যান অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ।

যারা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর খেলাফত লাভে ধন্য হলেন

১. আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ., জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া
২. মাওলানা হুসাইন আহমদ, সদর পোকখালী, কক্সবাজার মাদ্রাসা।
৩. মাওলানা ইসহাক আলী, সদর দারুস সুন্নাহ, হ্নীলা টেকনাফ।
৪. হাফেজ রহমত উল্লাহ।
৫. মাওলানা হারুন, সাবেক মুহতামিম (১৩৭০হি.), মাদ্রাসা আযিযুল উলূম বাবু নগর (১৪০৬ হি.)

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয

৬. মাওলানা মোহরুজ্জামান, মুহতামিম, মাদ্‌রাসায় মা'আদিনুল ইসলাম সরফভাটা, চট্টগ্রাম।

৭. মাওলানা আহমদ সফা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

৮. মাওলানা আলী আহমদ, মুহতামিম মাদ্‌রাসায় হুসাইনিয়া বোয়ালিয়া।

৯. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা।

১০. মাওলানা মোফাজ্জল আহমদ, মুহতামিম মাদ্‌রাসায় রশিদিয়া রাশায়াত নগর, চট্টগ্রাম।

১১. মাওলানা সালেম জান, মুজাহিদ কাশ্মীর (পাকিস্তান)।

১২. মাওলানা সায়্যিদ আহমদ রামুবী, সাবেক মুহাদ্দিস চাকমারকুল দারুল উলূম কক্সবাজার। (১৩৯১ হিজরী মারা যান)।

১৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন হুলি, কক্সবাজার।

১৪. মাওলানা আবদুর রশীদ, হাটহাজারী।

১৫. মাওলানা আমীর হুসাইন (১৪০৪ হিজরী) জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া।

১৬. মাওলানা সুলতান আহমাদ নানুপুরী রহ.।

১৭. মাওলানা নুরুল ইসলাম কাদীম সাহেব দা.বা.।

১৮. মাওলানা আবুল হাসান যশোরী।

১৯. মাওলানা হাফেজ আহমদুর রহমান রহ., মুহতামিম কোদালা মাদ্‌রাসা।

২০. মাওলানা আহমদ রেজা মধুগ্রাম, নোয়াখালী।

২১. ডা. মুহাম্মদ ইসমাঈল, চট্টগ্রাম।

২২. মাওলানা হাফেজ সুলতান আহমদ মুদাররিস, হুসাইনিয়া রাজঘাটা মাদ্‌রাসা।

২৩. মাওলানা বদিউর রহমান আযিযিয়া মাদ্‌রাসা, মাতারবাড়ি, মহেশখালী।

২৪. মাওলানা আবদুল মজিদ (১৪১৪ হিঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

২৫. মাওলানা বজলুস সুবহান, মুহতামিম, জামালপুর মাদ্‌রাসা।

২৬. সুফী মুহাম্মাদ সুলাইমান মধুগ্রাম, নোয়াখালী।

২৭. মাওলানা আহমদ হাসান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

কারামাত ঃ ১. কাশফ ও কারামাত অলি আল্লাহদের পৃথক বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের কাশফ জারি থাকে না। যারা আধ্যাত্মিক পথের রাহ্‌বার হন, তাদের কাশফ জারী থাকে। আল্লামা মুফতি আযিযুল হক রহ.ও কাশফসম্পন্ন বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আলহাজ্ব হেদায়াত আলী সওদাগর বলেন, আমি একবার ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলাম। অনেক

চিকিৎসা করেছিলাম কিন্তু কিছুই হলো না। অতঃপর হুযূরের দরবারে দো'আ চাইলাম। হুযূর দো'আ করলেন। বললেন, ইনশাআল্লাহ্ যিনি অসুখ দেন তিনি আবার নিয়ে যেতে পারেন। এরপর আসলেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

২. হযরত সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ. বলেন, হাফেজ মুহিব্বুল্লাহ্‌র কাছ থেকে হযরতের একটা লাঠি পেয়েছিলাম, লাঠিটি আমার ঘরে টানানো ছিলো। আমার স্ত্রী বলেন, এই লাঠিটি কাউকে দেয়া যাবে না। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি দেখলাম ঘরে একটি সাপ ঢুকেছে। অতঃপর সাপটি লাঠির কাছে গেলো এবং দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে আমি দূর থেকে কাঁপছিলাম। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা শোনা যায়।

৩. জনাব সুফী সিদ্দিক মহেশখালবী বলেন একবার আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. মহেশখালীর ঝাপুয়ায় সফরে গিয়েছিলেন। তখন গাড়ির কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। তাকে পালকিতে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হলো। আমি এবং ঈমাণ আলি পালকি বহন করতে লাগলাম। সঙ্গে অন্য লোকেরাও ধরলো। পথিমধ্যে একটি পুল ছিলো বাঁশের, প্রথমে পুল পাড়ি দেবার সময় ঈমান আলী পড়ে গেলো অতঃপর আমিও পড়ে গেলাম। আমরা সবাই আতঙ্কগ্রস্থ। এ অবস্থায় হুযূরের মারাত্মক কষ্ট হবে। না! বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখি, আশ্চর্যজনক ভাবে অই বাঁশটিতেই পালকিটা আটকে আছে। হুযূরের কোনো ক্ষতিই হয়নি।

৪. মাওলানা নাদেরুজ্জামান বলেন, আমার মামা মাস্টার আবদুস সামাদ রহিমপুরী বর্ণনা করেন। একবার আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. আমাদের এখানে মেহমান হলেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে তিনি যিকিরে আত্মনিয়োগ করলেন। আমি অন্য কক্ষে শুয়ে ছিলাম, হযরতের যিকিরের আওয়াজ শুনে ছুটে এলাম। অকস্মাৎ দেখতে লাগলাম তার পবিত্র শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যিকিরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক পৃথক হয়ে যাচ্ছে। আমি এই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলাম, তার প্রতিটি অঙ্গ এবং আশপাশের সবকিছু যেনো যিকিরে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলো।

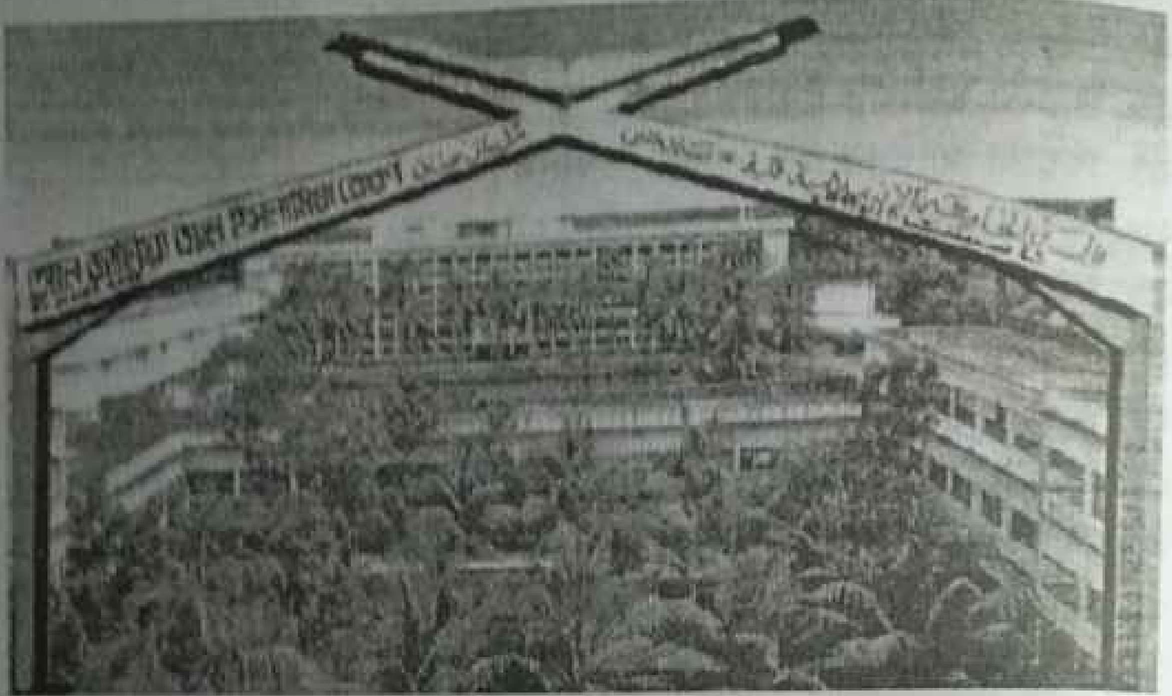
মানুষের সেবা ঃ জনসেবায়ও তাঁর অবদান ছিলো চোখে পড়ার মতো। আঁধার রাতে ঘুম থেকে ওঠে সবার জন্য ব্যবহৃত টয়লেট পরিষ্কার করেছেন। মানুষের জন্য তৈরি করেছেন চমৎকার মসজিদ। তার জীবনের সূত্রেই গাঁথা

ছিলো সৃষ্টির সেবার বিস্ফোরণ। বিশেষ করে মানব জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য গড়ে তুলেছেন একঝাঁক আবাবিল। যারা পৃথিবী ও পরকাল সুন্দরের জন্য জীবন বিলিন করে গেছেন।

তাঁর হাতে গড়া ক'জন সোনার মানুষ

১. আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম দা.বা., প্রিন্সিপ্যাল- জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম
২. আল্লামা জামাল আহমদ, গোবিন্দর খিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৩. আল্লামা কারী ফয়েজ আহমদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৪. আল্লামা সিদ্দিক আহমদ, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
৫. আল্লামা আনওয়ারুল আজিম রহ., আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
৬. আল্লামা মুহাম্মদ লোকমান রহ., আরাকান, মিয়ানমার।
৭. আল্লামা আকিল আরাকানী, মিয়ানমার।
৮. আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব আরাকানী, মিয়ানমার।
৯. আল্লামা আখতার কামাল, হ্নীলা, টেকনাফ।
১০. আল্লামা মুহাম্মদ সাঈদ, মহেশখালী, কক্সবাজার।
১১. আল্লামা মুহাম্মদ রশিদ মোহাম্মদপুরী।
১২. আল্লামা সিদ্দিকুল্লাহ্, নোয়াখালী।
১৩. আল্লামা নবীরুল ইসলাম রহ., পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৪. আল্লামা আবদুল কুদ্দুস, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
১৫. আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ্, বাবুনগর, চট্টগ্রাম।
১৬. আল্লামা কামালউদ্দিন।
১৭. আল্লামা আবদুল হক সালিম।
১৮. আল্লামা আবদুল বাকী, ফরিদপুর।
১৯. আল্লামা খাইরুল আমিন, আরাকান, মিয়ানমার।
২০. আল্লামা মুফতি মোজাফ্ফার আহমদ, মহেশখালী, চট্টগ্রাম।
২১. আল্লামা হাবিবুল হক, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২২. আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৩. আল্লামা আবদুল জলিল।
২৪. আল্লামা আবদুল মান্নান, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম।

২৫. আল্লামা শফিক আহমদ, টেকনাফ, চট্টগ্রাম।
২৬. আল্লামা মুহাম্মাদ ইদ্‌রিস।
২৭. আল্লামা আমিনুল হক, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৮. আল্লামা নুরুল আমিন, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৯. আল্লামা নুরুস-সামাদ, মহেশখালী, চট্টগ্রাম।
৩০. আল্লামা সুলতান যওক নদভী, মহেশখালী।
৩১. আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ূব, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৩২. আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩৩. আল্লামা ফুরকানুল্লাহ্‌, মহেশখালী, চট্টগ্রাম।
৩৪. আল্লামা মুহাম্মাদ ইসহাক ইবন ইবরাহিম।
৩৫. আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৩৬. আল্লামা আবদুল মালেক হালিম, হাইলধর, চট্টগ্রাম।
৩৭. আল্লামা হাফেজ বেলাল উদ্দিন, মহেশখালী।
৩৮. আল্লামা আবূ তাহের মেসবাহ, ঢাকা।
৩৯. আল্লামা রশিদ রাসেদ।
৪০. আল্লামা হাফেজ উবায়দুল্লাহ্‌, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৪১. আল্লামা নুরুল হক, রামু, কক্সবাজার।

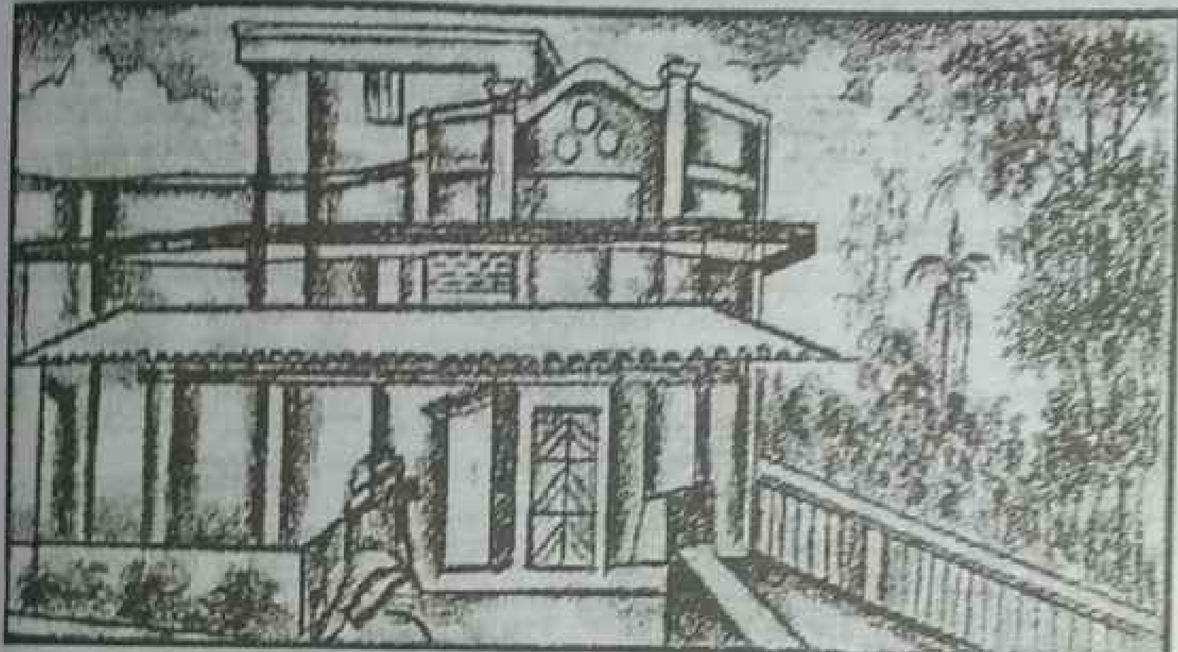


বিশ্ব বরেণ্য আলেমেদীন শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.

রূপ লাবণ্যের স্বার্থক সিপাহসালার আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (হাজী সাহেব হুযূর) রহ. এর সুনাম শুধু সোনার বাংলার করিডোরে আবদ্ধ নয়। বরং তাঁর সুনাম সুখ্যাতি সমগ্র বিশ্বে একাকার, তার চিন্তা চেতনাও ছিলো সমগ্র মানুষের জন্য। অন্তর দৃষ্টি ছিলো প্রখর। শুধু বাংলার অভাবীদের দেখেননি। তার মায়াবী চোখ হেঁটে গিয়েছে দূর, বহুদূর। মহা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দীন ইসলামের প্রোজ্জ্বল বিভা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তার মিশন ছিলো অত্যন্ত সূদূর প্রসারি, পরিকল্পিত। জামেয়া ইসলামিয়া আজকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্বগর্বে। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব হযরত হাজী সাহেব রহ. জমিরিয়ার চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের জন্য মাদরাসাটি একটি মডেল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, দেশ-বিদেশের মানুষ এতে পড়তে আসে। দেখতে এসে চমকে যায়। আজকে সেই প্রাণ পুরুষ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. এর জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার একাংশ

জন্ম ঃ বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ২৪ কিলোমিটার দূরে হাটহাজারী থানার উত্তর মেখল রহিমপুর গাঁয়ে কালের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আল্লামা শাহ ইউনুস রহ.



১৯০৬ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩২৭ হিজরীতে এক জমিদার পরিবারে বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে দিয়েই পৃথিবীর মুখ দেখতে পান। তার পিতার নাম আব্দুল জাব্বার চৌধুরী, মাতা রিয়াযুন্নেসা, মাত্র চার বছরের শিশু ইউনুস, তখনই তার পিতার ছায়া ওঠে যায় মাথার উপর থেকে, ক্লান্ত হন তার সম্মানিতা মাতা, তবু তিনি হাল ছাড়েনি।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিশু ইউনুস মাত্র চার বছরের কোটা পেরিয়ে পাঁচ বছরে পদার্পণ করলেন। তখনই আদরের মা বেগম রিয়াযুন্নেসা তাকে স্থানীয়



ছবি ঃ ১। হাজী ইউনুস সাহেব হুযুর যে ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন
২। হাজী ইউনুস সাহেব হুযুরের প্রথম শিক্ষালয়

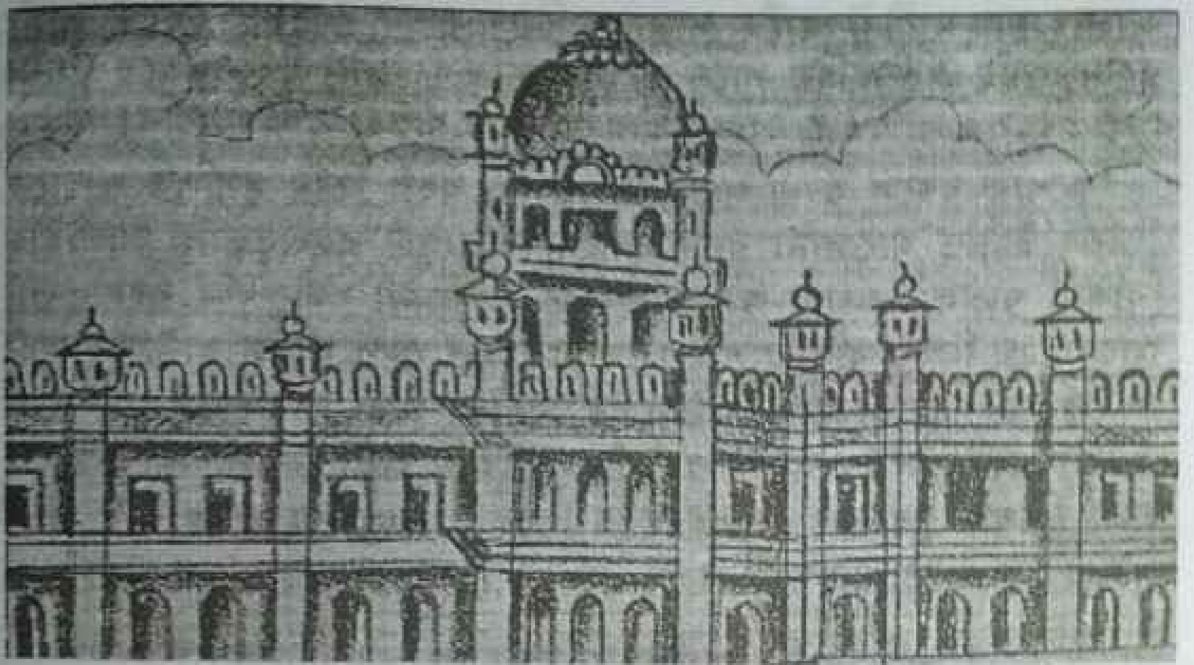
আযিযিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এখানে তিনি ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তৎকালেই জনৈক মিয়াজীর নিকট পবিত্র কোরআন শিক্ষা করেন। তারপর ছুটে যান মায়ের পরামর্শে সবুজ বাংলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম মুঈনূল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। সেখানে তৎকালের বিখ্যাত কারী জনাব মকবুল হুসাইন সাহেবের তত্ত্বাবধানে কোরআনে কারীমের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করেন।



মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ঃ প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে বালক ইউনুস কিতাব বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলেন। পড়ালেখায় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম হৃদয়ের দুয়ার খোলে দেয়। উস্তাযদের ভালোবাসায় দিন দিন তার উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। হাটহাজারীতে তিনি প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আহমদ, মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ, আল্লামা জমিরুদ্দিন সাহেব, কারী ইবরাহীম, আল্লামা হাবিবুল্লাহ রহ. প্রমুখ উস্তাযের নিকট তিনি পড়েছেন। একেবারে জালালাইন পর্যন্ত তার দৌড় পৌছে যায়। তখন মনের ভেতর জেগে বসে বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের বড়ো বড়ো শায়েখদের সান্নিধ্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। তাই বাংলাদেশে আর রাত পোহায় না তার। ছুটে যেতে চান ভারতে।

উচ্চতর শিক্ষা ঃ অবশেষে হাজী সাহেব হুযূর পাড়ি জমালেন ১৩৫১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে, দেওবন্দে তার উস্তাযগণ হলেন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী, আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী, শাইখুল আদব আল্লামা এজাজ আলী রহ., আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. প্রমুখ। দারুল

ছবি ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা হাটহাজারী



উলূম দেওবন্দে তিনি হাদীসের সনদ লাভ করার পাশাপাশি তাফসীর, দর্শন, কালাম শাস্ত্রেও উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তখন আল্লামা হাজী সাহেব হুযূর পবিত্র কোরআনের প্রেমে পড়ে মাওলানা হাফেজ কারী আতিকুর রহমানের নিকট কোরআন পাক মুখস্থ করেন। সর্বশেষ পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফে আল্লাহর কালাম মুখস্থ করা সম্পন্ন করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ আল্লামা ইউনুস রহ. বাল্যকাল থেকেই আখলাক চরিত্রে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। নামাজ, রোজা, তাহাজ্জুদ বড় বড় পীর বুজুর্গের মতো আদায় করতেন। এ জন্যই তো সবে মাত্র হাস্তুম তথা নাহবেমীর পড়ছেন। তখনকার কথা, আমার বন্ধু মাওলানা তানবিরের কাছ থেকে শুনেছি। তিনি তার বন্ধু মাওলানা তাসলিমুদ্দীনের মুখ থেকে শুনেছেন। তাসলিম হযরত হাজী সাহেব হুযূরের ঘরে লজিং থাকতেন। একদিন হযরত জমিরুদ্দিন রহ. ও কারী ইবরাহীম রহ. এক সঙ্গে একত্রিত হন। খেদমতে নিযুক্ত হন কিশোর ইউনুস। তিনি মনে মনে ভাবেন আজকে দুই আল্লাহর অলির আমল দেখবেন, যেই ভাবা সেই কাজ, রাতে দেখলেন দু'জনই আল্লাহর যিকির করছেন। যখন আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. এর দিকে তাকালেন দেখলেন তার যিকিরের সঙ্গে তার আশ পাশসহ যেনো সমগ্র বিশ্ব নড়া চড়া করছে। যখন কারী ইবরাহীম রহ. এর দিকে তাকালেন, দেখলেন তিনি যিকির করতে করতে অনেক উপরে ওঠে যাচ্ছেন। এরপর কিশোর ইউনুস হযরত জমিরুদ্দিন রহ. এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রত্তোত্তরে তিনি বললেন **"আমার খোলাফাগণ সমগ্র বিশ্বে কিছু না কিছু কাজ**

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ

করবে। আর কারী ইবরাহীম সাহেবের নিজের দরজাই অনেক উপরে হবে"। এরপর হযরত ইউনুস রহ. বললেন আমাকে বাইয়াত করে নেন। মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক মুর্শিদ আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা কুতুবে জামান আল্লামা জমিরুদ্দীন রহ. এর নিকট বাই'আত হন। অথচ এতো অল্প বয়স্ক বালকদের তিনি কিছুতেই বাই'আত করতেন না। তখন আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. বলেন **"প্রতিদিন এখানে সাড়ে নয়টায় আসবে আর দশটায় চলে যাবে"**। একাজটি তিনি নিয়মিত করেন। ইউনূসের চেহারায় অন্য কিছু দেখছিলেন তিনি, পরবর্তীতে যিনি আরব আজম তথা সমগ্র বিশ্বের কুতুবে জামানের দায়িত্ব পালন করবেন। এজন্যই সবেমাত্র হাটহাজারী মাদরাসায় তিনি শরহে বেকায়া জামাত পড়ছেন, তখনই আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. তার ভেতর খোদা প্রদত্ত ইহসান ও আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ দেখতে পেয়ে খেলাফত প্রদান করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ গিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর খানকায়ও একাধিকবার ইতেকাফ করেন।

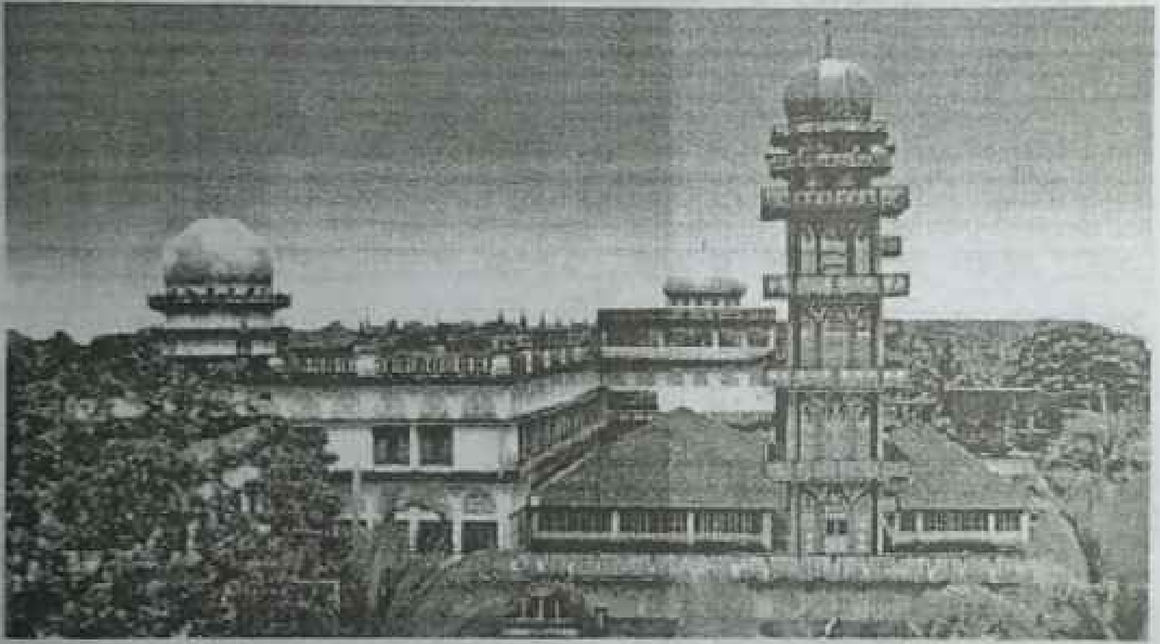
অধ্যাপনা ঃ প্রথমে খুলনা বিভাগের একটি মাদরাসায় অধ্যায়না করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে ১৯৪৩ ঈসায়ীতে সমাজ সংস্কারের খাতিরে তার বাল্য স্কুল আজিজিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে তিনি প্রায় দু'টি বছর অতিবাহিত করেন।

পটিয়ায় আগমন ঃ আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. তার ভক্ত মুরিদানদের নিয়ে



ছবি ঃ [illegible]

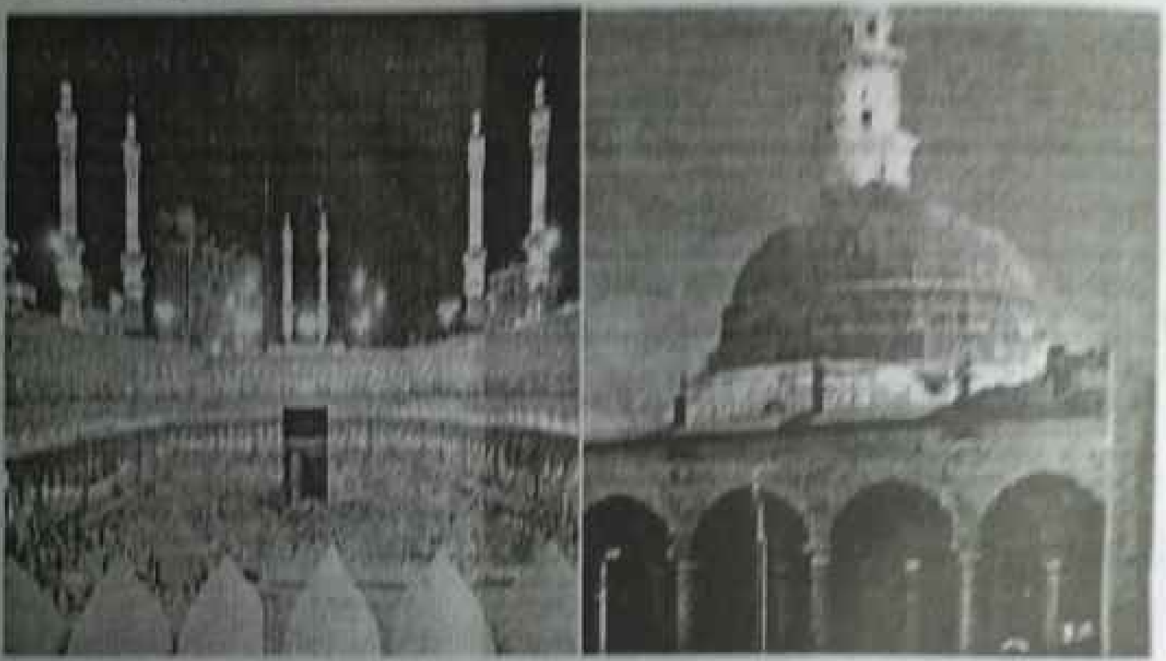
গিয়েছিলেন হজ করার জন্য। সে দলে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. ও সঙ্গ দিচ্ছিলেন। ইবাদতের সময়ই হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হযরত হাজী সাহেব হুযূরের প্রতি। এখানে হযরত হাজী সাহেব হুযূর মক্কার হেরেমে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তার আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হযরত মুফতী সাহেব হুযূর তার শায়েখ আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর নিকট আরজ করলেন। হাজী সাহেবকে পটিয়ার উস্তায হিসেবে পাঠানোর জন্য। অতঃপর তিনি রাজী হয়ে ১৯৪৫ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৬৪ হিজরীতে আল্লামা শাহ ইউনুস রহ. ছুটে আসেন জমিরিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসায়। প্রথমেই অধ্যাপনার পাশাপাশি মাদরাসার ছাত্রাবাসের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। তার কর্মদক্ষতার প্রতি মুগ্ধ হয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে উপ-পরিচালকের দায়িত্ব অর্পন করেন।



দিন দিন চতুর্দিকে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিলো। হযরত মুফতী আযিযুল হক রহ. ও তার আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার বিকশিত রুপ লাবণ্য দেখে যারপরনাই খুশি হন। ভাবেন আল্লাহ তা'আলা জমিরিয়া মাদরাসার খেদমত তাঁকে দিয়েই নেবেন। এরকম মানুষই আল্লাহর নির্বাচিত মানুষ। তাই তার জিবদ্দশাতেই ১৯৫৯ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৭৭ হিজরীতে জমিরিয়ার সর্বোচ্চ দায়িত্ব মহাপরিচালকের পদে তাকে ভূষিত করা হয়। এটি যেনো মহান প্রভূর ইশারাতেই হয়েছে। বুজুর্গানে দীন আল্লাহর ইশারা ছাড়া কোনো কাজ করেন না। ইস্তেখারার নামাজ পড়ে পড়ে জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন।

ছবি : জামেয়ার জামে মসজিদ

মক্কা মদীনার যিয়ারত ঃ আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. সবে মাত্র দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফিরে আসলেন। তখন তার গভীর ভালোবাসা মক্কা মদীনার জন্য। একটু খানায়ে কাবায় তাওয়াফ করবেন। একজন প্রেমাস্পদ রাসূলে

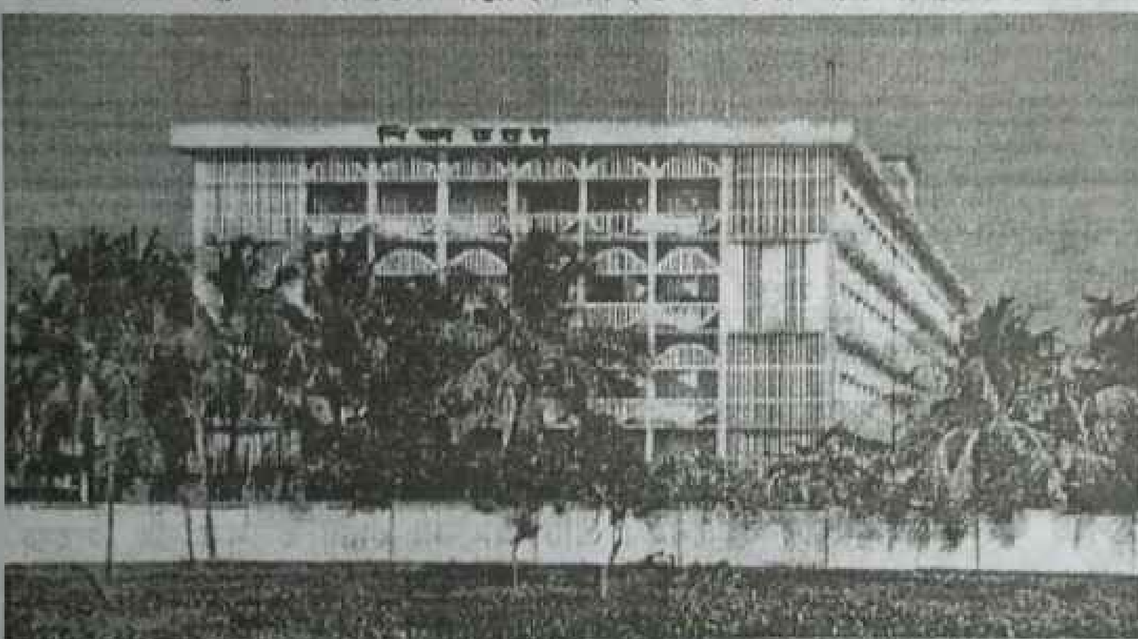


আরাবী স. এর রওজা মোবারকের জিয়ারত করবেন। আশা-আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল রূপ ধারণ করলো। ১৯৩৯ ঈসায়ী চলছে। হাজী ইউনুস সাহেবের সম্মানিত মুর্শিদ আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. হজে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তা শুনে হযরত হাজী সাহেব আরো ব্যাকুল হয়ে গেলেন। তার মুর্শিদের সঙ্গে হজে যেতে হবে। একদিকে আল্লাহর প্রেম, রাসূলের প্রেম, অপর দিকে তার মুর্শিদের সঙ্গে যাবার প্রেম সব কিছুতে তিনি একাকার, উম্মাদ প্রায়। অন্তরে জেগে বসে পৃথিবী ত্যাগের বাসনা। বিক্রি করে দেন অনেক আবাদী-জমি। তবু রাসূলের প্রেমে হারিয়ে যেতে চাই। এ যেনো ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত। অবশেষে হযরত হাজী সাহেব তার মুর্শিদ আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. এর সঙ্গ নিলেন। প্রিয় রাসূলের রওজা জিয়ারত করলেন। খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করলেন। যেনো বেহেস্তের ঘ্রাণ খুঁজে পেলেন। মুহ্যমান হলেন। তার আর আসতে ইচ্ছে করে না। রয়ে গেলেন আল্লাহর প্রেমে, নবীজির প্রেমে। একাধারে দুটি বছর। হারামাইন শরিফাইনের ছায়াতলে মগ্ন থাকেন প্রতিটি মূহুর্ত। সময় কাটান যিকির আযকার ও ই'তিকাফে। তার মতো আল্লাহ প্রেমীক, রাসূল প্রেমীক আরো কতজন এখানে ঘুরে ফিরছিলো। রহমত লাভের উদ্দেশ্যে, তার ইয়াত্তা নেই। সে সব অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক পীর বুজুর্গদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে।

ছবি : মক্কা এবং মদিনা শরীফ

লাভ করেছেন তাদের নেক দো'আ ও একান্ত ভালোবাসা। ১৯৩৯ ঈসায়ী থেকে মৃত্যু অবধি তিনি পঞ্চাশ বার হজ করেছেন। পটিয়া মাদরাসায় হযরত মুফতী সাহেব হুযূর ছাড়া একমাত্র ইউনুস সাহেব হুযুরই হাজী ছিলেন, তাই মুফতী সাহেব তাকে হাজী সাহেব হুযূর বলে সম্বোধন করতেন। এভাবেই তিনি হাজী সাহেব হুযূর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। হজ করতে করতে, তাওয়াফ করতে করতে এক সময় পরিচয় হয় কা'বা শরীফের সম্মানীত ইমাম শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সুবাইলের সঙ্গে। গড়ে ওঠে নিবিড় সম্পর্ক। ধীর মন্থর গতিতে এ সম্পর্ক আরো অটুট হলে হযরত হাজী সাহেব হুযূরের দাওয়াতে একাধিক বার তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন।

পটিয়া দেখে আলোর মুখ, খুঁজে পায় রাহবার ঃ আসলে আল্লামা হাজী ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. কে মুফতী আযিযুল হক রহ. এর মুর্শিদ আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে দো'আর মাধ্যমে যেনো



মঞ্জুরি করিয়ে নেন, নবীর প্রেম বাগান আরাফাতের ময়দানে, যেনো চুক্তি হয় আল্লাহর সঙ্গে। যে ভাবে হযরত মুসা আ. তার ভাই হযরত হারুন আ.কে নবী বানানোর জন্য প্রভূর দরবারে দো'আ করেছিলেন। তবে হযরত হাজী সাহেব হুযূর তখনই কিন্তু জমিরুদ্দিন রহ. এর খলিফা ছিলেন। আল্লামা হাজী সাহেব হুযূর রহ. জমিরিয়া মাদরাসায় এসে ক্রমান্বয়ে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পেয়ে যেনো আল্লাহর ইশারায় মাদরাসাটির রূপ লাবণ্যে উন্নতির এক মহা প্লাবন বইয়ে দেন। বিশ্ব দরবারে মাদরাসার ভাব মর্যাদা দিবালোকের মতো

ছবি ঃ জামেয়ার শিক্ষাভবন

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ ও গণ মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে তার অবদান সম্মন্ধে কিঞ্চিত আলোক পাত করা যাক।

বাংলাদেশ তাহফিজুল কোরআন সংস্থা ঃ আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. তার আধ্যাত্মিক অন্তর দ্বারা বুঝতে পারছিলেন সারা দেশের হিফজ বিভাগের



মানোন্নয়নের প্রয়োজন। প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিচালনা। তাই তিনি বাংলাদেশ তাহফিজুল কোরআন সংস্থা গঠন করেন। সংস্থার উদযোগে প্রতি বছর হিফজ প্রশিক্ষণ ও জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সংস্থার অন্ত র্ভূক্ত হিফজ বিভাগ গুলোকে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

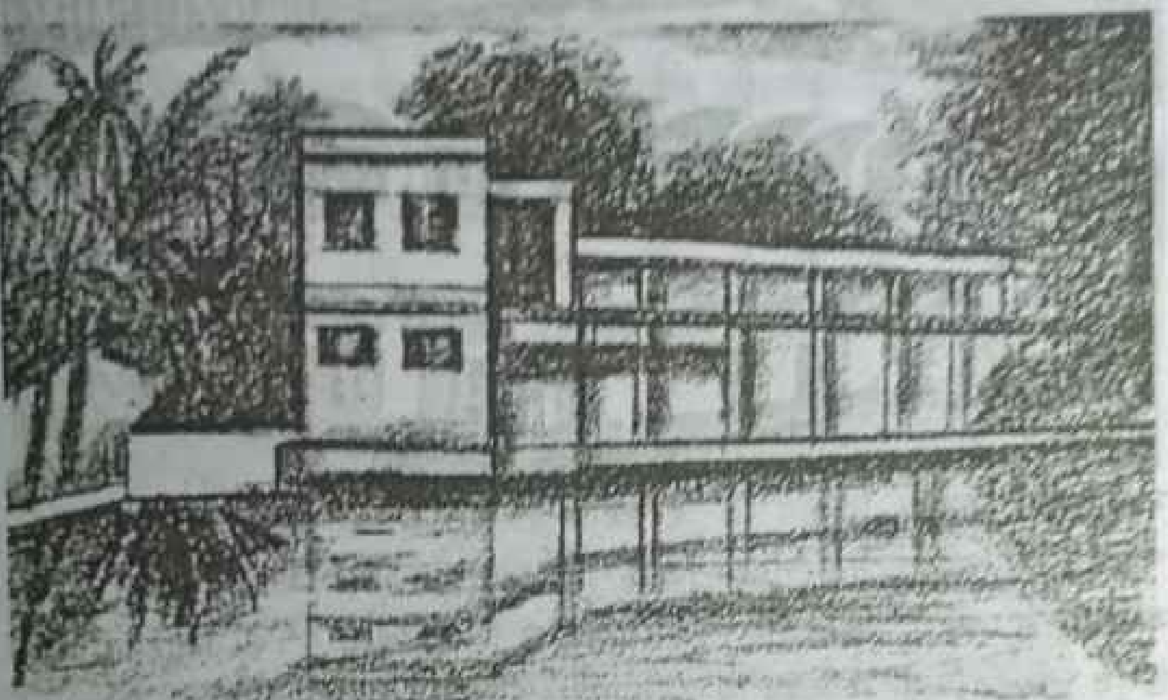
বাংলা সাহিত্য বিভাগ ঃ বাংলাদেশে দীনি দাওয়াত পৌছে দেয়ার জন্য অবশ্যই বাংলা ভাষার বিকল্প নেই। এটি আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. সহজ ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় তিনি ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ ঈসায়ীতে বাংলা সাহিত্য বিভাগ চালু করে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণে জাতির ত্রাণ কর্তার ভূমিকা পালন করেন। আল্লামা মুফতী আব্দুল হালিম বোখারী এবং আল্লামা মাহমুদুল হাসান আনসারী বাংলা বিভাগের প্রথম ছাত্র ছিলেন।

মাসিক আত-তাওহীদ ঃ শুধু মুখের দাওয়াতই যথেষ্ট নয়। লেখা লেখির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানো যায় নিজের মনের কথা। ঈমাণের দাওয়াত। তাই আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. একটি কঠিন মূহুর্তে যখন বাংলাতে ইসলামী কোনো পত্রিকাই বের হতো না। সে সময় তিনি মাসিক আত-তাওহীদ নামে ১৯৭০ ঈসায়ীতে একটি পত্রিকাকে আলোর মুখ

ছবি ঃ তাহফিজুল কোরআন সংস্থার অফিস

দেখান। ফলে গড়ে ওঠে পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ী এক ঝাঁক মর্দে মুজাহিদ, লেখক ও সাংবাদিক।

কারিগরি প্রশিক্ষণ বিভাগ ঃ জামেয়া তখনই হয় যখন এর মধ্যে বহুমাত্রিক

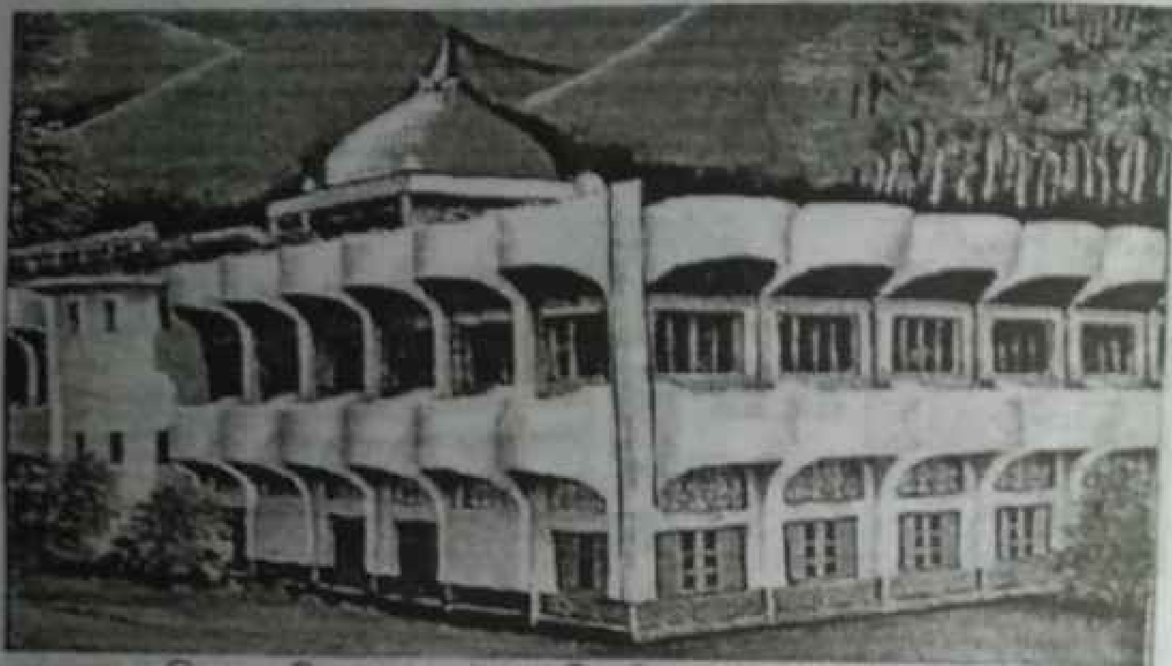


শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে। আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. **"ইসলামী কারিগরি প্রশিক্ষণ বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করে আরেকটি বিস্ময়কর উদযোগ তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। এতে **"ইলেট্রিক্যাল ট্রেড" "মেক্যানিক্যাল ট্রেড" "রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং"** শিক্ষা দেয়া হয়।

ইসলামী চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ রোগ ছাড়া মানুষ নেই। চিকিৎসা সবারই প্রয়োজন, আল্লাহর নবীও চিকিৎসা করিয়েছেন, মাদরাসা গুলোতে শুধু মাত্র বাতেনি চিকিৎসক তৈরী হচ্ছে। জাহেরি চিকিৎসক তৈরী হচ্ছে না, আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. এই অভাব দূরীভূত করার জন্য সুদুর প্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষ, হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী সম্বলিত তিন তলা একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এতে দাতব্য চিকিৎসালয় চালু রয়েছে। সম্প্রতি **"কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ট্রেনিং কোর্স"** নামে একটি আধুনিক চিকিৎসা কোর্স চালু করা হয়েছে।

মাদরাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা ঃ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মানব সেবার দিগন্তে প্রোজ্জ্বল আলোক বর্তিকা ছিলেন। তার শিল্পময় প্রচেষ্টা সবই অতীব প্রয়োজনীয় আধুনিক চিন্তা ধারার আলোকে হতো, সমগ্র দেশে মসজিদ

ছবি ; কারিগরী প্রশিক্ষণ ভবন



মাদরাসা, হিফজ বিভাগ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপনের সূদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পেছনে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন।

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঃ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের কারিকুলাম অনুযায়ী এদেশে হাজার হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ মাদরাসাগুলো বরাবরই নিয়মতান্ত্রিকতার বাইরে ছিলো। কোনো প্রতিষ্ঠানই নির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া, বোর্ড ছাড়া চলতে পারে না। তাই সারা দেশের কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ ঈসায়ীতে বৃহত্তর একাডেমীক ঐক্যের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরামের পরিশ্রমী প্রয়াসে গঠিত হয় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান। তৎকালে সমগ্র দেশের গণ্যমান্য আলেমে দীন হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.। সর্বজন স্বীকৃত ও নন্দিত আলেম হিসেবে উপস্থিত সবারই তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সবার পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.ই বেফাকের সভাপতি হবেন, সর্বপ্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করতে না চাইলে সমগ্র আলেম উলামার যে কঠিন চাহিদা, হৃদয়ের টান, তাঁকে সভাপতির পদে আসীন হতেই হবে। অনেকটা বাধ্য হয়েই সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। শুধু জাতির উপকারের জন্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য। সত্যিই আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. তাঁর মনের গভীরের ভালোবাসা দিয়ে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। তিনি মৃত্যু অবধি তার যোগ্য নেতৃত্বে বেফাক বোর্ড পরিচালিত

হয়েছে, বর্তমানে এ বোর্ডটি সমগ্র কওমী মাদরাসাকে একত্রিত করে বৃহত্তর একাডেমিক ঐক্যের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে।

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরাবিয়া ঃ আল্লামা শাহ্ মুহাম্মাদ ইউনুস রহ. ঐক্যের ভিত্তিকে মর্যাদার চোখে দেখতেন। সব সময় ঐক্যের কথা ভাবতেন। তখনো বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার কোন নাম-নিশানীও ছিলো না। সে সময় তিনি একাডেমীক ঐক্যের কথা ভেবেছেন।



কেননা মহান আল্লাহ তো পবিত্র কালামে পাকে মানব জাতিকে ঐক্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ঘোষণা করেছেন **"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা নি'আমতের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ।"** (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩) কোরআনের সেই বাণীর উপর তিনি সম্পূর্ণ অটুট ছিলেন। এজন্যই তিনি কেবল মানুষের ঐক্য, একাডেমিক ঐক্যের কামনা করতেন। ১৯৫৯ ঈসায়ী সাল মোতাবেক ১৯৭৯ হিজরীতে আল্লামা মুফতী আযীযুল হক রহ.এর তত্ত্বাবধানে আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইউনুস রহ. প্রতিষ্ঠা করেন আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরাবিয়া।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. কওমী মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং এগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করা।

ছবি ঃ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণকারী ত্রিশ চাকমা পরিবার

২. কওমী মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষা-দীক্ষার মানোন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. কওমী মাদ্‌রাসাগুলোকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।
৪. জরুরি অবস্থায় এসকল মাদ্‌রাসাসমূহকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা।
৫. সঠিক দীনি চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার এবং সমাজে ইসলামী তাহ্‌জীব, তামাদ্দুন বাস্তবায়নে উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রয়াস গ্রহণ।

অধীনস্থ বিভাগসমূহ ঃ

১. শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ
৩. পরিদর্শন
৪. ইসলামী গবেষণা
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ
৬. দাওয়াত ও প্রকাশনা
৭. রেজিস্ট্রেশন
৮. হিসাব নিকাশ
৯. আর্থিক সাহায্য ও অনুষ্ঠান
১০. সংস্কার ও প্রতিরক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ জ্ঞানীরা সব সময়ই মানুষের উপকারের চিন্তা করেন। কিভাবে মানুষের উন্নতি অগ্রগতি হবে তা নিয়েই ভাবেন। আমার মুহতারাম উস্তায আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. বলতেন **"আমি একশটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, একহাজার গ্রন্থ লেখতে চাই"** সওয়াবের ক্ষেত্রে এ ধরনের ইচ্ছা জ্ঞানীরাই করে থাকেন। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. যুগের স্বাচ্ছন্দময়ী বিজ্ঞপুরুষ ছিলেন। ছোটদের প্রতি ছিলো তার অনিন্দ সুন্দর প্রেম ও ভালোবাসা। তাদের জন্য তিনি জাগায় জা'গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ছাত্রদের লেখা পড়ার সার্বিক উন্নতির জন্যে দেশের সর্বত্র রুচীশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে লড়াই করে গেছেন। তাছাড়া তিনি নিজ হাতে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বান্দরবান



২. ইসলামী মিশনারী সেন্টার সুখ বিলাস রাঙ্গুনিয়া

৩. ফয়জিয়া তাজবিদুল কোরআন মাদরাসা ঈসাপুর।

১. ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র বান্দরবান ঃ বান্দরবান বাংলাদেশের একটি পার্বত্য জেলা। জেলাটি হরেক রকম উপজাতিতে ঠাসা, দূর্গত এলাকার বিপদগ্রস্থ মুসলমান এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারাই এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়। বান্দরবান জেলাটি ঘুরে দেখলাম মানুষের দুরাবস্থার চিত্র। তারা তুলনামূলক ভাবে অর্থদৈন্যতায় ভোগছে। পড়ালেখার কোন



ছবি ঃ ১। হাজী সাহেব হুযুরের হাতে নির্মিত বাইতুল আতীক জামে মসজিদ, ঈসাপুর।
২। ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বান্দরবান হাসপাতাল

ভাল সুবিধাই তারা পাচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য কোন শিক্ষাকেন্দ্রও নেই। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা নাই বললেই চলে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. বুঝতে পারেন, এসব বিপদগামী মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। তাই ১৯৮৯ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বান্দরবান। এটিকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ, হিফজুল কোরআন ইনষ্টিটিউট। কিতাব বিভাগ, নাদী সাকাফী সাহিত্য সংঘ, শেখ ইউনুস ছাত্র পাঠাগার, সাইয়্যিদ আবুল হাসান নদভী রহ. মিলনায়তন, এতিমখানা, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাসপাতাল। পার্বত্য জেলা বান্দরবানে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র নিঃসন্দেহে আলোর মশাল জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আল্লামা হুসাইন মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব দা.বা.।

২. **ইসলামী মিশনারী সেন্টার সুখ বিলাস ঃ** সুখ বিলাস চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানায় অবস্থিত। সিন্নাই পর্বতের খুব কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত সুখ বিলাস এলাকায় শিক্ষার কোনো সুন্দর স্পটই লক্ষ করা যায় না।



সাধারণ মানুষেরা পাহাড়ে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সরেজমিনে আমরা অই এলাকাটি পরিদর্শন করেছি। এখনো সেখানে শিক্ষার হার খুবই নগন্য। এলাকাটি খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের কবলে প্রায় নিয়ন্ত্রিত। আমরা অনেক শিশু কিশোরদের জিজ্ঞাসা করেছি, যাদের কাছে

ছবি ঃ ১। হাজী সাহেব হুযুরের হাতে নির্মিত সুখ বিলাশ মাদরাসা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিচিতি নাই। অতি ক্ষুদ্র মসজিদ যেখানে নিয়মিত নামাজও হয় না। পাহাড় পর্বত ঘেষে এ ধরনের অনেক লোকালয় পড়ে আছে, যেখানে সরকারী কোনো স্কুলও নেই। নেই কোনো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. সময়ের খুবই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে সুখ বিলাসে একটি ইসলামী মিশনারী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮৬ ঈসায়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন একটি হাসপাতাল, নও মুসলিম পুনর্বাসন প্রকল্প, কৃষি খামার, মহিলা মাদরাসা, হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটি রাঙ্গুনিয়া থানার একটি বিশাল এলাকা আলোকিত করে রেখেছে। আজও সেখানে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. কে মানুষ স্মরণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আল্লামা মীর কাসেম সাহেব দা.বা.।

৩. **ফয়জিয়া তাজবিদুল কোরআন মাদরাসা ঈসাপুর ঃ** আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মাদরাসা প্রতিষ্ঠার একজন শৈল্পিক কারিগর ছিলেন। তিনি বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য খুবই ব্যথিত হতেন। তার প্রতিটি মূহুর্তই যেনো মানব কল্যাণে ব্যয়ীত হতো। আগত শিশু কিশোরদের গড়ে





তোলার প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ঈসাপুরে সময়ের প্রোজ্জ্বল কিংবদন্তী আল্লামা মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ. এর নাম অনুসারে ফয়জিয়া তাজবিদুল কোরআন

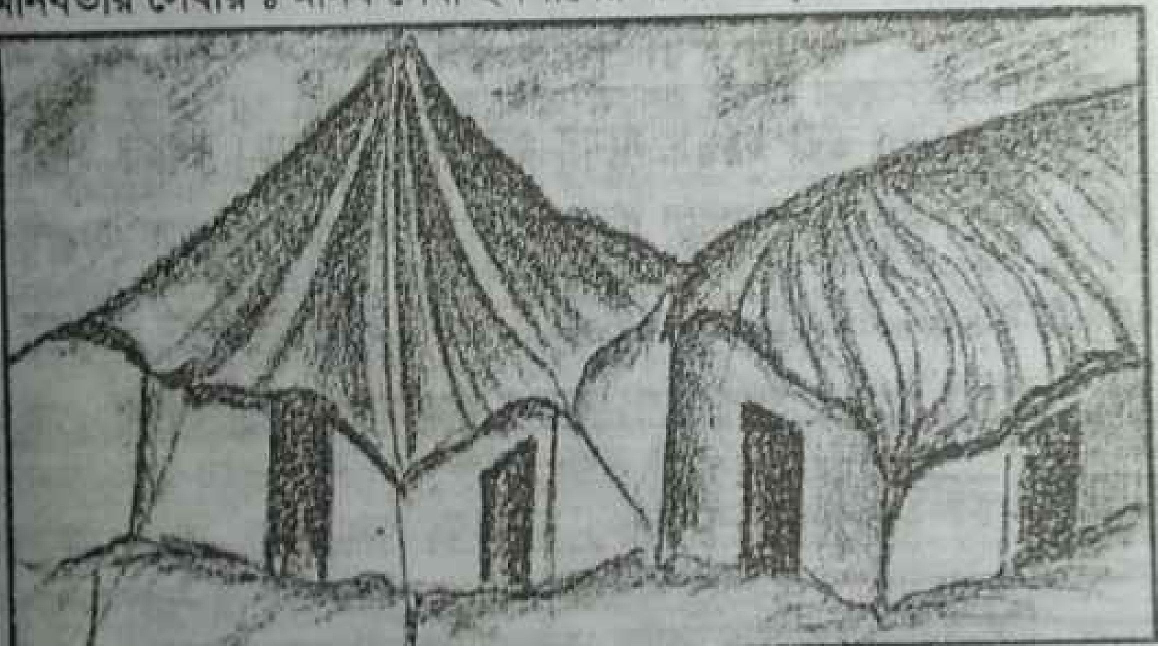
ছবি ঃ হাজী সাহেব হুযুরের হাতে নির্মিত ঈসাপুর মাদরাসা এবং জামে মসজিদের মিনার

মাদরাসা ঈসাপুর। মাদরাসাটির নামকরণ দেখলে সহজেই বুঝা যায় কতো বড়ো মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। পটিয়া ও হাটহাজারী মাদ্‌রাসা চট্টগ্রামের দুটি বড়ো প্রতিষ্ঠান। বরাবরই দুই মাদ্‌রাসার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ. এর নামে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেন। শুধু কি তাই! শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসারও উপদেষ্টা ও শূরার নির্বাহী সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। তার ভেতরে বিরাজ করতো আন্তরিকতার মহাসাগর। মায়াবী বন্ধনে তিনি কাছে টানতে পেরেছেন খুবই সহজলভ্যভাবে যেকোন মানুষকে। বর্তমানে ঈসাপুর মাদরাসার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন সময়ের সাহসী প্রাণপুরুষ আল্লামা জাহেদুল্লাহ সাহেব দা.বা.। কথার ফাঁকে আল্লামা জাহেদুল্লাহ সাহেব দা.বা. বলেন যখন ঈসাপুর মাদরাসার বিশাল মিনার থেকে মাইকে আযান হচ্ছিলো তখনো হাটহাজারী মাদরাসার মাইকে আযান দেয়া হতো না। হযরত হাজী সাহেব রহ. তখন বলতেন **"দেখো আমাদের একটু আগে বুঝে এসেছে একদিন হাটহাজারী ওয়ালাদেরও বুঝে আসবে"**। আজ তা চোখের সামনে পুরো বাস্তবে পরিণত। সত্যিই এখন হাটহাজারী মাদরাসার মিনারের মধুর আযানে জেগে ওঠে হাজার হাজার মানুষ। শুধু এই ক'টি মাদরাসাই নয় বরং গুলকবহর মাদ্‌রাসাসহ দেশ-বিদেশে অসংখ্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অবদান অবদান রেখেছেন। একেবারে পিতার মতো। পার্বত্য অঞ্চলে তিনি ৩টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। আজ তা বাস্তবায়নের খুবই দ্বারপ্রান্তে। তার ইচ্ছেগুলো সর্বকালের আধুনিক রুচিসম্মত ইচ্ছে ছিলো। শুধু-ই মানব জাতির কল্যাণের জন্য। ইচ্ছে ছিলো বিপদগামী মানুষের মুক্তির জন্য।

মাতৃভাষার প্রতি তার ভালোবাসা ঃ স্ব স্ব ভাষায় মহান আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবসহ পৃথিবীতে নবী আ. দের পাঠিয়েছেন। শতো সহস্র আল্লাহ ভোলা মানুষের পেছনে তারা কাজ করেছেন নিজের সর্বস্ব বিলিন করে। নিজের ভাষায়, মাতৃভাষায়। মাতৃভাষার গুরুত্ব হাজার বছর আগে যেমন ছিলো আজও তা তেমনি বিদ্যমান। মাতৃভাষায় পারদর্শী ছাড়া দীনের দাওয়াত যথাযথভাবে দেয়াও অসম্ভব। এ চির সত্য বাস্তব কথাটি আরো ৫০

বছর আগেই আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. বুঝতে পেরেছিলেন অতি সহজে। অথচ সময়ের এ ক্রান্তি লগ্নে আলেম সমাজ ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যা সর্বকালে সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুস্বরণীয় হয়ে থাকবে। মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা, বক্তৃতা প্রদান, পত্র পত্রিকা প্রকাশের স্ববিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় বাংলা বিভাগ চালু করে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাসে নতুন ফলক উন্মোচন করেন। ফলে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় শিক্ষার্থীরা আশার আলো দেখতে পায়। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ঘরে ঘরে দীনের আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষে মাসিক আত-তাওহীদের সূচনা করেন। এছাড়া সারা মাদরাসায় মাতৃভাষায় দেয়ালিকা প্রকাশের উৎসাহ প্রদান ছাড়াও বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

মানবতার সেবায় ঃ মানব সেবা ইসলামের একটি বড়ো গুণ। পবিত্র



কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **"আহসিন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা, অর্থাৎ দয়া করো যেভাবে আল্লাহ তোমার উপর দয়া করেছেন"**। তাছাড়া রাসূলে আরবী স. বলেছেন উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম (মুসলিম) এটি একটি চিরন্তন ঘোষণা। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মানব কল্যাণে আত্মত্যাগের কথা আমাদের সবার জানা। তাবেয়ীন,

ছবি ঃ হাজী সাহেব হুজুরের হাতে নির্মিত টেকনাফ ও উখিয়ায় শরণার্থী শিবির

তাবে-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনগণও মানব সমাজের অনেক কাছে থেকে কাজ করেছেন। সেবার দিগন্ত খুলে দিয়ে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.ও আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। মুছে দিয়েছেন হত দরিদ্র মানুষের চোখের পানি। দুঃখী-অভাবী মানুষেরা তাকে আপন বন্ধু মনে করতো। তার দরবারে লেগে থাকতো দুঃখীদের প্রচন্ড ভীড়। তিনি বার্ধক্যজনিত কষ্টের মধ্যেও দুঃখীর মলিন মুখে হাসি ফুটাবার চেষ্টা করতেন। তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা শুনতেন। দুঃখ বেদনার কথা শুনতেন। অন্নহারা, বস্ত্রহারা, গৃহহারা মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। মানব সেবায় মূল্যবান সময় ব্যয় করাই যেনো ছিলো তার প্রধান কর্ম। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলোঃ

ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের সেবায় ঃ বাংলাদেশের পর্যটন এলাকা কক্সবাজার যেমন শান্তির স্নিগ্ধ বেলাভূমি, তেমনি কিন্তু প্রলয়ংকেরি ঘূর্ণিঝড়ের আবাস কেন্দ্র। প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতো কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন, সন্দ্বীপ ও হাতিয়াতে। প্রচন্ড ঘূর্ণিবত্যায় উড়ন্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সেবার তশতরি হাতে খুজেঁ পাওয়া যেতো আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাপস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. কে। ১৯৬০, ১৯৬৩, ১৯৭০, এবং ১৯৯১ এর প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ের মূহুর্তে হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ. দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার সর্বস্ব নিয়ে। যেখানে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার মতো লোক ছিলো না। যেখানে মানুষ ছিলো পালাতে ব্যস্ত। অথচ চতুর্দিকে লাশের বিশাল স্তুপ। লাশ গলে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গন্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। তারপরও আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. কি দমে গেছেন? থেমে গেছেন? না, মানবতার কল্যাণে ঝাপিয়ে পড়েছেন। মৃত্যুর ভয় নেই, বালা মসিবতের ভয় নেই। ভয় নেই রোগাক্রান্ত হবার, পচাঁ গলা লাশ ধুয়ে মুছে স্বযত্নে দাফন কাফনের সুব্যবস্থা করেছেন। মা হারা, বাবা হারা, শিশুর চোখের পানি মুছে দিয়েছেন। কুতুবদিয়া, মহেশখালীর মাতারবাড়িতে মুসলমানদের মতো হিন্দুদেরকেও একই হারে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তিনি বলতেন মানুষ হিসেবে সবাই সমান। তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। সাহায্যের অধিকার তাদেরও আছে। দুর্গত এলাকায় তিনি ৫টি মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করেন। ১৫০০টি মসজিদ মাদরাসা পূনঃনির্মাণের জন্য অর্থ দান করেন।

শরনার্থীদের সেবায় ঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মায়ানমার। বর্তমানে মায়ানমারে সামরিক শাসন চলছে। শাসন বলতে দুঃশাসনকেও হার মানায়। বিশেষ করে মুসলমান তাদের বলির শিকার। যতো কালো আইন সবই মুসলমানদের জন্য। অর্থ আত্মসাৎ ও নারী নির্যাতনের প্রাচীর নির্মাণ করেছে বার্মিজ সেনা সদস্যরা। ইংরেজ বেনিয়াদের চেয়ে তাদের নির্যাতন কোনো অংশেই কম নয়। নির্যাতনের ভয়াবহ তান্ডব সইতে না পেরে এদেশে প্রবেশ করে নির্যাতিত অনেক মুসলমান। অন্ন ছাড়া, বস্ত্র ছাড়া তাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ যন্ত্রনার বিষাক্ত ছোবল। খোলা আকাশের নীচে জীবন মরণ লড়াইয়ে তারা আবির্ভূত হয়। এ হৃদয় বিদারক চিত্র দেখে হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ. কিভাবে সইতে পারেন! তিনি ছুটে যান ভীনদেশী দুঃখীদের পাশে। ১৯৭৮ ঈসায়ীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বন্ধু-বান্ধব ভক্ত অনুরক্তদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন ছয় কোটিরও অধিক পরিমাণ অর্থ। ত্রাণ সামগ্রী কিনে বিতরণ করেন শরনার্থীদের মাঝে। এমন নিঃস্বার্থ আলেম সেবক চোখে পড়ে কি আজ? নিশ্চয় কিছুতেই না। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. তিনি যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতেন, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টিকেও ভালোবাসতেন। স্থায়ীভাবে শরনার্থীদের বসবাসের জন্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া থানায় দুটো বিশাল শরনার্থী শিবির স্থাপন করেন। শুধু তাই নয় হত দরিদ্র লোকদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য গড়ে তোলেন **"ইসলামী ত্রাণ কমিটি"**। লক্ষ ছিলো স্থায়ীভাবে মানুষের সেবা। যার কার্যক্রম আজও অব্যাহত রয়েছে।

রাজনৈতিক অঙ্গন ঃ প্রকৃত ইসলাম প্রিয় মানুষ কোনো দিন রাজনীতি বিরোধী হতে পারেন না। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেছেন, দীন ও রাজনীতি দুটো যমজ সন্তান অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস রহ. রাজনৈতিক অঙ্গনেও যথেষ্ট অবদান রাখেন। আল্লামা আতহার আলী রহ., আল্লামা মুসলেহ উদ্দিন রহ., আল্লামা খতিবে আজম রহ. এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। তৎকালীন পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও শরীক ছিলেন। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ ঈসায়ীতে করাচীতে অনুষ্ঠিত নেজামে ইসলাম পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। ১৯৯৬ ঈসায়ীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে

মুফতী মুহাম্মদ শফি, জফর আহমদ উসমানী, আল্লামা আবদুল ওয়াহাব, খতিবে আজম সিদ্দিক আহমদ রহ. এর সঙ্গে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী সাহেব রহ.ও উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১ ঈসায়ীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে হযরত হাজী সাহেব হুযূর নেজামে ইসলাম পার্টির পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করেন। নেজামে ইসলাম পার্টি তৎকালে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় **"দৈনিক জিন্দেগী"** নামে একটি পত্রিকা বের করে। এটি নেজামে ইসলাম পার্টির মুখপত্র হয়ে কাজ করে। পার্টির উত্তরোত্তর উন্নতির ক্ষেত্রে যুগপযোগী পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গন ঃ হযরত হাজী সাহেব রহ. শুধু সমগ্র বাংলাদেশেই পরিচিত ছিলেন না বরং তার শুরু জীবনই কেটেছে মক্কা মোকাররমায়। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন সেখানেই। সে সুত্র ধরেই কাবা শরীফের মাননীয় ইমাম শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সুবাইল তাকে শায়খুল আরব ওয়াল আজম উপাধিতে ভূষিত করেন। আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন সুবাইল তার একটি বার্তাতে লিখে পাঠান নিশ্চয়ই আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. একজন ব্যক্তি নন বরং তিনি একটি জাতি ছিলেন। তাছাড়াও তিনি বলতেন কালবুহু হাইয়ুন অলিসানুহু মাইয়্যেতুন অথাৎ তার অন্তর জীবিত এবং তার যবান মৃত।

বাংলাদেশে এসে তিনি পটিয়া মাদরাসার দায়িত্ব পালনকালে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে দীনি আন্দোলনের নেতাদের সখ্যতা গড়ে তোলেন। তার চিন্তা চেতনা তখন সমগ্র বিশ্বের দুস্থ ও দুঃখী মানুষের সেবায় কাজ করে। দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের মূল্যায়ন স্বরূপ রাবেতা আলমে ইসলামী ১৯৭৫ ঈসায়ীতে হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ.কে তাদের মসজিদ কমিটির সদস্য নির্বাচন করে। ১৯৭৫ ঈসায়ীর ২০-২৩ সেপ্টেম্বর রাবেতা আলমে ইসলামীর উদযোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত মসজিদ কমিটির সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ ঈসায়ীর ৬-৮ জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিত রাবেতার সম্মেলনে হাজী সাহেব হুযূর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণও দান করেন। কাতারে অনুষ্ঠিত রাবেতার মসজিদ কমিটির সভায়ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। প্রতি বছর দেশ ব্যাপী এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আরব জাহানের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ এক কালের আরবীরা আমাদের প্রিয় নবীর পরশ পেয়ে ক্রমান্বয়ে ধন-ঐশ্বর্যের ছোঁয়া পায়। ওদিকে বাংলাদেশে দারুল উলূম দেওবন্দের কারিকুলামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলো অর্থাভাবে ভোগছিলো। কারণ বৃটিশ নির্যাতনের পরে উলামায়ে কেরাম আর দাঁড়াতে পারেনি। ফলে বাঙ্গালী জাতির একান্ত প্রয়োজন ছিলো আরব জাহানের সঙ্গে সু-সম্পর্ক। সেই কঠিন কাজটিই সম্পাদন করেন শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.। তার সূদুর প্রসারী পরিকল্পনার সুফল আজ সমগ্র বাংলাদেশের কওমী মাদরাসা তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণের মতো গলদকরণ করছে। তাছাড়া বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাগুলোর সরকারী কোনো স্বীকৃতি না থাকায় বাংলাদেশের ছাত্ররা বিদেশের মাটিতে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য যেতে পারতো না। সর্বপ্রথম এগুরু দায়িত্বটি পালন করেন আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ.। তিনি কওমীতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করা ছাত্রদের মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় ও লিবিয়ার দাওয়াহ কলেজে আরবী সাহিত্য ও উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেন। অন্যদিকে তার প্রচেষ্টায় আরব বিশ্বসহ সমগ্র জাহান থেকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় বিদ্যা আহরণের জন্য ছুটে আসে অসংখ্য মৌমাছি, তালেবে ইলম। ভারত, বার্মা, পাকিস্তান, দুবাই, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোমালিয়া, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, মালেশিয়াসহ আরো অনেক দেশের ছাত্র এখানে পড়াশোনার জন্য ছুটে এসেছে। বর্তমানেও অনেক বহিরাগত ছাত্র এখানে অধ্যয়নরত। এতে করে বাংলাদেশের দীনি শিক্ষা কার্যক্রমকে বহির্বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটহীন সম্রাট ঃ শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. কিশোর জীবনেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন। শরহে বেকায়া অধ্যয়নকালে আল্লামা জমিরউদ্দিন রহ. এর খেলাফত পেয়ে মন ও মননে আধ্যত্মবাদের বীজ বপণ করেন। তার প্রতিটি মূহুর্ত আল্লাহর ধ্যানে কাটতো। শতো ব্যস্ততার মধ্যেও সুন্নাতে নব্বীর উজ্জল আদর্শ থেকে বিচ্যুত দেখা যেতো না। শেষ রাত্রের তাহাজ্জুদ যিকির আযকারে ভাটা পড়তো না, বিন্দুমাত্রও। মানুষের ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির পেছনে কাজ করতেন। ইবাদাত, মুনাজাত ও মুরাকাবা ছিলো তার প্রাত্যহিক কর্মসূচী। তার নিরলস কার্যক্রম সত্যিই তিনি যে যামানার কুতুব ছিলেন

এটাই প্রমাণ করে। কখনোই কোনো কাজে ক্লান্তি অনুভব করতেন না। আমার মুহতারাম উস্তায আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার সাহেব দা.বা. আগস্ট ৯২ সংখ্যার মাসিক আত-তাওহীদে লিখেছেন বিস্ময়কর একটি ঘটনা। হযরত হাজী সাহেব হুযূর প্রায়ই মক্কা মদীনায় জিয়ারতে যাবার চেষ্টা করতেন। পাকিস্তান শাসনামলে তিনি হজ করতে গেলেন। তার একজন বিশ্বস্থ সফরসঙ্গী বলেছেন, "একদিন হুযূর তাবুর অদূরে বসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছেন। আমি তাকে সরাসরি তাবুর ভেতর থেকে দেখছিলাম। অকস্মাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে হুযূরের সঙ্গে কি যেনো বললেন। তারপর তার পাশেই লোকটি শুয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হুযূর তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন। গভীরভাবে সম্মুখে তাকিয়ে কি যেনো দেখতে লাগলেন। চক্ষু তার কিছুতেই নীচে নামছে না। ওদিকে পবিত্র কোরআন মজিদও খোলা, আমি প্রচন্ড বিস্ময় অনুভব করলাম। অনেকটা ভীত সন্ত্রস্থও হলাম। প্রায় আধা ঘন্টা চলে যাবার পর ঘুমন্ত লোকটি অকস্মাৎ জেগে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে হুযূর পূনরায় তেলাওয়াতে মগ্ন হন। লোকটি অতি নম্রতার সঙ্গে সালাম দিয়ে দু'চার কদম যেতে না যেতেই আবার ফিরে আসেন। এরপর কি যেনো বললেন, আবার হুযূর যেনো জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলেন। হুযূর আবার তেলাওয়াত শুরু করলেন। সফর সঙ্গী বলেন, 'আমার ভেতরে প্রচন্ড কৌতুহল জন্ম নিলো, বিস্ময়াভিভূত হলাম। নিশ্চয়ই এখানে কোনো রহস্য আছে। আমি লেগে গেলাম রহস্য উদঘাটনের পেছনে। কিন্তু হযরত হাজী সাহেব হুযূরতো কিছুই বলতে চান না। আমিতো নাছোড় বান্দা। আমার পীড়াপীড়ি চলছেই। অবশেষে তিনি বললেন, **"লোকটি আমার কাছে এসে বল্ল তুমি বসে থাকো আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাবো"**। এ কথা বলে তিনি আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তখন আমার চার পাশে এবং আসমান জমিনে যা কিছু ঘটেছিলো তার সবই আমার দৃষ্টির সম্মুখে এসে যায়। আমি বিস্মিত চোখে সে সব দৃশ্যাবলী দেখতে থাকি। কিন্তু লোকটি জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেসব দৃশ্য আড়াল হয়ে যায়। অতঃপর কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন হলে, আবার তিনি ফিরে আসেন। বলেন **"আমি মদীনার আবদাল প্রতি ৪০ দিন পর মাত্র আধা ঘন্টার জন্য ঘুমাই। তখন একান্ত বাধ্য হয়েই অই সময়ের জন্য কাউকে দায়িত্ত্ব অর্পন করি"**। তখন আমি বল্লাম আবদালের সঙ্গে আমার কোনো কাজ নেই। আমার কাজ হলো আবদালের মালিকের সঙ্গে।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মদীনার আবদাল হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। আর আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা ছিলো অনেক উপরে। অগাধ প্রেমের ভান্ড নিয়ে প্রতি বছর ছুটে যেতেন পবিত্র কা'বা গৃহে।

হযরত হাজী সাহেব হুযূরের লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদানের মধ্য থেকে যাদেরকে তিনি খেলাফত দিয়ে ধন্য করেছেন তাদের থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শায়খ মুহাম্মদ বশির আল-আইন, আবুদাবী।
২. শায়খ মুহাম্মদ কামাল আদী আল-আইন, আবুদাবী।
৩. আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ.।
৪. মাওলানা আব্দুল মালেক রহ., মুহাদ্দিস ফুলগাজী মাদরাসা, ফেনী।
৫. মাওলানা সুলতান নুরী, প্রসিদ্ধ খতীব ফেনী।
৬. মাওলানা আখতার কামাল, শায়খুল হাদীস চাকমারকুল রামু, কক্সবাজার।
৭. মাওলানা আবদুল গণি রহ., মুহতামিম পদুয়া মাদরাসা সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৮. মাওলানা আবদুল বাকী, মুহতামিম ডাঙ্গা মাদ্‌রাসাফরিদপুর।
৯. মাওলানা রমিজ আহমদ শিক্ষক তালীমুদ্দীন মাদরাসা,খুরুস্কুল, কক্সবাজার।
১০. মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রহ. শিক্ষক, করুণডেঙ্গা মাদরাসা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১১. মাওলানা আবদুল মান্নান রহ. নোয়াখালী।

জীবন্ত কারামাত ঃ যারা আল্লাহর প্রিয়জন হন, বন্ধু হন, পৃথিবীতে তাদের কোনো ভয় থাকে না। নির্ভয়ে সবখানে বিরাজ করেন নিশ্চিন্তে, নির্দ্বিধায়, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ছিলেন মহান আল্লাহর ঘনিষ্টতম বন্ধু ও প্রেমীক। তার জীবন পথের পাথেয় আগত জাতির জন্য অনুস্বরনীয় বিশাল ভান্ডার। তার জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবিগুলো মানব জাতির পথ নির্দেশিকা। নিম্নে আল্লাহর এই অলির কয়েকটি কারামাত তুলে ধরা হলো ঃ

এক ঃ আমার মুহতারাম উস্তায আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদিদ সাহেব দা.বা. আগস্ট ৯২ সংখ্যার মাসিক আত-তাওহীদে লিখেছেন "একবার কিছু লোক

হযরত হাজী সাহেব হুযূরের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। ফলে কিছুদিন হুযূর আত্মগোপন হয়ে থাকতে বাধ্য হন। একদিন একজন সাধারণ লোকের বাড়িতে ছিলেন। বিষয়টি শত্রুরা জানতে পেরে সে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। এ অবস্থায় ঘরের মালিক নিজের জন্য বিপদ মনে করে বিচলিত হন। হুযূর গৃহস্বামীর এ অবস্থা দেখে সবার সম্মুখ দিয়ে দো'আ পড়তে পড়তে বেরিয়ে পড়েন। শত্রুরা কিছুই দেখলো না। না দেখে বাড়ির মালিককে শাসাতে লাগলো। মালিক বললেন, এইমাত্র তোমাদের সম্মুখ দিয়ে তিনি চলে গেলেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর বিষয়টি বুঝতে পেরে সবাই লজ্জা পেয়ে যায়।

দুই ঃ সরাসরি আল্লামা জাদিদ সাহেব হুযূর হযরত হাজী সাহেব হুযূরের মুখ থেকে শুনেছেন। খুলনাতে অধ্যাপনা কালে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হুযূর তার সফর সঙ্গীদের বললেন "চলো একটু সুন্দরবন ঘুরে আসি। সঙ্গীরা সবাই নারাজ। তারা আরো হুযূরকে বাঘ ভল্লুকের ভয় দেখালো। তবে তাদের কথা তিনি মানলেন না। স্টিমারের ক্যাপ্টেনকে তিনি অনুরোধ করছিলেন। ক্যাপ্টেন স্টীমার থামাতে রাজী না, সঙ্গীরাও সবাই বাধা দিচ্ছিলো। বাস্তবেও নদীর কুল ঘেষে সুন্দরবনের এই অঞ্চলটি খুবই ভয়ংকর ছিলো। আল্লাহর কি মর্জি তখনই স্টিমারটি নষ্ট হয়ে গেলো। তখন স্টীমারের কেপ্টেন ইবরাহীম বললেন, এখানে অবতরণ করা সরকারী নিষেধ তারপরও নামতে চাইলে লিখিত দিয়ে নামতে হবে। অতঃপর নিজের ঘাড়েই দায়িত্ব নিয়ে হযরত হাজী সাহেব হুযূর নামলেন। ঢুকলেন গভীর জঙ্গলে। আসলে কিছুক্ষণ একাকী কাটাতে, আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতে, একটু নামাযে দাঁড়াতে তার খুব মন চাচ্ছিলো। হয়তো মহান আল্লাহ এই সুযোগটি তাঁকে করে দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। সবার ধারণা হুযূর আর ফিরতে পারবে না। কারণ এখানে বাঘ ভল্লুকের মেলা বসে। সবাই আফসোস ও অনুতপ্তের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। ঘন্টা খানেক পর স্টিমার ঠিক হয়ে গেলে চালক সাইরেন বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হযরত হাজী সাহেব হুযূর উপস্থিত। সবাই একবাক্যে বলতে লাগলেন **"হুযূর বাঘ ভল্লুক চোখে পড়েনি"**? হুযূর একটু নীরব থেকে বললেন পড়বে না কেনো? কোনো ক্ষতি করেনি? আবারো প্রশ্ন, ক্ষতি করবে কেন তারাও আল্লাহর সৃষ্টি আমিও

আল্লাহর মাখলোক। তিনি বললেন নদীর কিনারায় বাঘতো ছিলোই অনেক কুমীরও ছিলো। তারা আমার কোনো ক্ষতি করেনি।

তিন ঃ একবার কক্সবাজার হতে গভীর রাতে কার যোগে মাদরাসায় ফিরছিলেন। গাড়ীতে ছিলো রাবুর হাফেজ হারুন এবং আরো দু'একজন ছাত্র। কার যখন চকরিয়ার পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করছিলো তখন অকস্মাৎ একটি বন্য হাতী এসে গাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সবারই ভয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। আর ড্রাইভার তো ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গাড়ির স্টার্টই বন্ধ করে দিলো। হুযূর কিন্তু স্বাভাবিক, নির্ভিক, তিনি সবাইকে অভয় দিয়ে বললেন দেখো হাতিটি কি করে। একটু পর হাতিটি শুড় উপরে তুলে হুযূরকে সালাম করে মৃদু একটি শব্দ করে শুড় নামিয়ে পেছনের দিকে চলে যায়। আসলে বনের হাতির কি ইচ্ছে হয় না, যামানার কুতুব কে দেখার। তার ও তো শখ আছে।

চার ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস উস্তাযে মুহতারাম আল্লামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব দা.বা. বলেছেন "আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. পটিয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হবার দু'বছর পরের একটি ঘটনা, বার্ষিক সভায় মেহমানদারীর জন্য হাজী নেয়ামত আলী সওদাগর মোটা তাজা গরু দান করেন। তখন মাদরাসায় একটি গরুর গাড়ি ছিলো। মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষক এমনকি আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এরও কামনা ছিলো দানকৃত মোটা তাজা গরু দুটির পরিবর্তে মাদরাসার অপেক্ষাকৃত দুর্বল গরু দুটি জবেহ করা হোক। এ ব্যাপারে হযরত হাজী সাহেব হুযূর কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়ায় তারা আশ্বস্থ হতে পারেননি। অবশেষে বার্ষিক সভার আগের রাতে হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ. চট্টগ্রাম শহর থেকে ফিরে এসে মুফতী সাহেব হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন তিনি দানকৃত গরু দুটি সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন, যা ছিলো সকল গুরুজনদের মতামত। হযরত হাজী সাহেব রহ. এশার নামাজ পড়ে দারোয়ান আহমদকে বললেন ছুরি নিয়ে আসার জন্য। তারপর হযরত হাজী সাহেব হুযূর নিজের হাতেই দানকৃত গরু দুটি জবেহ করে দেন। ফলে পুরো মাদ্রাসা থম থমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। ঘটনাটি হযরত মুফতী সাহেব রহ. শুনতে পেয়ে চমকে চান। এরপর তিনি শুয়ে পড়েন, পরদিন হযরত মুফতী সাহেব রহ. ফজরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলেন। মুফতী

ইবরাহীম সাহেব আছেন? তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "জ্বী, আছি" অতঃপর মুফতী আযিযুল হক রহ. তাকে সম্বোধন করে বললেন "ওয়াকফকৃত বস্তু ও সম্পদ সম্বন্ধে ফকীহ গণের মতামত কি? হযরত মুফতী ইবরাহীম রহ. ফাতওয়ায়ে শামী কিতাবের একটি উদ্ধৃতি টেনে বললেন "নাসসুল ওয়াকিফে কানাসসিশ শারে" অর্থাৎ ওয়াকফকারীর বিধান শরিয়তের বিধানের মতো (অপরিবর্তনীয়)। তখন হযরত মুফতী সাহেব হুযূর বললেন তাহলে কেনো তোমরা দানকৃত গরু দুটি রেখে দিতে চাইছিলে? অথচ ওয়াকফকারী মেহমানদারীর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, আল্লাহ আমাকে এমন একজন মুহতামিম দান করেছেন যে, প্রত্যেক মালকে যথাস্থানে ব্যবহার করেন। একথা শুনে সবার মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলো সবাই। অতঃপর হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ. দাঁড়িয়ে বললেন আপনারা কি মনে করেছেন আল্লাহর ভান্ডারে কোনো কিছুর কমতি আছে? আল্লাহ হয়তো গরুর গাড়ির জন্য একেবারে মোটা তাজা গরুর ব্যবস্থা করে দেবেন। এসব ঘটনাগুলো সবই জনাব নেয়ামত আলী সওদাগর জানতে পারেন। খুশি হয়ে জোহরের পূর্বেই আরো দুটি মোটাতাজা গরু পাঠিয়ে দেন। বলে দেন পূর্বের গরুগুলো জবেহ না করা হলে আমি খুবই দুঃখ পেতাম।

পাঁচ ঃ মাওলানা রমিজ আহমদ সাহেব আগস্ট ৯২ সংখ্যার মাসিক আত-তাওহীদে লিখেছেন। হযরত হাজী সাহেব হুযূরের সঙ্গে আমি বিশ্ব ইজতেমায় গিয়েছিলাম। সেখানে আলেমদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। সেখানে এক ভন্ড পীরও এসে অবস্থান নিয়েছিলো। সঙ্গে ছিলো অনেক মুরীদ। এ পীরের কাজ কর্মে মুর্খতা ও বর্বতার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছিলো, বিষয়টি তাবলীগের দায়িত্বশীলদের চোখেও ধরা পড়ে। এরপর তাবলীগের অনেক মুরুব্বী এসে হযরত হাজী সাহেব হুযূরের কাছে গোপনে বলে যান তার অসারতার কথা। এই পীর যে তাবলীগী লোক নয় সে কথাটিও বলে যান। মুরীদদের সামনে তার সম্মান বৃদ্ধি করাই হয়তো তার প্রধান উদ্দেশ্য। দয়া করে এই লোকটির সংশোধনের জন্য একটু লক্ষ রাখবেন। পরের দিন সকালে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হযরত হাজী সাহেব হুযূরের জন্য নাস্তা পাঠানো হলো। নাস্তা খাওয়ার সময় ভন্ড পীর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো, তার জন্য মুরীদরাই নাস্তার ব্যবস্থা করে। অতঃপর অই

ভন্ড পীর হযরত হাজী সাহেব হুযূরের জন্য চার প্রকারের নাস্তা প্রেরণ করে। মাওলানা রমিজ আহমদ প্যাকেটটি খুললে হযরত হাজী সাহেব হুযূর কি যেনো পড়তে লাগলেন। অতঃপর সেখান থেকে কিছু সেমাই তুলে নিজের মুখে পুরে নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতে দাঁত দিয়ে কাটছেন। মিনিট কয়েক পরেই সেই ভন্ডপীর এসে হযরত হাজী সাহেব হুযুরের পায়ে পরে গেলো। ক্ষমা চাইতে লাগলো, ওদিকে তার ভক্ত মুরিদরা তাদের পীরকে অন্যের পায়ে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলো তাদের ভন্ড পীরের ভন্ডামী। মূহুর্তেই ফাঁস হয়ে গেলো, সবকিছু। হযরত হাজী সাহেব হুযূর বললেন আমি ক্ষমা করতে পারি একটি শর্তে, তুমি যদি আগামী কাল বিশ্ব-ইজতেমা শেষে আল্লাহর রাস্তায় এক চিল্লার জন্য বেরিয়ে যাও। তবে তোমাকে যেতে হবে চট্টগ্রামের দিকে। ভন্ডপীর তা মেনে নেয়। তাওবা করে। অতঃপর হযরত হাজী সাহেব হুযূর তাকে তাবলীগের মুরুব্বীদের কাছে সোপর্দ করেন। বাস্ত বেই সে ৪০ দিনের জন্য চট্টগ্রামে চলে এলো। অন্যায়ের পথ থেকে ফিরে এলো আলোর পথে। আল্লাহর অলিরাতো এমনই হন। তাদের সংস্পর্শে এসে মূর্খরা খুঁজে পায় আলোকিত পথের সন্ধান।

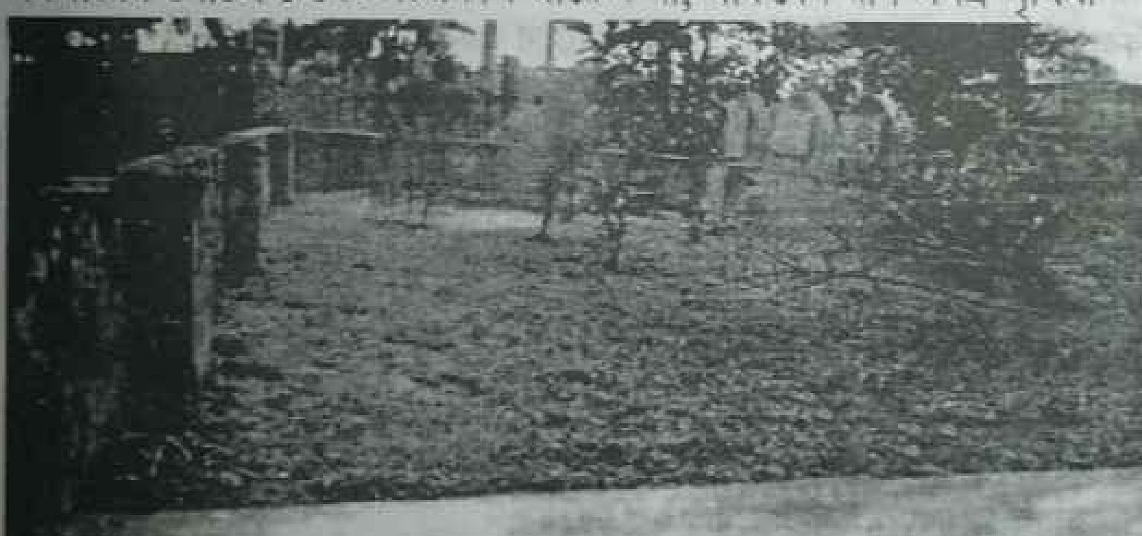
বিনম্র উত্তম আদর্শ ঃ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. উপাধি পেলেন **শায়খুল আরব ওয়াল আজম** হিসেবে, নিযুক্ত হলেন পটিয়ার প্রিন্সিপাল হিসেবে, বেফাকের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে। আবার রাবেতার সদস্য, তাই বলে কি তার নম্র ব্যবহারের কোনো ঘাটতি পড়েছিলো? কস্মিনকালেও নয়। তার মিষ্টি কথায় মিষ্টি ব্যবহারে মানুষ গলে যেতো মোমের মতন। খুঁজে পেতো অনিন্দ সুন্দর ভালোবাসার পানদানী। গত ৮ আগস্ট ৯২ ঈসায়ীর মাসিক আত তাওহীদে হযরত হাজী সাহেব হুযূর সংখ্যায় মাননীয় সম্পাদক আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী দা.বা. মহোদয় চমৎকার হৃদয়গ্রাহী একটি সম্পাদকীয় লেখেন। "আলহাজ্জ শায়খ মোহাম্মদ ইউনুছ রহ. এশিয়ার আকাশে শতাব্দীর ধুমকেতুর ন্যায় চমকে ওঠেছিলেন। জীবনের পুরো সময়টুকু তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামী জ্ঞানার্জন, আধ্যাত্মিক সাধনা, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও আর্তমানবতার সেবায়। মর্দে মোজাহিদের মতো অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কঠোর সাধনায়, (আগস্ট ৯২ ঈসায়ী মাসিক আত তাওহীদ)। একটি নম্র মেজাজ ছাড়া, সুন্দর ব্যবহার ছাড়া, এতগুলো মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা অর্জন অসম্ভব।

একবার আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. পটিয়া মাদরাসার মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন "তারাবির পরে এখানে তিনের অধিক মানুষ মিলে নফল নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করছেন অথচ ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত হলো বিনা প্রয়োজনে তিনের অধিক মানুষে মিলে নফল নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা মাকরূহ। একথা শুনে হযরত হাজী সাহেব হুযুর সহজ সরল ভাষায় বলতে লাগলেন আমি খানকায়ে এমদাদিয়ায় ৪০ দিনের ইতেকাফ দুইবার এবং সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানীর খানকায় একবার পবিত্র রমজানে ইতেকাফ করেছি। বিরাট জামা'আতের সঙ্গে সেখানে নফল পড়া হতো। সুতরাং আপনারা এভাবে বলুন ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত থেকে পবিত্র রমজান মাস ব্যতিক্রম। হাটহাজারীর ঈসাপুর মসজিদে হযরত হাজী সাহেব হুযূর একবার ইতেকাফ করছিলেন, তখন তার কাছে একজন কলেজের ছাত্র এসে তাওবাহ করে। বাইয়াত হয়। হুযূর তার জন্য দোয়া করেন। বাড়ি ফিরে গেলে ছেলেটি পাগলের মতো হয়ে যায়। যেহেতু মাওলানা কাসেম সাহেবের সঙ্গে ছেলেটি গিয়ে ছিলো তাই সবাই তাকে এটা সেটা বলতে শুরু করে। মাওলানা কাসেম বিষয়টি জানাতে ছুটে আসেন আবার হুযুরের দরবারে। হুযুর বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, "ধৈর্য ধারণ করো দেখবে এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেটি ভালো হয়ে যাবে"। সত্যিই আল্লাহর অলিদের সান্যিধ্য পেয়ে সাধারণ মানুষ গতি হারিয়ে ফেলেন। নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। হুযূরের ফয়েজের বরকতে ছেলেটির অবস্থাও তাই হয়েছে। হযরত হাজী সাহেব হুযূর বলতেন কেউ আমকে প্রশংসা করে আকাশেও তুলতে পারবে না। আর কেউ আমাকে বদনাম করে পাতালেও নামাতে পারবে না। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিরই আশা করি। তার উপরই ভরসা করি। এতো যুগ আগেও এদেশে একজন আধুনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা ভাবতেই অবাক হতে হয়। তিনি জামার বুক পকেট কে পছন্দ করতেন না। আজকের আধুনিক যুগে ছাত্ররা বুক পকেট ব্যবহার করে না। হযরত হাজী সাহেব হুযূর দুই বৎসর মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন। তিনি নিজের গায়ের শাল (চাদর) মসজিদে নববীর দরজায় ফেলে রাখতেন। উদ্দেশ্য ছিলো তার শালে যাতে আল্লাহর অলীদের পায়ের ধূলোর বরকত সঞ্চারিত হয়। তারপর অই শাল ব্যবহার করে বরকত লাভ করতেন।

সময়ের সাহসী লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন "হাজী ইউনুছ মরহুম সমকালীন বাংলাদেশীর একজন সেরা মানুষ ছিলেন এবং এ জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তার সুদুর প্রসারী মৌলিক অবদান রয়েছে। (মাসিক মদীনা, মার্চ ৯২ইং) প্রখ্যাত কবি আব্দুল হালীম খাঁ লিখেছেন

"হে মহান রাহবার,
হে আলোর অগ্রদূত
অনেক চড়াই উৎরাই
অনেক ঝড় ঝাপটা বাঁধার পাহাড় ঠেলে ঠেলে
অনেক বাঁকা মোড় পেরিয়ে হেঁটেছে অনেক পথ
জীবন প্রভাত থেকে সত্যের পথে
আজীবন দাঁড়িয়েছিলে
নির্ভিক অটল হিমালয়ের মতো
কানে বাজে আজো তোমার কণ্ঠ
রক্তের কণায় কণায় তোলে শ্রদ্ধার ঢেউ
সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত করে।
(আগস্ট মাসিক আত-তাওহীদ ৯২ই)

পরপারের খোঁজে ঃ কেউ চিরকাল থাকেন না, থাকবেন না। সমগ্র পৃথিবী



জুড়ে সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ৮৬ বছর বয়সে ১৯৯২ ঈসায়ীর ১৪ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ৯ শাবান ১৪১২ হি. রোজ শুক্রবার রাত ৯টায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারাতে আযীয

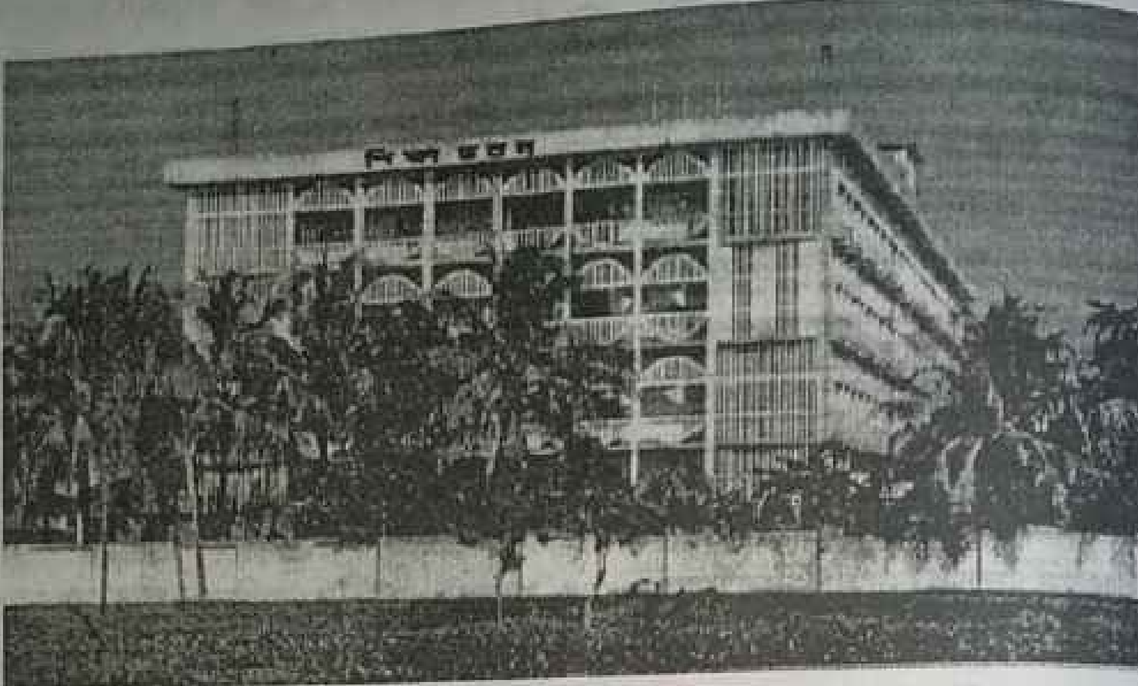
অনুরক্তদের রেখে চিরতরে পাড়ি জমান আল্লাহর সান্নিধ্যে। সংবাদটি মূহুর্তেই যেনো পৌঁছে যায় দেশ-বিদেশে। সর্বত্র স্পষ্ট কান্নার ভারাক্রান্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। শোক সন্তপ্ত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মুসলিম বিশ্ব। সূদুর আরবের বহুল প্রচারিত আল উকায ও আল মদীনায় ফলাও করে ছাপা হয় তার মৃত্যুর সংবাদ। জীবন বৃত্তান্ত। বাচ্চাদের মতই কেঁদে ওঠেন মুসলিম বিশ্বের কেবলা বাইতুল্লাহ্ শরীফের মাননীয় ইমাম শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সুবাইল। শোকবার্তা পাঠান হারামাইন শরিফাইনের ইমামদ্বয়, শারজার আমীর শেখ সুলতান, রাবেতার মহাসচিব ও দুবাইয়ের ধর্ম বিষয়ক পরিচালক শায়খ আবদুল জাব্বারসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য গণ্যমান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ। পরের দিন ভোর না হতেই সমগ্র পটিয়ায় তিল ধারণের জায়গা নেই। লাখ লাখ মানুষের নীরব শোক মিছিল। বাদ জোহর শুরু হলো হযরতের নামাযে জানাযা। জানাযার নামাজ পড়ালেন আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর খলিফা জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার তৎকালীণ ভাইস প্রিন্সিপাল আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.। হযরতকে দাফন করা হয় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযিযীতে।

পারিবারিক জীবন ঃ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ৩০ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। একই গ্রামের জনাব আবদুল আযিযের কণ্যা সাজেদাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে ৭জন পুত্র সন্তান ও তিনজন কণ্যা সন্তান জন্মলাভ করে।

১. জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব
২. জনাব মুহাম্মদ হাসান সাহেব
৩. জনাব হাফেজ মাওলানা হুসাইন মুহাম্মদ ইউনুস
৪. জনাব মাওলানা জাহেদুল্লাহ্ সাহেব
৫. জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান সাহেব
৬. জনাব মাওলানা মোজাম্মেল হক সাহেব
৭. জনাব মুহাম্মদ খালেদ সাহেব
৮. মরহুমা রুমানা বেগম
৯. জনাবা রায়হানা বেগম
১০. জনাবা শাহানা বেগম

পরবর্তীতে তিনি তার শায়খ আল্লামা জমিরুদ্দীন রহ. এর অনুরোধে তারই তনয়া মোর্শেদা বেগমকে দ্বিতীয় পত্নি হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এসংসারে কোনো সন্তান হয়নি।

শেষ কথা ঃ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ছিলেন একটি বিশাল আকাশ। ছোট্ট পরিসরে তার জীবন নিয়ে আলোচনা করা খুবই কষ্টকর। হাজার হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু তারই জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করা সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আমার কাছে মনে হয়েছে মাদরাসা জগতে উলামায়ে কেরামগণ যেসব আধুনিক চিন্তা ভাবনা আরো ১০০ বছর পর করতে পারবে না, সেসব জটিল বিষয়গুলো তিনি বাস্তবায়ন করে গেছেন। শুধু পটিয়া মাদরাসার প্রতিটি ইট তার কথা বলবে তা নয়। সমগ্র দেশ জুড়ে তিনি সেবার দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। এ ধরনের জাতীয় ব্যক্তিত্ব শত বছরেও আশা করা যায় না। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম স্বপ্নটিই ছিলো তার। পটিয়া মাদরাসার নির্মাণাধীন প্রায় সর্বস্বই হযরত হাজী সাহেব হুযূরের অবদান। বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবিগণ মনে করেন এতোগুলো কর্ম একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি এসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর একান্ত ছায়ায়। অন্যথায় তা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ততোগুলো শ্রম যিনি মানুষের জন্য করে গেলেন আমরা তার জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করবো। হে আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসন দান করো। তার পাথেয়কে সম্বল বানিয়ে সুখের সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দাও। আমীন।



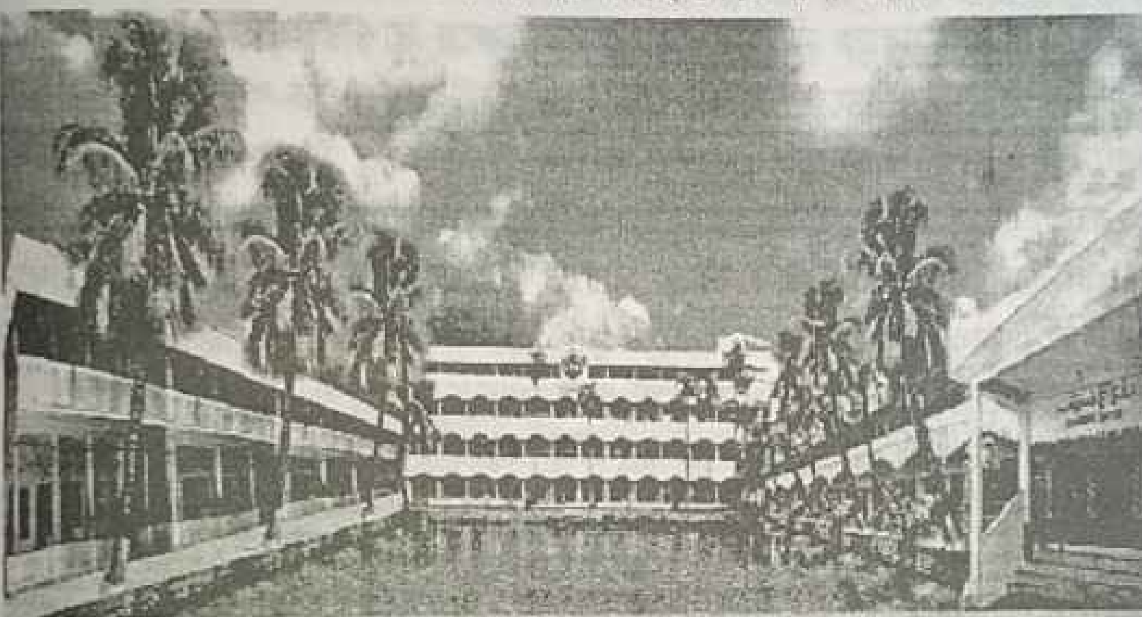
কালের আয়না শায়খুল হাদীস
আল্লামা আহমদ রহ. জীবনালেখ্য

আল্লামা আহমদ ইমাম সাহেব রহ. সমৃদ্ধ জ্ঞানের এক জলন্ত পাঠশালা ছিলেন। তার জ্ঞানের পরিধী জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াকে আলোকিত করেছে জ্বলন্ত মশালের মতো। তারার বাগানের হিসেবী দিপাধার ছিলেন তিনি। সেই তো বর্তমান জামেয়ার যেখানে তার বিশালত্ব নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। তখন কিছুই ছিলোনা এখানে। আল্লামা আহমদ রহ. প্রমূখেরা এখানে এসে গভীর সমুদ্র থেকে হীরক খন্ড হয়ে বসে যান, ফলে বিচ্ছুরিত হয় মায়াময় আলোক রশ্মি, দূর হয় তপোবনের আঁধার। আল্লামা আহমদ রহ. হিংসা বিদ্বেষ অহংকার কে দূরে ঠেলে, নিজের যশ খ্যাতির দিকে না তাকিয়ে ইলমী বাগানের ফুটন্ত ফুল হয়ে নিরন্তর খেদমত করে গেছেন। আজ বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে, দেশ-বিদেশে তার শিষ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বছরের প্রায় সময়ই ছুটে আসে শিষ্যগণ প্রিয় উস্তাযের কবর জিয়ারতে। যেমন আদর্শ ছাত্র গঠন করেছেন তেমনি নিজের ছেলে মেয়েদের জ্ঞানী গুনী ও মহৎ ব্যক্তিত্বে সুমানুষ করার পেছনে হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন। তাদের উত্তরসূরীদের দিকে তাকালেই সহজে বুঝে আসে তিনি সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যার প্রতিটি ক্ষণ ব্যয়ীত হতো মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার দাওরায়ে হাদীসের মসনদে বসে বোখারী শরীফের দরস দিয়েছেন দীর্ঘদিন। আজ তার কথাই আলোচনা করতে চাই, যৎ সামান্য হলেও।

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবন

জন্ম ঃ আল্লামা আহমদ রহ. ১৩২৪ হিজরী, ১৯০৫ ঈসায়ী চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ অর্থাৎ চাঁদগাঁও থানার অন্তর্গত মোহরা গ্রামের জনাব পিতা শমশের আলী মিঁয়াজী এবং মাতা আলী জান বেগম রহ. এর সুনির্মল দীনি পরিবারে জন্ম লাভ করেন। জনাব আহমদ রহ. জনাব শমশের আলীর সন্তান সন্ততির মধ্যে দ্বিতীয়। ১. বাসেত মিয়া রহ., ২. আহমদ রহ., ৩. ঠান্ডা মিয়া রহ., ৪. আসিয়া বেগম।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সুশিক্ষিত পরিবারে সাধারণত বাচ্চারা বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই বিদ্যার খোঁজ পেয়ে যান। আল্লামা আহমদ রহ. এর ব্যাপারেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনিও পিতা মাতার কাছে কোরআনী তালিম পেয়ে যান।



দু'বছর বয়সেই তার কঠিন অসুস্থতার সময় অকস্মাৎ আল্লাহ শব্দ শুনে মাতা "আলী জান" চমকে চান। সাত বছর না হতেই পিতা শমসের আলী ইহজগত ত্যাগ করেন। পড়ে যান গভীর সঙ্কটে। বাল্য অবস্থায় পিতৃ বিয়োগের ব্যথা উপশম করা বেশ কঠিন। এ কঠিন বাস্তবতার বিপক্ষেই লড়াই করে বেড়ে ওঠতে লাগলেন তিনি। মাতা আলী জান সম্পূর্ণ বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছেলে মেয়েদের অবশ্যই মানুষ করবেন। প্রার্থনা ছুড়ে দিলেন প্রভূর দরবারে। প্রাথমিক লেখা পড়া করতে আহমদ রহ. কে ভর্তি করেন গাঁয়ের মক্তবে। এরপর ছুটে যান মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। ছ'মাস না যেতেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ফিরে আসেন বাড়ীতে। ১৩৩৭ হিজরীতে আল জামেয়া আল আরাবিয়া জিরি মাদরাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। রমজানের ছুটিতে মাওলানা আব্দুর রহমান হামীর

ছবি ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম।

নিকট পরবর্তী বছরের বই পুস্তক গুলো পড়লেন। এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জিরিতেই সম্পন্ন করেন।

হিফজ বিভাগঃ প্রায় বেশীর ভাগ হাফেজরাই মাওলানা হবার পূর্বে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে হিফজ পড়েন। আল্লামা আহমদ রহ. কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়ার সময় ক্লাসের পড়া, নিয়মিত পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলেছেন। এ ধরনের মেধাবী ব্যক্তিত্ব সমাজে বিরল। আল্লামা আহমদ রহ. এর প্রতি বুজুর্গদের দোয়া ছিলো এটি সহজেই বুঝে আসে।

বড়োদের নেক দোয়া ঃ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার বিশিষ্ট আলেমেদীন মাওলানা এযাবত উল্লাহ শিশু আহমদের জন্মের কথা শুনে দোয়া করলেন হে আল্লাহ ! আহমদকে মাহমুদ (প্রশংসিত) করে দাও। আল্লামা আহমদ রহ. এখনো মাধ্যমিক স্তরে। ঘটনাচক্রে তিনি রাউজানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন। সাক্ষাত করতে গেলেন মাওলানা এযাবত উল্লাহ রহ. এর সঙ্গে। তখন তিনি উপস্থিত ছাত্রদের ক'টি জটিল প্রশ্ন করেছিলেন। কেউ উত্তরগুলো না পারলে বালক আহমদ কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তরগুলো দিয়ে দিলেন। মাওলানা এযাবত অত্যন্ত খুশি হলেন। অনেক পুরস্কার হাতে তুলে দিলেন। আরো দো'আ করলেন তাঁর জন্য।

স্নাতক ও উচ্চ শিক্ষা ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরিতেই দাওরায়ে হাদীসের

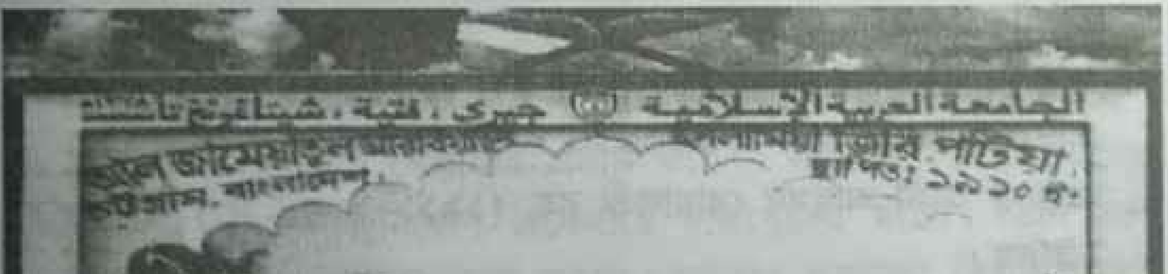


দরস গ্রহণ করেন। তবে এখানেই থেমে যাননি তিনি। ১৩৪৭ হিজরীতে জিরিতে তার সমাপনী বছর। ১৩৪৭ হিজরীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে

ছবি : দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

ছুটে যান ইলমে নববীর প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে। মাওলানা এজাজ আলী রহ. এর নিকট ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দেওবন্দে ভর্তি হন। এখানে তিনি ইলমী ফিকাহ, তর্কবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর পড়াশোনা করেন। বাংলাদেশের প্রিয় উস্তাযদের ইশারায় ছুটে যান আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর কাছে। সেখানে তিনি বোখারীর সনদ গ্রহণ করেন ১৩৪৮ হিজরীতে। তাছাড়াও আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. এর নিকট মুসলিম ও তিরমিযি শরীফের সনদ লাভ করেন। উচ্চতর সনদের অধিপতি হয়ে ফিরে আসেন সোনার বাংলায়। আসতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না তার মমতাময়ী মায়ের বিয়োগ সংবাদ শুনে মর্মপীড়ায় মূহ্যমান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের জন্য আবার ছুটে যান ভারতে। হযরত থানভী রহ. এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের পরে ফিরে আসেন ১৩৪৯ হিজরীতে। ফিরে এসেই চট্টগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক সাধনায় বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে নানুপুরের আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. এর খেলাফত লাভে ধন্য হন।

অধ্যাপনা ঃ প্রথমেই ১৩৪৯ হিজরীতে জিরিতে অধ্যাপনা শুরু করেন।



এখানে থাকেন পাঁচ বছর। এরপর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার শরফ ভাটা মাদরাসায় তিনি তিন বছর অধ্যাপনা করেন। মাদরাসায় আভ্যন্তরিন কোন্দল দেখা দিলে, তিনি নীরবে বাড়িতে চলে আসেন। কোনো ভেজাল তিনি পছন্দ করতেন না। সরল মনের অধিকারী আল্লামা আহমদ রহ. বাড়িতে ফিরে

ছবি : জামেয়া আরবিয়া জিরির প্রধান গেইট

ভালো ভালো স্বপ্ন দেখছিলেন। শরফ ভাটা থাকতেই তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ পান। জিরিতে আবার ফিরে যাবার জন্য আল্লামা আহমদ হাসান রহ. খুব পীড়াপিড়ি করলেন, তিনি যাননি। ১৩৫৭ হিজরীতে আল্লামা আহমদ রহ., মুফতী আযিযুল হক রহ. এর অনুরোধে ছুটে আসেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। অধ্যাপনার স্বার্থক পরিশ্রম তিনি পটিয়াতেই করেছেন। পটিয়ার ৫৯ বছর এবং সর্বমোট ৬৭টি বছর তার অধ্যাপনার যুগে ছাত্র গড়ার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। তার কথা, কাজে, বয়ানে ছাত্র গড়ার আওয়াজ বেজে ওঠতো। কখনো ক্লান্তি অনুভব করতেন না। তার স্বপ্নের তা'বির আল্লামা ইব্রাহিম বলিয়াভী রহ. এভাবে করলেন। পটিয়ায় এক্ষণি দাওরায়ে হাদীস খুলে দাও। আল্লামা আহমদ রহ. সে স্বপ্নের ভিত্তিতেই আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ১৩৬৬ হিজরীতে আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. এর সরাসরি দরসদানে বোখারীসহ সিহাহ সিত্তার দরস শুরু করেন।

আল্লামা আহমদ রহ. এর হাতে গড়া শিষ্যগণ

১. আল্লামা মুফতী নুরুল হক রহ. (১৯১৮-১৯৮৭ ঈ.) চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

২. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহিম রহ. (১৩৩৭-১৪০০ হি.) আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৩. আল্লামা মুফতী ইসহাক আল গাজী রহ. (১৩৩৬-১৪২৭ হি.) আশিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৪. আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. (১৯১১-২০০৪ ঈ.) আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আলী ( ) মিরশরাই, চট্টগ্রাম।

৬. আল্লামা আনোয়ারুল আজীম রহ. (১৯২৫-২০০৬ ঈ.) আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৭. আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. (১৯৩৯-২০০৩ ঈ.) আশিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৮. আল্লামা সাঈদ আহমদ রহ.

৯. আল্লামা সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব দা.বা.

১০. আল্লামা তৈয়ব সাহেব দা.বা.

১১. ড. মাওলানা মোহাম্মদ রশিদ সাহেব

১২. আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব দা.বা.

১৩. আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ সাহেব দা.বা.
১৪. আল্লামা মুহাম্মদ আইউব সাহেব দা.বা.
১৫. আল্লামা আব্দুল হালিম বোখারী সাহেব দা.বা.
১৬. আল্লামা আব্দুল জলিল সাহেব দা.বা.
১৭. আল্লামা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব দা.বা.
১৮. আল্লামা মুফতী শামসুদ্দিন সাহেব দা.বা.
১৯. আল্লামা হারুন সাহেব দা.বা., বগুড়া জামিল
২০. আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান উখিয়াবী সাহেব দা.বা.

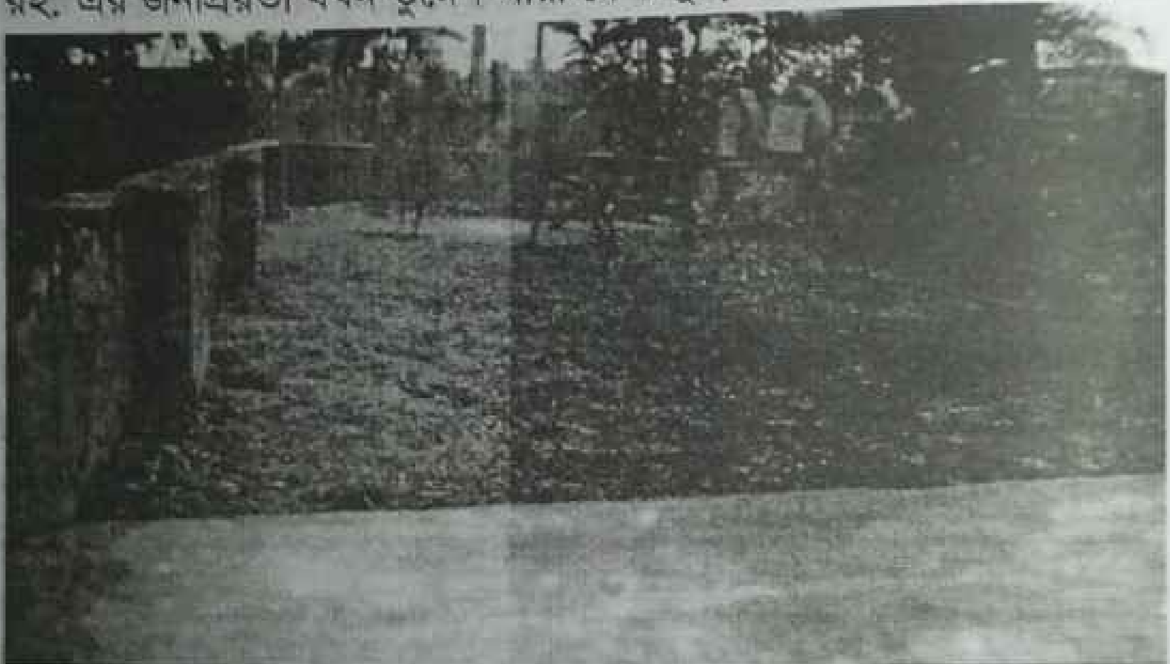
আধ্যাত্মিকতা ঃ আল্লাহর মারেফত ব্যতীত কোনো ব্যক্তির অন্তর, হৃদয় জগত আলোক উদ্ভাসিত হতে পারে না। এজন্য যুগের বড়ো অলি হবার যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে প্রেমময় পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তারা বরাবরই আল্লাহর প্রেমকে নিজের অন্তরে বসানোর জন্য বড়ো বড়ো আল্লাহর ওলিদের দরবারে দৌড়াদৌড়ি করেছেন। আল্লামা আহমদ রহ.এর জীবনেও এর উল্টো ঘটেনি। প্রথমেই আল্লামা থানভী রহ. এর দরবার থেকে আল্লাহর প্রেমময় ঝর্ণায় গোসল করার জন্য অনেকটা সময় কাটান। দেশে ফিরে হাদীসের দরস প্রদান শুরু করলেও তাসাউফের জগতে হাঁটা চলা করেন অতি সন্তর্পনে। তার নিরন্তর প্রয়াস আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা জমীরুদ্দিন রহ. তার অবয়বে দেখতে পেয়ে ১৩৫৭ হিজরীতে চার তরিকার খেলাফত প্রদান করেন। মারেফত ও তাসাউফের দীক্ষা দানে তার আত্মনিয়োগ একেবারে রাজ্যপুত্রের মতো। তিনি প্রাণ খোলে মারেফাতের লাইনে কাজ করেন। আলেম সমাজের বিরাট অংশই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হন। তিনি সত্যিকারের একজন কুতুব ছিলেন। হাজার হাজার আলেম তার কাছে মুরীদ হওয়াই এর বড়ো প্রমাণ।

দীনি ভ্রমণ ঃ সারা বাংলাদেশের দিক বিদিক ছুটে যেতেন। অতীব বৃদ্ধ অবস্থায়ও ভারত, পাকিস্তান, বার্মা (মায়ানমার) মধ্যপ্রাচ্যের সৌদিসহ বিভিন্ন দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। পবিত্র কা'বা ও রাসূল আরাবী স. এর পবিত্র রওযা মোবারকে ছুটে গেছেন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। মানুষকে জানাতে, বলতে, আল্লাহর স্মরণ মনে করিয়ে দিতে কোনো কষ্টকে কষ্ট মনে করতেন না।

মানুষের সেবা ঃ মোমিন মানেই হলো পরোপকারী ও আল্লাহ ভক্ত একজন সুমানুষের নাম। পটিয়ায় অধ্যাপনার শুরু যুগে বিনা বেতনে পড়িয়েছেন।

তখন মাদরাসার ফান্ড ছিলো না। দুয়ারে ভিক্ষুক কড়া নাড়লে ফিরিয়ে দিতেন না। ছাত্রদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। কার অসুখ হলো। ঔষুধপত্র লাগবে কিনা। কার পারিবারিক সমস্যা আছে। এসব খোঁজ খবর রাখা তার নিত্যদিনের কর্ম। শুধু হাদীসের দরস প্রদানই তার উদ্দেশ্য ছিলো না। মারেফতী লাইনে কাজ, আল্লাহর অতিশয় পাগল হয়েও তার সন্তান-সন্ততিকে মানুষ করেছেন। আল্লামা রফীক আহমদ মু হ র বী দেশের সর্বজন স্বীকৃত বিশিষ্ট আলেমে দীনের মতো সুমানুষ তৈরী করেছেন।

জীবনের শেষ দিনে ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সর্বত্র আল্লামা আহমদ রহ. এর জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে। সারা দেশ জুড়ে যখন তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে



পড়েছে, পত্র পল্লবে যখন ভরে গেছে বিষাক্ত শ্মশান। অবশেষে হাজার হাজার ছাত্র ভক্ত অনুরক্তদের রেখে ১০ জানুয়ারী ১৯৯৬ ঈসায়ী মোতাবেক ১৮ শাবান ১৪১৬ হিজরী বুধবার বাদ মাগরিব ৬টা ১৪মিনিটে মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করেন। এ প্রেমময় মানুষটির বিদায়ের সংবাদ জাতীয় দৈনিক ও বাংলাদেশ বেতারে জানতে পেরে পাগলের মতো ছুটে আসেন হাজার হাজার মানুষ। ১১ জানুয়ারী বেলা ২ টায় তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মনীষী আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালবী রহ.। দাফন করা হয় পটিয়ার মাকবারায়ে আযীযীতে।

রেখে যাওয়া পরিবারবর্গ ঃ আল্লামা আহমদ রহ. তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে যান।

বড় ছেলে ঃ মাওলানা রশীদ আহমদ (জন্ম ১৯৪২ই)

পরিচয় ঃ মুহাদ্দিস জামেয়া আরাবিয়া জিরি।
মেঝো ছেলে ঃ আল্লামা রফীক আহমদ মুহরবী (জন্ম ১৯৪৫ই)
তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ঃ তিনি কালজয়ী একজন লেখক
মুহাদ্দিস ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া
সেঝো ছেলে ঃ মাওলানা হাফেজ উবায়দুল্লাহ (জন্ম ১৯৫০)
প্রকাশক ঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।
প্রথম কন্যা ঃ সাকিনা খাতুন (জন্ম ১৩৯৬)
দ্বিতীয় কন্যা ঃ আসমা খাতুন
তৃতীয় কন্যা ঃ ফরীদা খাতুন
উল্লেখ্য যে হারুন নামে আরো একজন পুত্র সন্তান ও ফরীদা খাতুন তার জীবদ্দসাতে ইন্তেকাল করেন। আর স্ত্রী মুস্তফা খাতুন আল্লামা আহমদ রহ. এর ইন্তেকাল করার দু'বছর পূর্বে ১৪১৪ হিজরী ১ শাবান মোতাবেক ১৯৯৪ ঈসায়ী সোমবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মাকবারায়ে আযীযীতে দাফন করা হয়।

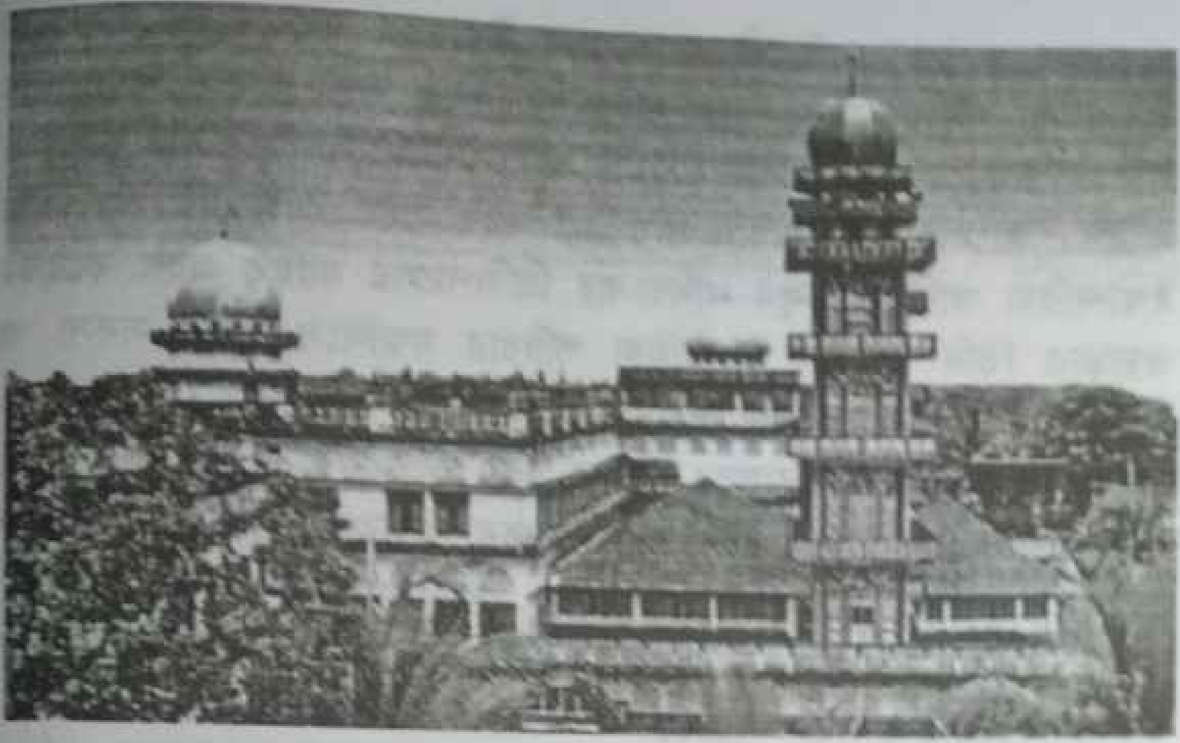
কারামত ঃ আধ্যাত্মিক জগতে পা দেয়া মানে আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্কিত মানুষে পরিণত হওয়া। আল্লামা আহমদ রহ. কারো গালমন্দ শুনলে জবাব দিতেন না। একদিন পাশের বাসার লোকেরা তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলে। সেদিন তাঁর বাসায় মেহমান এসেছিলো। তাদের চিল্লাপাল্লায় কষ্ট হলে তিনি শান্ত হবার আহবান জানান। তারা আরো ক্ষেপে যায়, যাচ্ছে তাই বলতে শুরু করে। এরপর একেবারে ধৈর্য ধারণ করলেন। মাগরীবের পর যথারীতি কিতাব মুতালা'আয় বসে গেলেন। তার নীরবতা সইতে না পেরে একজন মেয়ে জানালার সীট দিয়ে উঁকি মেরে কিতাব অধ্যয়ন করতে দেখে বলে ওঠলো কি তাজ্জব ব্যাপার ! এতোগুলো মানুষ তাঁকে অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করছে। অথচ তার কোনো পরিবর্তনই দেখছিনা। পরের দিন ঘটলো আরেক ঘটনা। যে গালাগাল করছিলো সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কথা বলতে পারছে না। খেতেও পারছে না। অবশেষে হুযূরের কাছে এসে ক্ষমা চাইলো।

আল্লামা সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ. বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লামা আহমদ রহ. ওয়াজ করছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি রহমতের বৃষ্টি ঝরতে দেখেছি। আরো কত ঘটনারই না জন্ম হয়েছে। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে সব

ধরনের সহযোগিতা করেন। কষ্ট দিলেও পরম বন্ধুর কষ্টের স্বাদ ও তৃপ্তিই আলাদা।

সাহিত্য ঃ আল্লামা আহমদ রহ. এ-টু-জেড একজন কবি ছিলেন। একজন শায়খুল হাদীস, পীর, আধ্যাত্মিক মানুষ আবার তিনি কবিও। হ্যাঁ তিনি আরবী ফার্সি ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখতে পারতেন।

ভাষাজ্ঞান ঃ তাঁর কবিতা দেখলেই তাঁর ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে আঁচ করা যায়। তিনি বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সীসহ বিভিন্ন জায়গার আঞ্চলিক ভাষায়ও কথা বলতে পারতেন।



মানুষের সেবায় নিয়োজিত সুমানুষ

আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ.

জন্ম ঃ আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ. ১৩১৮ হিজরীতে ৯ জুমাদাল উলা চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার মাদার্শা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ. নিজ গ্রাম মাদার্শার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক লেখাপড়া সম্পন্ন করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী ও ফতেহপুর মাদরাসায়।

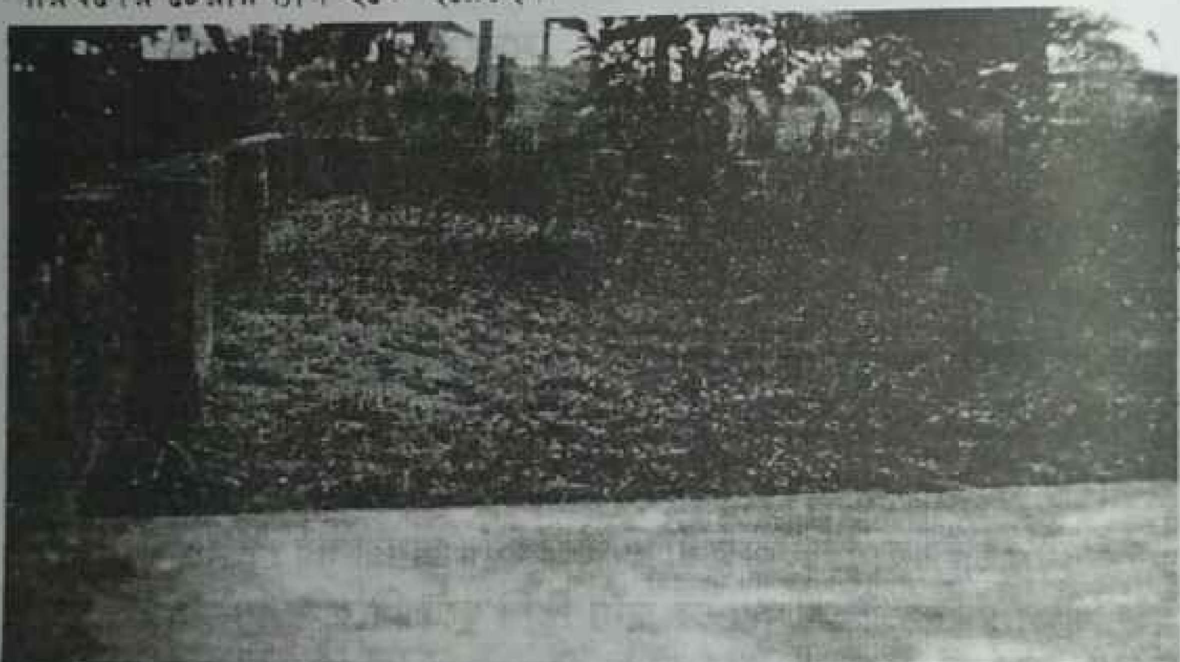
উচ্চ শিক্ষা ঃ উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের সাহারানপুর জেলার মুজাহেরুল উলূম মাদরাসায়। সেখানে তিনি হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করে স্ব-দেশে ফিরে আসেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ. আধ্যাত্মিক শিক্ষাও অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জগতের গুরু হিসেবে মেনে নেন শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা জমিরুদ্দিন রহ. কে। আধ্যাত্মিক গুরু শাহ্ জমিরুদ্দীন রহ. আল্লামা উবায়দুর রহমানের মধ্যে আধ্যাত্মিক নূর দেখতে পেয়ে তাঁকে তার খেলাফত প্রদান করে ধন্য করেন।

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জামে মসজিদ

অধ্যাপনা ঃ ১৩৬০ হিজরীতে আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ. জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। এখানে অধ্যাপনার পাশাপাশি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার এসিস্টেন্ট প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। জামেয়া ইসলামিয়ায় দীর্ঘ ১৫ বছর সময় কাটানোর পর তিনি ইস্কান্দরিয়া আযিযুল উলূম মাদরাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মজলিসে শূরার সদস্য ও দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম সিটি কলেজ সংলগ্ন মসজিদের ইমাম ছিলেন।

মানবসেবা ঃ আল্লামা উবায়দুর রহমান রহ. শুধু মাদরাসা মসজিদ নিয়েই পড়ে থাকতেন না। বরং তিনি ছুটে যেতেন সাধারণ মানুষের টানে নিজ এলাকায়, গ্রামের হত দরিদ্র মানুষদের খোঁজ খবর নিতেন। তাইতো এলাকার মানুষের চাপে তাকে জনগণের মেন্ডেট নিয়ে নির্বাচন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে হয়েছে।



শেষ কথা ঃ সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত এ চমৎকার মানুষটি ১৪০৪ হিজরীতে হাজার হাজার ছাত্র ভক্ত অনুরক্ত রেখে চলে যান অনন্তের পথে পরপারে।

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয

পরবর্তী মনীষীদের তালিকা
মৃত্যু তারিখ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হল

১. প্রোজ্জ্বল লেখক আল্লামা আলী আহমাদ কদুরখিলী রহ.
২. জ্ঞান-বিজ্ঞানে টইটম্বুর আল্লামা ফজলুর রহমান রহ.
৩. শাহাদাতের পেয়ালায় চুম্বনকারী আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ.
৪. যুগের সাহসী ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ.
৫. প্রাঞ্জল জ্ঞানের সমাধী আল্লামা আমীর হুসাইন মীর সাহেব রহ.
৬. শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ.
৭. পরিশ্রমী মানুষ মাওলানা নযীরুল ইসলাম রহ.
৮. মেহনতী মানুষ মাওলানা আমজাদ রহ.
৯. নিরলস কণ্ঠ আল্লামা হুসাইন আহমদ রহ.
১০. রাজনীতিবিদ শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসকাহ কানাইমাদারী রহ.
১১. অপরাজিত কিংবদন্তি আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ.
১২. আধ্যাত্মিক সিপাহসালার আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.
১৩. দার্শনিক আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. এর জীবন কথা
১৪. চেতনার অগ্রপথিক আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.
১৫. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ রহ.
১৬. মাওলানা ইউসুফ রহ.

আল্লামা আলী আহমদ কদুরখিলী রহ.

জন্ম ঃ আল্লামা আলী আহমদ কদুরখিলী রহ. জন্ম গ্রহণ করেন বন্দর নগরী চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার কদুরখিল গাঁয়ে। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আব্দুল লতিফ রহ.।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা আলী আহমদ কদুরখিলী রহ. প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে। তারপর বেশি দিন বাংলাদেশে তাঁর আর মন টেকেনি।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ খুব অল্প বয়সেই তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। হাদীসের দরস পর্যন্ত ছুঁতে সক্ষম হন। এখানেই থেমে যাননি। হাদীস ফিকাহ্‌র পাশাপাশি দর্শন শাস্ত্রের উপরও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর ছুটে যান পাঞ্জাবে, ভর্তি হন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে ফাজেল পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অধ্যাপনা ঃ দেশে ফিরেই তিনি ব্যস্ত হয়ে যান অধ্যাপনা নিয়ে। প্রথমেই জামেয়া আরাবিয়া জিরি তারপর রাঙ্গুনিয়া সরফভাটা মাদরাসা, তারপর চকরিয়া ও চট্টগ্রাম শহরের মিয়াখান নগরের মোজাহেরুল উলূম মাদরাসায় পড়ান দীর্ঘদিন। অতঃপর তাঁর রুখ হয় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার দিকে। এখানে হাদীস ফিকাহ ও বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবাদী পড়ান। হাদীস, তাফসীর ও আরবী সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিলো বিস্ময়কর।

রচনাবলী ঃ অন্তরে জ্ঞান নিয়ে বসে থাকেননি। বরং তিনি ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে কাজ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। লিখেছেন অনেকগুলো গ্রন্থ। নিম্নে কয়েকটি বইয়ের তালিকা তুলে ধরা হলো ঃ

১. ফয়ূজুস সাদাত
২. কাসীদায়ে বাদউল আমালী
৩. হাদয়াতুল মুজতনী
৪. আল এনকেশাফ
৫. দরদে দিল কি পেশিনগুয়ী
৬. মুসল্লাহাতে কাতরাব
৭. হায়াতে আযীয

শেষ প্রহর ঃ আল্লামা আলী আহমদ রহ. অসংখ্য ছাত্র ভক্তদের ইয়াতীম করে ১৩৮২ হিজরীতে খুব অল্প বয়সেই চলে যান পরপারে।



জ্ঞান-বিজ্ঞানে টইটম্বুর

আল্লামা ফজলুর রহমান রহ.

সময়ের ব্যবধানে অনেক সুমানুষ হারিয়ে যায়। ব্যথা দিয়ে যায় ভক্ত অনুরক্তদের। বলা হয় একজন আলেমের মৃত্যু মানে সমগ্র পৃথিবীর মৃত্যু। আসলেও তাই। যে উমর রা. চলে গেছেন, তার মতো উমর আর পাওয়া যায়নি। যে খালিদ বিন ওয়ালিদ চলে গেছেন, তার মতো আর কোনো বিপ্লবী পাওয়া যায়নি, সময়ের সুমানুষ গুলো বিদায় নিলে আর কেউ ফিরে আসে না। আমরা ভারাক্রান্ত হই একজন বড়ো আলেম পৃথিবী ত্যাগ করলে। আমরা দুঃখিত হই শোকে সন্তপ্ত হই, হৃদয়ে পরিখা খননের শব্দ মেলে। অসহ্য বেদনায় অবয়ব লালে লাল হয়ে যায়। যারা চলে গেলে জাতির আত্মা কেঁদে ওঠে, চিৎকার করে ওঠে ভাগ্যাকাশ, সে সব ইলমী জাহাজের মধ্যে একজন আল্লামা ফজলুর রহমান রহ.। জামেয়া ইসলামিয়ার অন্দর আজও তাকে ভুলেনি। ভুলতে পারে না, তাঁর অবদানের কথা। তাঁর চিন্তা চেতনার কথা। ভাবাদর্শের কথা।

জন্ম ঃ ১৮৭৬ ঈসায়ীতে আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত পূর্ব জলদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মা বাবার বড়ো আদরের সন্তান ছিলেন। বিশেষ করে বাবা মাওলানা খাদেম আহমদ

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবন

রহ. তার সুখ-দুঃখের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। ছেলে ব্যথায় উহ্ শব্দ করুক তিনি তাও কামনা করতেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, তিনি বিদ্যালয়ে যাননি। তার সম্মানিত পিতা জনাব খাদেম আহমদই তার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ঘরে বসে তিনি বেশ কিছু বই পুস্তক পড়ে ফেলেন। তবে আর কতদিন এভাবে চলবে। কথায় আছে, উতলুবুল ইলমা অলাও বিসসিন অর্থাৎ জ্ঞান অনুসন্ধান করো যদিও চীন যেতে হয়। অবশেষে আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. ১৯০৪ ঈসায়ীতে চট্টগ্রাম মোহসিনিয়া মাদরাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। সঙ্গে সঙ্গে মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্লাশের ফাস্ট বয় হয়ে সব উস্তাযদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করে শিশুকালেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছেন। শিক্ষক মন্ডলী তাকে ভিন্ন নজরে দেখতে শুরু করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ঃ প্রাথমিক পড়ালেখা চট্টগ্রাম শহরের মোহসেনিয়া মাদ্রাসাতে শেষ করে ওখানে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হন। ১৯১৪ ঈসায়ীতে সেন্ট্রাল মাদ্রাসাসরকারী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উলা তথা মেশকাত পাশ করেন।



উচ্চশিক্ষা ঃ উলা পাশ করে এক বছর অধ্যাপনা করেন। চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদ্রাসায় তার শিক্ষকতার বয়স মাত্র এক বছর। তার মন থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের স্বপ্ন দূরীভূত হয়নি। মাঝের এক বছর খুব কষ্টে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। বছর শেষ না হতেই ১৩৩৩ হিজরীতে

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

ছুটে যান উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত ও বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র **"দারুল উলূম দেওবন্দ"**। ওখানে মনের মত করে তিনি বিদ্যার্জনে পরম শান্তির ছোঁয়া পান বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জীবন্ত পাঠশালা আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. এর কাছে। শুধু তারাই নন, তৎকালীন যুগের বিখ্যাত আলেমেদীনগণ সেখানে দরস দিতেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এর উপর বুৎপত্তি অর্জন করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে প্রথম স্থান অধিকার করে সমগ্র বাংলার জন্য বয়ে আনেন বিরল সম্মান। প্রাপ্ত হন মূল্যবান পুরস্কার। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী ও আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. থেকে প্রিয় নবীজির হাদীসের সনদ নিয়ে ফিরে আসেন সবুজ বাংলায়।

অধ্যাপনা ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. ফিরে এসেই চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। উল্লেখ্য যে তিনি দেওবন্দ যাবার পূর্বেই একবছর এখানে শিক্ষকতা করেছেন। দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তাঁর ৪৬ বছরের অধ্যাপনার যুগে তিনি মাদরাসায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সহকারী শিক্ষক, সুপারেন্টেন্ডেন্ট অবশেষে প্রিন্সিপালের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। শুধু আলিয়া মাদরাসাতেই নয়। বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছয় মাস ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসায় যখন তিনি দরস দিয়েছেন তখন তার হাতে গড়ে ওঠেছে একঝাঁক প্রাণপুরুষ। দারুল উলূমে তিনি একাধারে বোখারী শরিফ, মিশকাত শরিফ, জালালাইন শরিফ, মসনবী শরিফসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দরস প্রদান করেছেন। চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল হাকিম আখতার শাহ, চট্টগ্রামের গারঙ্গিয়ার বড়ো হুযূর মাওলানা মজি, গারঙ্গিয়ার ছোট হুযূর মাওলানা আব্দুর রশীদ, বাইতুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার, চুনতীর শাহ হাফেজ আহমদ, ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা উবায়দুল হক, মিশকাত শরিফের অনুবাদক হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস রচয়িতা মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী প্রমুখ ব্যক্তিগণ তখন আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. এর নিকট পড়েছেন।

পটিয়ায় আগমন ঃ একজন খ্যাতিমান আলেম, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ও শাব্বির আহমদ উসমানীর মতো প্রাজ্ঞজ ব্যক্তিদের ছাত্র হয়ে আর কতদিন তিনি আলিয়া মাদরাসায় দরস দেবেন? আল্লামা ফজলুর

রহমান রহ. এর হৃদয়ে কওমী মাদরাসার প্রতি টান বেড়ে গেছে। তাছাড়া তার মুর্শিদের ইশারায় তাকে জামেয়া ইসলামিয়ার দিকে ছুটে আসতে বাধ্য করে। ১৩৭৯ হিজরীতে চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা থেকে পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৯ ঈসায়ীতে নিযুক্ত হন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস হিসেবে। এখানে তিনি বোখারী শরীফ ২য় খন্ড, জালালাইন শরিফ, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবসমূহ অত্যন্ত সরস ভূমিকায় পাঠদান করেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য হলেন, আল্লামা মুফতী আব্দুল হালিম বোখারী, আল্লামা মোহাম্মদ আইউব, আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবীসহ আরো অনেকে।

রচনা ঃ তাঁর হাতে বেশ জোর ছিলো। কিন্তু তার লেখক সত্ত্বার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। বিখ্যাত সহীহ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরিফের টিকা, মুসলিম ও তিরমিযি শরিফের টিকা লিখেছেন। সময়ের ব্যবধানে এগুলো অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে।

আধ্যাত্মিকতা ঃ আধ্যাত্ম চর্চাই তাঁকে মূলের দিকে ফিরিয়ে এনেছে। তাঁর মুর্শিদের ইশারাতেই তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াতে ছয়টি বছর কাটিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য সর্ব প্রথম তিনি বাইআত হন বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর নিকট। পরে আল্লামা জফর আহমদ উসমানী রহ. কে তার মুর্শিদ হিসেবে গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন আধ্যাত্মবাদ চর্চার ফলে তাঁর ভেতর আধ্যাত্মিকতার আলোক ছটা দেখতে পেয়ে আল্লামা জফর আহমদ উসমানী রহ. তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন।

শেষ বেলা ঃ কেউই চির জীবনের জন্য আসেনি। কেউই চিরন্তন নন। শুধু আল্লাহ ব্যতীত। আল্লামা ফজলুর রহমান রহ. এরও একদিন বেজে ওঠে বিদায়ের সুর। লক্ষ লক্ষ ছাত্র ভক্তদের কাঁদিয়ে তিনিও অবশেষে বিদায়ের আয়োজন করেন। ১৯৬৪ ঈসায়ীতে ৩ অক্টোবর মোতাবেক ২৬ জমাদিউল উখরা ১৩৮৪ হিজরীতে চলে যান মহান প্রভূর সান্নিধ্যে। পূর্ব জলদী জামে মসজিদের সম্মুখের কবরে তাঁকে দাফন করা হয়।



শাহাদাতের পেয়ালায় চুম্বনকারী

আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ.

জন্ম ঃ আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ. চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চরখা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৩১ ঈসায়ীতে জন্ম লাভ করেন।

লেখাপড়া ঃ গাঁয়ের সাধারণ মক্তবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর ছুটে যান জামেয়া আরাবিয়া জিরি। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকান নি। পড়াশুনায় ব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন একাগ্রতার সঙ্গে। জামেয়া আরাবিয়া জিরি থেকেই তিনি দাওরায়ে হাদীস পাশ করার সম্মান অর্জন করেন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ বাংলাদেশের দাওরায়ে হাদীস পাশ করাই তাঁর পড়ালেখা শেষ নয়। বরং তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাড়ি জমান সুদূর ইন্ডিয়া। ভর্তি হন ভারতের সাহারানপুর মুজাহেরুল উলূম মাদরাসায়। সেখানে হাদীস, তাফসীর ও আরবী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। ফিরে আসেন গভীর জ্ঞানের মৎস্য হয়ে।

অধ্যাপনা ঃ আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ. ভারত থেকে ফিরে এসে বার্মার আকিয়াবে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তারপর ১৮ বছর পর্যন্ত চট্টগ্রামের সাতকানিয়া মাদরাসায় প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ছুটে আসেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুহাদ্দিস ও আরবী সাহিত্য বিভাগের উস্তায হিসেবে। আল্লামা

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী যেখানে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

মুহাম্মদ দানেশ রহ. অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কথায় কথায় কবিতা তৈরি করতে পারতেন। আজও পটিয়ার **"হাজী ইউনুস রহ. হলে"** তাঁর চার লাইন কবিতা খচিত রয়েছে।

পড়ন্ত বেলা ঃ ১৩৯১ হিজরী চলছে, চলছে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবিরাম বৃষ্টির মতো গোলা নিক্ষেপ। মারা যাচ্ছে নারী-পুরুষসহ হাজার হাজার মানুষ। ১৯৭১ এ বাঙ্গালী জাতি মর্মন্তুদ যাতনায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কষ্টের পিঞ্জিরা থেকে বের হতে পারেনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াও। পাকিস্তানী হানাদাররা বোমা বর্ষণ করে জামেয়ায়। ধ্বসে যায় চমৎকার দৃষ্টিনন্দন একটি বিল্ডিং। সঙ্গে সঙ্গে শাহাদাত লাভ করেন আল্লামা মুহাম্মদ দানেশ রহ.



যুগের সাহসী ব্যাখ্যাতা

আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ.

একজন আলেম যখন লেখক হন, তার দর্শন চিন্তা চেতনায় ব্যাপ্তি আসে। সমাজের কথা, দেশের কথা, জাতির কথা ভাবতে সুযোগ পান। সুযোগ পান দেশ বিদেশের তত্ত্ববহুল সমৃদ্ধ জ্ঞানে নিজেকে আলোচিত ব্যক্তিদের কাতারে নিয়ে আসতে। তার সুপ্ত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। লেখালেখি করা অনেক বড়ো কাজ। যিনি একটি কিতাব লেখেন, তিনি অনেক সওয়াব অর্জনের সুযোগ পান। গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, শহরে বন্দরে সবখানে তার ভালো কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ একাগ্রচিত্তে সে সব ভালো কথাগুলো পড়তে থাকে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে **"পাঠ করো তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"** (সূরা আলাক, আয়াত ঃ ০১) আল্লাহ তা'আলাও পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ম্যাসেজ অনুযায়ী আলেম লেখকদের গ্রন্থগুলো পড়লে বাস্তবতার উচ্চ শিখরে পৌছা সম্ভব হবে। আল্লাহকে চেনা যাবে। রাসূল স. কে জানা যাবে। আল্লাহর কুদরতের ঝলক হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হবে। সে রকম একজন তুখোড় আধুনিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ.। তাঁর লেখা পড়ে পড়ে আলেম হয়েছেন এবং হচ্ছেন লাখ লাখ মানুষ। ক্ষুদ্র পরিসরে এবার তার সংগ্রামী জীবনের কিয়দংশ হলেও তুলে ধরতে চাই।

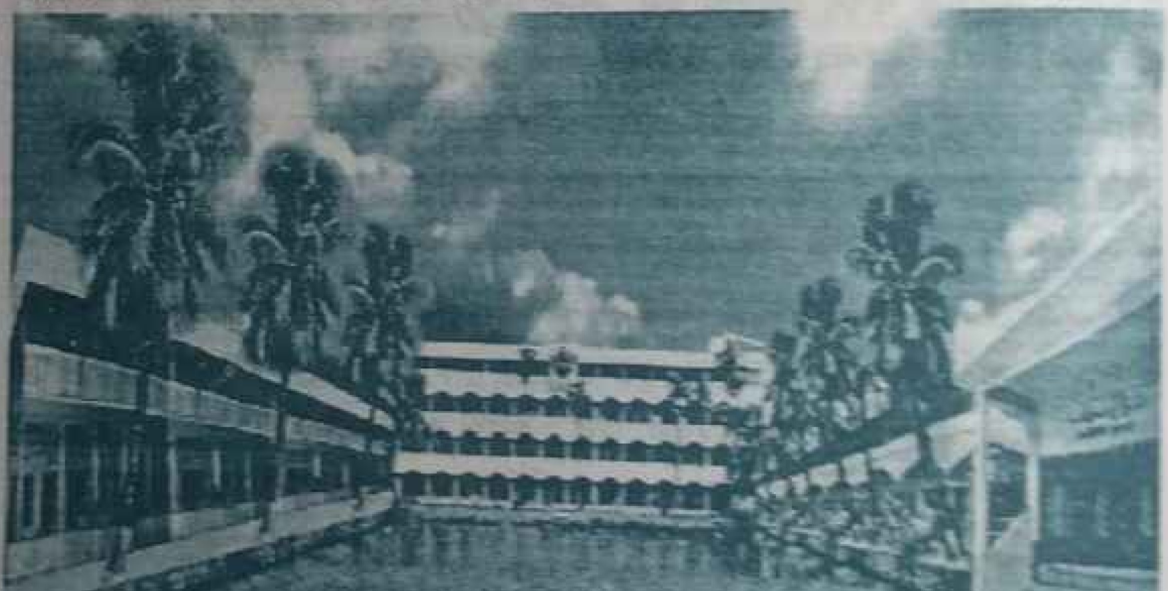
ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মেহমান খানা

জন্ম ঃ প্রায় ১৩৩৭ হিজরীতে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বরলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. সবার মতোই নিজ গ্রাম চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বরলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোরআন পাকের পড়াশোনাও শুরু করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অবস্থাতেই তার মধ্যে ইলমে নববী পাড়ার প্রেম জাগরিত হয়। আল্লাহর নবীর সেই প্রেম বাগানে ছুটে যাবার প্রহর গুনছিলেন শিশুকালেই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে আর দেরী নয় যেনো ত্যাজী অশ্বারোহীর মতো ছুটে গেলেন জামেয়া ইসলামিয়া জিরিতে, ক'দিনের মধ্যেই উস্তাযদের মুখে মুখে আলোচনায় ওঠে আসেন।

উচ্চশিক্ষা ও বিদেশ গমন ঃ আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. বিখ্যাত জিরি মাদরাসাতে নবীজির পবিত্র হাদীসের দরস গ্রহণ করেন। বিখ্যাত মনীষী, জিরি মাদরাসার শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল ওয়াদুদ রহ. এর নিকট হাদীসের দীক্ষা নিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাননি। বরং তার আরো প্রেম বেড়েছে



ইলমে হাদীসের জন্য। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ তার হৃদয়ে জ্বালা তুলে দেয়। বিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর দরসে বসার তীব্র শখ জেগে বসে তার অন্তরে। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি ছুটে গেলেন ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে। দু'বছর হাদীস, ফিকাহ ও দর্শনের মতো গুরুত্বপূর্ন বিষয়াবলীর

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া জিরি

উপর পড়াশোনা করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে যাঁদের কাছে পড়েছেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন ঃ শায়খুল আরব ওয়াল আজম, প্রখ্যাত

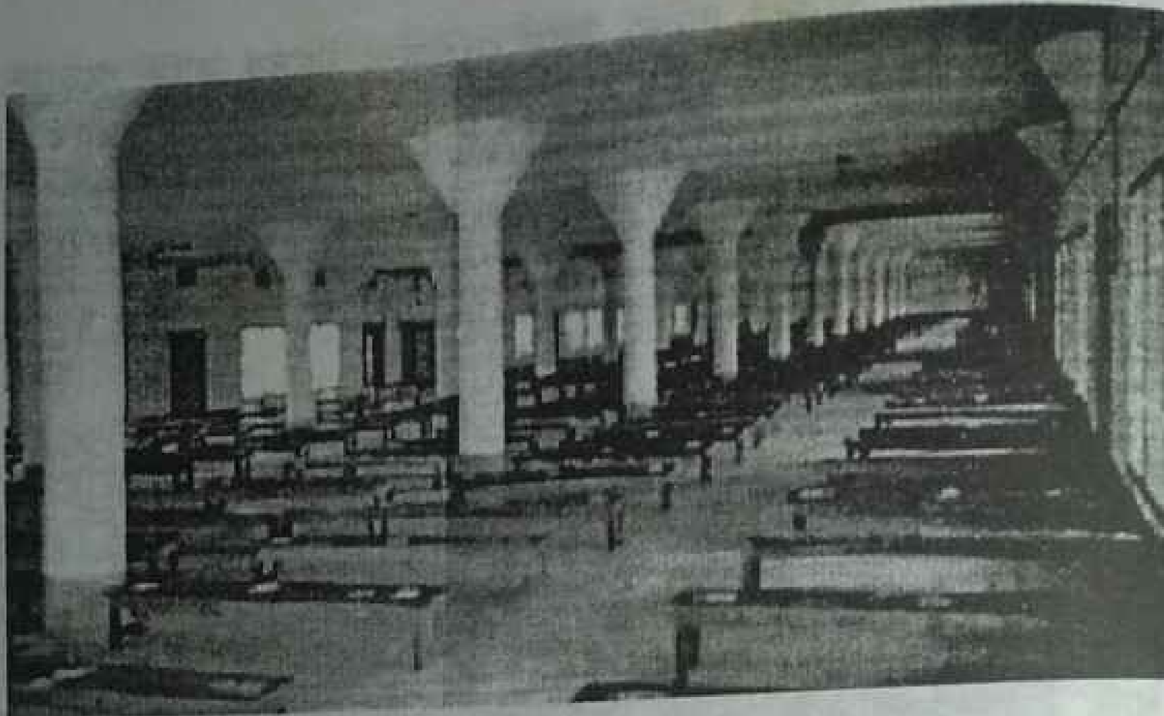


মনীষী আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ., আল্লামা ইজাজ আলী রহ., আল্লামা শামসুল হক আফগানী রহ. প্রমুখ।

অধ্যাপনা ঃ সব মানুষেরই এক সময় ছাত্র জীবন শেষ হয়ে যায়। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, আর প্রৌঢ়ত্ব মিলিয়েই মানুষের জীবন। আমরা আমাদের মান্যবর উস্তাযদের মুখে শুনেছি ছাত্র জীবন হলো সুখের জীবন। বলা চলে আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. সুখের জীবন পার হয়ে কর্মজীবনে পদার্পণে করলেন। প্রথমেই চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার মাহমুদুল উলূম মাদরাসার উচ্চ পদস্থ গুরুজনের দায়িত্ব পালনে রত হন। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায়। ওখানে তিনি সদরুল মুদাররিসীনের পদে আসীন। সে সময় তিনি চুনতি হাকিমিয়া আলিম মাদ্রাসার পাশে গৃহ নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাসের চিন্তা-ভাবনা করেন। তার জীবনের মূল্যবান অনেকদিন তিনি চুনতিতে কাটিয়েছেন।

পটিয়া আগমন ঃ আল্লাহ তা'আলার অতি পছন্দের মানুষ যারা তাদেরকে মৃত্যুর আগে হলেও মূলের দিকে ফিরিয়ে আনেন। ইলমে নববী চর্চার মূল ধারা হলো কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। কওমী মাদ্রাসার মধ্যে এশিয়ার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া। ১৩৭৬ হিজরীতে আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. ইলমে দীনের রুহ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামেয়া ইসলামিয়া

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।



পটিয়ায় ফিকাহ ও তাফসীর শাস্ত্রগুলো অত্যন্ত সহজলভ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করতেন। কিছু কিছু সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাকরির বিস্ময়কর মনে হতো। ছাত্ররা তার অগাধ বিদ্যা থেকে মৌমাছির মতো মধু আহরণ করতেন। পটিয়ায় আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. সবচেয়ে আকর্ষণীয় দায়িত্ব পালন করেন জামেয়ার সম্মানীত মুফতী হিসেবে। ১৩৭৬ হিজরীতে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় প্রবেশ করে মুফতীর পদ অলংকৃত করেন। ১৩৯৯ হিজরী পর্যন্ত মোট ২৩ বছর মুফতীর পদে বহাল থেকে সারা দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ছয় হাজারের বেশি ফাতওয়া প্রদান করেন। ফলে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া ফাতওয়া বিভাগের সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু সারা দেশ নয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশেও জামেয়ার ফাতওয়ার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। জামেয়ার গুরুদায়িত্ব ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল মাদারিস তথা বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দীর্ঘ দিন মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে খ্যাতির জগতে আরেক ধাপ এগিয়ে যান।

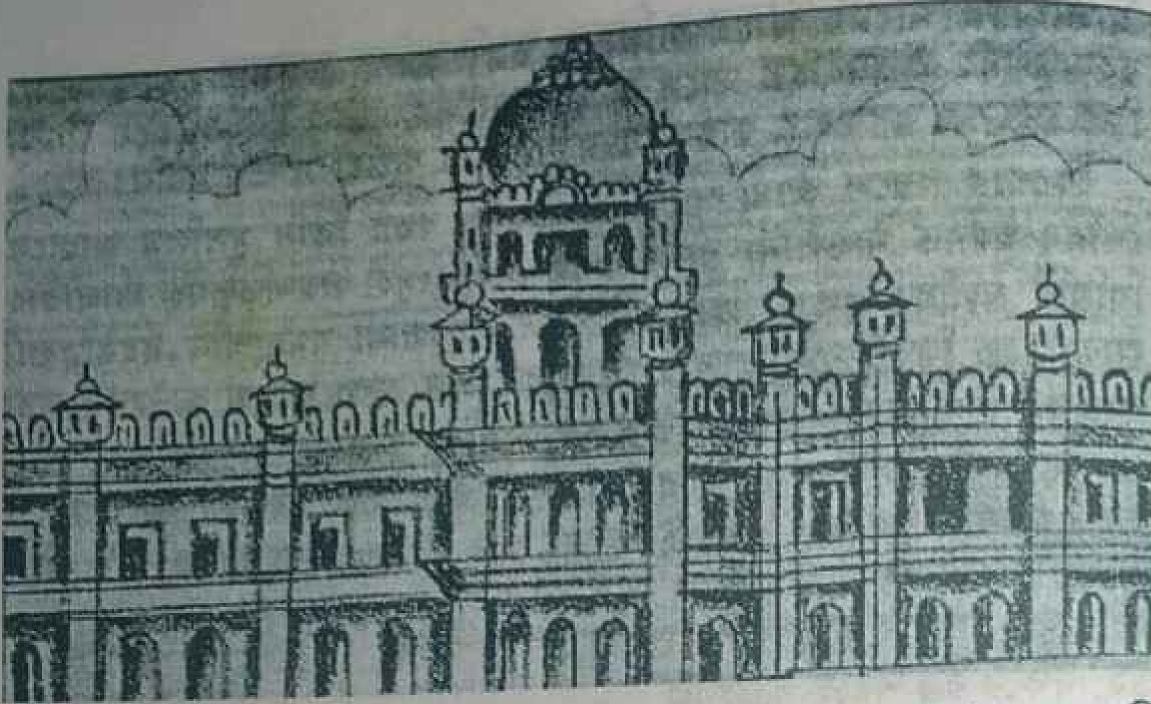
রচনাবলী ঃ আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. বলতে গেলে দু'হাত খোলে লিখেছেন। ইলমী জগতের কঠিন কঠিন প্রায় কিতাবের তিনি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন আশাতীত। আলেম উলামাসহ দেশের ছাত্র সমাজ তার লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো এখনো অনেক মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকে। নিম্নে তার লিখিত কিছু গ্রন্থের তালিকা তুলে ধরা হলো।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় মিলনায়তন এবং পরীক্ষা হল।

১. আত-তাকরীরুল মোনাজ্জম লিহল্লে মুশকিলাতিল মুসাল্লাম
২. আত-তাওযীহুয জরুরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী
৩. মুনইয়াতুর রাজি শরহে সিরাজী
৪. খুলাসাতুল হাওয়াশী শরহে উসূলুশ শাসী
৫. আন ওয়ারুদ্দেরায়া শরহে হিদায়া আখেরাইন
৬. আল বায়ানাত শরহুল মাকামাত
৭. আত-তাকরীর লিহল্লে শরহে তাহযীব
৮. আল হাল্লু জলীলি মাফী দীওয়ানে সাইয়িদিনা আলী রা.
৯. আত-তাশরীহাত লিল মেরকাত
১০. ইযালাতুল হুযন লিহল্লে নফহাতিল ইয়ামান।
১১. আল-বায়ানুর রায়েক লিহল্লে মীযানুল মানতিক
১২. দফয়ে রঞ্জ শরহে পাঞ্জেগঞ্জ
১৩. মুরাদুর রাগেবীন শরহে মুফিদুত্তালেবীন
১৪. আত-তাওযীহাতুল ওয়াযীহাহ শরহে ইলমিস সীগাহ
১৫. শরহে মুসতাদরিক
১৬. শরহে মিয়াতে আমেলে মানজুম
১৭. আস সাবীলূল আয়সার

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও আরো অনেক লেখালেখির কাজ তিনি করেছেন।

বিদায় বেলা ঃ নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে আর কেউই থাকেন না। চলে যান পরপারে। জীবনের শেষ সময়ে এসে আল্লামা মুফতী ইবরাহীম রহ. রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৪০০ হিজরীর ১২ রবিউস সানী জুমুআর দিন মাগরিবের পর ৬৩ বছর বয়সে মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যান পরপারে। লোহাগাড়া উপজেলার চুনতিতে তার বাসভবনের পাশে দাফন করা হয়।



প্রাঞ্জল জ্ঞানের সমাধি

আল্লামা আমীর হুসাইন মীর সাহেব রহ.

যারা শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসেন, এ ভালোবাসায় অন্য কাউকে স্থান দিতে চান না তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল্লামা আমীর হুসাইন মীর সাহেব হুযূর রহ.। বিদ্যার সমুদ্র বলা চলে তাঁকে। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে চলতেন। কিতাব অধ্যয়নে তাঁর একাগ্রতার কথা সবাই জানে। অধ্যয়নকালে পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকতো না। আল্লামা মীর খলিলুর রহমান মাদানী দা.বা. বলেছেন, "একদিন শুক্রবার মীর সাহেব কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন আছেন। ওদিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়ে মাদরাসার মাঠে প্রায় হাটু পানি। সঙ্গে সঙ্গে আবার রৌদ্রও ওঠে গেলো। ফলে তিনি কিতাব অধ্যয়ন শেষে বেরিয়ে দেখেন মাঠে পানি। বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন পুকুর সেচ দেওয়া হয়েছে নাকি? শুধু তাই নয় একবার আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর সঙ্গে হজে গেলেন। অকস্মাৎ হারিয়ে গেলেন আল্লামা মীর সাহেব হুযূর। অস্থির হয়ে গেলেন মুফতী আযিযুল হক রহ.। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কে কাকে খুঁজে বের করতে পারে, হারিয়ে গেলেই সর্বনাশ। বিশ্ব ইজতেমার মতো **"আমি হারিয়ে গেছি"** সাইন বোর্ড লাগিয়ে হাটলেও চলবে না। অবশেষে হযরত মুফতী আযিযুল হক রহ. তাঁকে বের করার একটি পদ্ধতি খুঁজে পেলেন। মীর সাহেব হুযূর যেহেতু গ্রন্থের পোকা, কিতাবের আশেক তাই আশপাশে কোথাও গ্রন্থাগার আছে কি না খুঁজে দেখা হউক। মুফতী সাহেব হুযূরের বুদ্ধি মতো তাই করা হলো। অবশেষে অজানা পথে একটি

ছবি : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

গ্রন্থাগারে গভীর মনযোগের সঙ্গে কিতাব অধ্যয়নে ব্যস্ত পাওয়া গেলো হযরত মীর সাহেব হুযুরকে। তাঁকে নিশ্চিন্তে কিতাব মুতালায় মগ্ন দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলো। কালের প্রাজ্ঞল ব্যক্তিত্ব আল্লামা আমীর হুসাইন মীর রহ. মুফতী আমিমুল হক রহ. এর খেলাফতও পেয়েছেন।

হযরত মীর সাহেব হুযুর রহ. পটিয়াকে খুবই ভালোবাসতেন। ১৯৭২ ইসায়ীতে রাষ্ট্রীয় গোলযোগের কারণে পটিয়া মাদরাসা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো। তখন তিনি বাড়ীতে বসে ছিলেন। ইলমের বিশাল ভান্ড নিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে দেখে তার বন্ধু জিরি মাদরাসার প্রিন্সিপাল আল্লামা মুফতী নুরুল হক রহ. আহবান জানান জিরিতে অধ্যাপনা করানোর জন্য।



তিনি প্রথমে রাজী হননি। অতঃপর বললেন আমি আসতে পারি তবে পটিয়া মাদরাসা খুললেই চলে যাব। আল্লামা মীর সাহেব হুযুর যেনো চুক্তি সাপেক্ষেই জিরিতে অধ্যাপনা শুরু করলেন। মুফতী নুরুল হক সাহেব রহ. মীর সাহেব হুযুরের চুক্তি মেনে নিলেন। মাস ছয় মাস তিনি জিরিতে পড়ালেন। সত্যিই পটিয়া খোলার পর দ্রুত পটিয়াতে ফিরে আসেন তিনি।

আল্লামা আমীর হুসাইন মীর সাহেব হুযুর দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তৎকালীন আধ্যাত্মিক সিপাহসালার আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর দরবারে গেলেন। হযরত থানভী সাহেব রহ. তাকে বললেন, "কেনো এসেছো"? হযরত মীর সাহেব হুযুর জবাব দিলেন "পড়াশোনার জন্য এসেছি"। হযরত থানভী সাহেব রহ. বললেন, "যাও তাহলে পড়াশোনা করো গিয়ে"। হযরত মীর সাহেব হুযুর তখন সবকিছু বাদ দিয়ে মসজিদের এক কোণে বসে পড়াশোনা শুরু করে দিলেন। ক'দিন পর হযরত থানভী

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জামে মসজিদ

রহ. আল্লাহর এই পাগলের খোঁজ পেয়ে চমকে গেলেন। ডেকে নিলেন খুব কাছে। খুঁজে পেলেন থানভী রহ. এর একান্ত ভালোবাসা। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার পরিচালনায় ব্যস্ত। তার চিন্তা-চেতনার সারমর্ম ছিলো পটিয়ার সার্বিক উন্নতি। তাই তিনি ভাবলেন পাকিস্তানের কোনো বড়ো আলেম যদি পটিয়ায় অধ্যাপনা করতে ছুটে আসেন তাহলে পটিয়ার ইলমি অঙ্গনের মান বাড়বে। তাই শাইখুত তাফসীর শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস কান্দলভী রহ. কে মুহাদ্দিস হিসেবে পাওয়ার আশায় হযরত হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। যত খরচাদী লাগুক হযরত কান্দলভীকে চাই। তখন পড়াশোনার জন্য হযরত হারুন ইসলামাবাদী রহ. পাকিস্তানে ছিলেন। তিনি উত্তর পাঠালেন ভারত, পাকিস্তানের বড়ো বড়ো শিক্ষালয় ঘুরে দেখেছি হযরত আল্লামা আমীর হুসাইন মীর সাহেব রহ. হুযুর এর মত আলেমেদীন প্রজ্ঞাবান ইলমী ব্যক্তিত্ব চোখে পড়েনি। সুতরাং মীর সাহেবকে পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া সময়ের খুব জোড়ালো দাবী। হযরত হাজী সাহেব হুযুর তা-ই করলেন। হযরত মীর সাহেব হুযুরকে নিয়ে আসলেন পটিয়ার ইলমি অঙ্গনে। পটিয়ায় অধ্যাপনার মিছিলে শরীক হয়ে আল্লামা মীর আমীর হুসাইন রহ. নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন।

জন্ম ঃ আল্লামা আমীর হুসাইন মীর রহ. চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার রুদরা গ্রামে ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ ঈসায়ীতে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আব্দুর রব রহ. তাকে আদর ও অতি যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ মজার ব্যাপার হলো আল্লামা আমীর হুসাইন মীর রহ. তার প্রাথমিক লেখাপড়া তার সম্মানিত পিতা মাওলানা আব্দুর রব রহ. এর হাতেই সম্পন্ন করেন। ঘরের অভ্যন্তরেই ছিলো তার প্রথম শিক্ষাগার।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ঃ প্রাথমিক পড়াশোনা ঘরের মধ্যে সেরে ভর্তি হন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ইসলামিয়া জিরিতে। সেখানে বিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ রহ. ও বিখ্যাত মুফতী আল্লামা আযিযুল হক রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জিরি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে বিদেশ পাড়ি জমানোর চিন্তাভাবনা করেন।

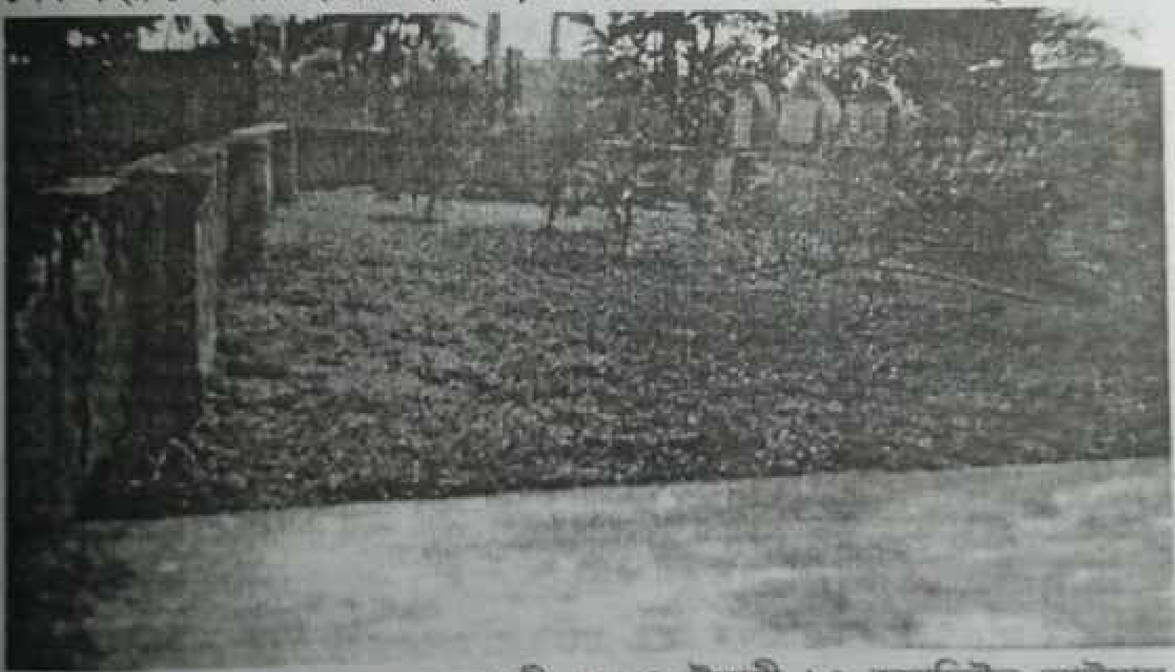
উচ্চ শিক্ষা ঃ ১৩৫৪ হিজরীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। দেওবন্দে তিনি হাদীস, ফিকাহ্ ও তাফসীরের উপর পড়াশোনা করেন। ওখানে বিখ্যাত

মনীষী আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ., আল্লামা শামসুল হক আফগানী রহ., আল্লামা এজাজ আলী রহ. প্রমুখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হন।

আধ্যাত্মিকতা ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষ করে ছুটে যান আধ্যাত্মিক চর্চার জন্য খ্যাতিমান আধ্যাত্মিক সিপাহসালার আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর দরবারে। সেখানে তিনি আধ্যাত্মিকতা অর্জনের পেছনে একটি বছর সময় অতিবাহিত করেন।

অধ্যাপনা ঃ ১৩৫৯ হিজরীতে অগাধ জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে ফিরে আসেন সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে। ফিরে এসেই তিনি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার শরফভাটা মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৩৬১ হিজরীতে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৩৬৫ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীস খোলা হলে তিনি তিরমিযি ও বোখারী শরীফ ২য় খন্ডের দরস প্রদান করেন। ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৯৭১ ঈসায়ীতে ছয় মাস জিরিতে অধ্যাপনা করেন। আবার ছুটে আসেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। মোট ৪৫ বছর তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শেষ প্রহর ঃ হাজার হাজার ছাত্র গড়ার পর একসময় চলে আসে প্রভূর দরবারে



হাজির হবার পালা। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ঈসায়ী ১৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ৭ ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা রোজ সোমবার সকাল ৯ টায় পৃথিবী ত্যাগ করে আল্লামা আমীর হুসাইন মীর রহ. ফিরে যান আল্লাহর সান্নিধ্যে। দাফন করা হয় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীযীতে।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয



শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক খতীবে আজম

আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ.

সবাই ভালোবাসা কুড়াতে পারেন না। পারেন না সব মানুষের অন্তরে বসে যেতে। ভালোবাসার সুখ পাখিরা ডানা মেলে উঁকি দেয় মাঝে মধ্যে। বছরের পর বছর চলে যায়। তবু একজন সুমানুষের দেখা মিলে না। দেখা মেলে না একজন আদর্শ নকীবের। খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর মৃত্যুর পর 'নাজাত' পত্রিকার সম্পাদক এরকমই লিখেছিলেন। "মৃত্যু জীবনের চাইতেও স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যা স্বাভাবিক বলে ভাবতে কষ্ট হয়"। অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে বেদনা বোধ হয়। বয়সের প্রেক্ষিতে বিচার করলে খতীবে আজমের মৃত্যু অনেকটা পরিণত বলা চলে, তারপরও কিন্তু থেকে যায়, থেকে যায় অনেক প্রশ্ন। হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেবের মতো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন জন্ম গ্রহণ করেন না, প্রতি মাসেও নয়, প্রতি বছরেও নয়। হয়তো শত বছরের প্রান্তিক সীমায় জন্ম নেন একজন খতীব আজম। পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে অগণিত বার প্রদক্ষিণ করতে হয় একজন মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সৃষ্টি করতে নাজাতের মাননীয় সম্পাদক যথাযথ লিখেছেন। বাস্তব লিখেছেন। তবে এটুকুও সত্য, এরকম সিদ্দিক আহমদ সৃষ্টি হবার কারণেই আলেম সমাজের মধ্য থেকে এখন বেরিয়ে আসছে লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, তাঁর বলে দেয়া পথ পেরিয়ে আজ আমরা ক'জন সুশীল আলেমে

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবন

দ্বীন খুঁজে পাচ্ছি। তা নিতান্তই বিস্ময়কর প্রতিভা **“খতীবে আজম”** সৃষ্টির সুফল। যার প্রেমময় ছোঁয়ায় আমাদের বাগানে আজ ফুল ফোটছে সেই প্রখ্যাত মানুষটির সুন্দর জীবন নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করতে চাই।

জন্ম ঃ খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ ঈসায়ীতে বাংলার পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বরইতলি গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম লাভ করেন। তার পিতার নাম শায়েখ অলিউল্লাহ রহ.।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রথমেই তিনি দীনি শিক্ষার ছোঁয়া পান। ছুটে যান মক্তবে। সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হন। এ মুগ্ধতার রেশ কাটেনি সারাজীবন, মক্তবের পাশাপাশি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রাথমিক চূড়ান্ত দীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য শাহার বিল আনওয়ারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। তবে তাঁর স্কুলের পড়াশুনা চলতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে।

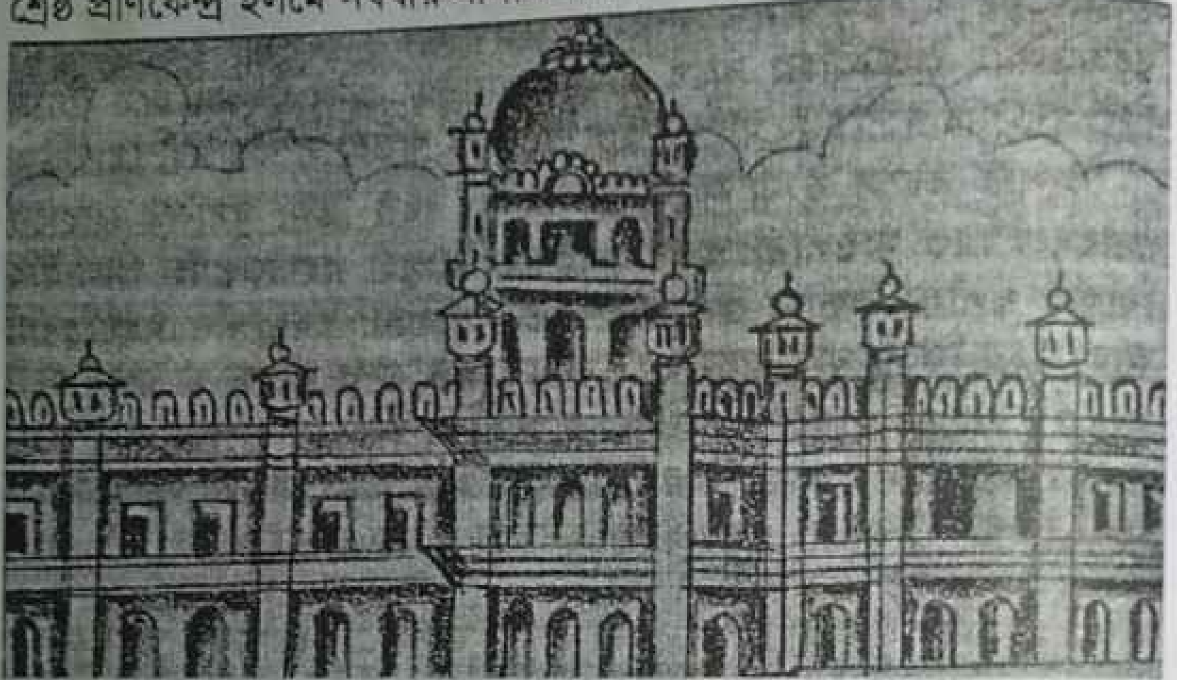
মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. স্থানীয় হাই স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। আধুনিক শিক্ষার কারিকুলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও সেই মক্তবের সুললিত কণ্ঠের মনমুগ্ধকর সুরের মূর্ছনা তাকে টেনে নিয়ে যায় ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী ইলমী বাগিচা দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। সেখানে অত্যন্ত সুচারুরূপে তিনি মাধ্যমিক স্তরের পড়াশুনা করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঃ ইলমী বাগে আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর



ছবি ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা হাটহাজারী

নিরন্তর প্রচেষ্টায় হাটহাজারী মাদরাসাতে তিনি মিশকাত জামাআত পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন। তখন তার পড়ালেখার ব্যপ্তি আরো বেড়ে যায়। আর বাংলাদেশে থাকতে ইচ্ছে করে না। তার অন্তর দারুল উলূম দেওবন্দের মমতায় ক্রমশ ভেঙ্গে চলছিলো। টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছিলো চুম্বকের মতো। তাই দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র ইলমে নববীর বাগান দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন।

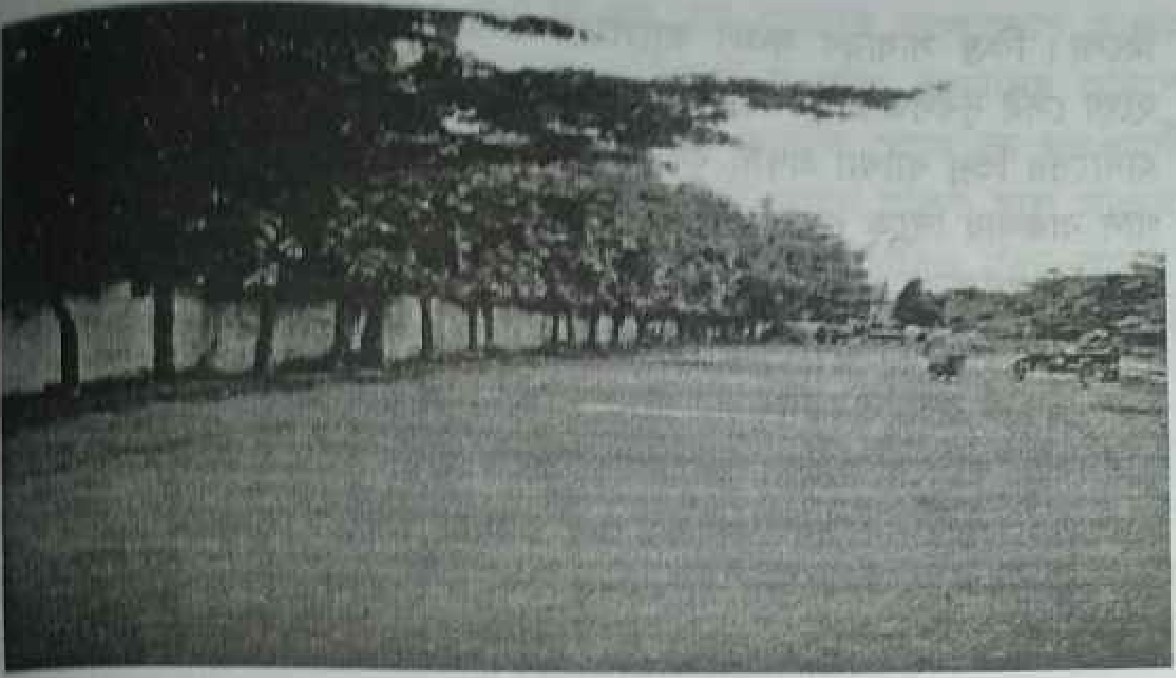


দেওবন্দে তিনি হাদীস, তাফসীর, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের দ্বার উন্মোচন করেন। অবশেষে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ১৩৪৯ হিজরীতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি যাদের কাছে পড়েছেন। মাওলানা ইজাজ আলী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বলিয়াভী রহ., মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., আল্লামা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব রহ., মাওলানা আব্দুল লতিফ রহ., মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. প্রমুখ।

অধ্যাপনা ঃ খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. ১৩৪৯ হিজরীতে দেশে ফিরেই দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ক'দিনেই তিনি হাটহাজারীতে বেশ সুনাম অর্জন করেন।

পটিয়ায় আগমন ঃ জামেয়া ইসলামিয়ার একটি বিশেষ গুণ হলো ভালো উস্তাদের খুঁজে নিয়ে আসা। যাতে জামেয়ায় দরস প্রদানে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। সময়ের সাহসী বিতার্কিক খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. কে পটিয়ায় নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে। মজলিসে শূরার অনুরোধে

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।



অবশেষে ১৯৬৬ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৮৫ হিজরীতে খতীবে আজম রহ. জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় আগমন করেন। চমৎকার উপস্থাপনায় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার আঙ্গিনা ভরে ওঠে রসে রসে। একাধারে ২৭ বছর তিনি অধ্যাপনা করেন। পটিয়ার মাটি ও মানুষ তাকে বুকে টেনে নেয়, কাছে টেনে নেয়। ১৪০২ হিজরীতে খতীবে আজম রহ. জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. ছিলেন আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর আধ্যাত্মিক গুরু। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। খতীবে আজম রহ. আধ্যাত্মিক বুৎপত্তি অর্জনে একনিষ্ঠ হয়ে মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. এর কাছ থেকে খেলাফত পেয়ে ধন্য হন।

শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক ঃ ৪০ এর দশকের দিকে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বাংলা চর্চার প্রবণতা ছিলো খুবই কম। এদেশের সাধারণ মানুষ বাংলা ভাষাভাষি হবার কারণে তারা বাংলা ভাষায় ওয়াজ নসিহত শোনার চরম আগ্রহ পোষণ করে। তৎকালে উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষে এটি সম্ভব ছিলো না। তারা ভালো উর্দূ, আরবী ও ফার্সী জানতেন। শিক্ষার্জন শেষে দেশে ফিরে আসলেও জনগণের হৃদয় ভেদ করা বক্তব্য উপস্থাপন জটিল হয়ে পড়ে। খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. সে সময়ের দুরন্ত বাংলা পান্ডিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিত্ব। আরবী, উর্দূ ও ফার্সীর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে চমৎকারভাবে করায়ত্ব করেছিলেন। এমনকি ইংরেজী ভাষাও তার নখদর্পণে

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সামনের রাস্তা

ছিলো। কিন্তু সাধারণ সকল আলেমরা সেরকম ছিলো না। দুঃখের বিষয় হলো সেই দুর্বলতার সুযোগে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নামধারী আলেমরা কুরআন হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে সমাজের সর্বত্র মাজার পূজা, পীর পূজা, গান বাজনার দিকে ঠেলে দেয়। যা আজও আমাদের হাঁপিয়ে তুলে। সেই চরম দিনগুলোতে খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. বলতে গেলে একাই লড়ে যান। কুসংস্কারপন্থী মৌলভী শেরে বাংলা আযিযুল হক তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করে একাধিকবার অপদস্থ হয়। আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. তারপরই **"খতীবে আজম"** উপাধিতে ভূষিত হন। খতীবে আজম রহ. এর বিদআত, শিরক বিরোধী কার্যক্রম শুধু চট্টগ্রাম ভিত্তিক পরিচালিত হয়নি। বরং সারাদেশ-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তার মিশন। উচ্ছেদ হয় কুসংস্কার। তার চিন্তাচেতনার ফসল হিসেবেই আজকে বাংলা সাহিত্যে উলামায়ে কেরামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

রাজনীতি ঃ আল্লামা খতীবে আজম রহ. অধ্যাপনা করেছেন, পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানেও একজন অকুতোভয় সিপাহসালার ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে তিনি গণআন্দোলন গড়ে তুলেন। ১৯৫৪ ঈসায়ীতে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল নেজামে ইসলাম পার্টির হয়ে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পেয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এসেম্বলির সদস্যপদ লাভ করেন। এতেই ক্ষান্ত হয়ে যাননি। আইয়ুব খাঁন এর শাসনামলে আল্লামা খতীবে আজম রহ. অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ডক্টর ফজলুর রহমান কর্তৃক তৈরী অনৈসলামিক পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সব ধরনের আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান আমলে আল্লামা আতহার আলী রহ. এর নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি সমগ্র দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করে। তখন তাদের বিশেষ সহযোগী হিসেবে সিদ্দিক আহমদ রহ. কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বেশ কিছুদিন তিনি কারাবরণ করেন। নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭৫ ঈসায়ীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুবাদে ইসলামী আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, খেলাফতে রাব্বানী ঐক্যের সুতায় আবদ্ধ হয়ে আল্লামা খতীবে আজম রহ. কে নেতা করে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ

(আই.ডি.এল) গঠিত হয়। আই.ডি.এল এর সুবাদেই বাংলাদেশে আবার ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে আই.ডি.এল এর ব্যানারে নির্বাচন করলে এ সংগঠন থেকে ছয় জন প্রার্থী সাংসদ হন। পরবর্তীতে নেজামে ইসলাম পার্টি আরো সক্রিয় হলে আল্লামা খতীবে আজম রহ. পার্টির প্রধান ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামের কোনো কাজে তাকে পিছপা দেখা যায়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সরব উপস্থিতি ছিলো।

রচনাবলী ঃ খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. জ্ঞানের আকাশে একজন উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। এতো ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও লেখালেখিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। সংস্কারধর্মী চমৎকার গ্রন্থগুলো নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মাদ্‌রাসাশিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা।
২. আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৩. খতমে নবুওয়্যত
৪. শানে নবুওয়্যত, ৮ খন্ড
৫. মেরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
৬. মাওয়ায়েজে খতীবে আজম
৭. শিক্ষা কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তর
৮. সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

শেষ পরশে ঃ সময়ের ব্যবধানে আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. ১৯৮৭ ঈসায়ীর ১৮ মে মোতাবেক ২১ রমজান ১৪০৭ হিজরীতে ৮৫ বছর বয়সে মায়াময় পৃথিবীর অন্দর থেকে হাজার হাজার ছাত্র ভক্তবৃন্দদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

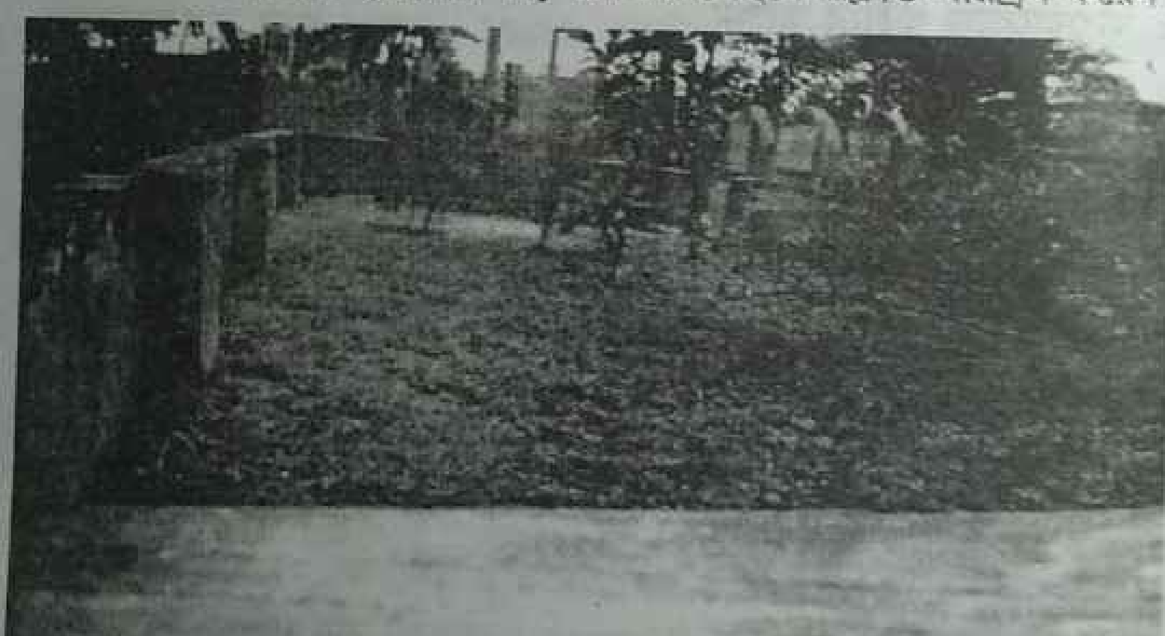
মাওলানা নযীরুল ইসলাম রহ.

জন্ম ঃ মাওলানা নযীরুল ইসলাম রহ. ১৯৩৩ ঈসায়ীতে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ইশ্বরখাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জনাব বদিউর রহমান চৌধুরী।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ মাওলানা নযীরুল ইসলাম রহ. তার নিজ গ্রাম ইশ্বরখাইনের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ গাঁয়ের মক্তবে পড়া শেষ করেই তিনি ছুটে আসেন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই তিনি ১৯৫৩ ঈসায়ীতে এখান থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

অধ্যাপনা ঃ ১৯৫৩ ঈসায়ীতে দাওরায়ে হাদীস সমাপন করে শুরু করেন অধ্যাপনা। যথাক্রমে বশরতনগর রশিদিয়া মাদরাসা, জামালপুর, মিরসরাই, খুলনা, সুলতানপুর দারুস সুন্নাহ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৩৯২ হিজরীতে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮ বছরের অধ্যাপনার পাশাপাশি ছাত্রদের গড়ে তোলার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।



বিদায়ের পথে ঃ মাওলানা নযীরুল ইসলাম ১৯৯০ ঈসায়ীতে ১৫ জানুয়ারী ১৪১০ হিজরীর ১৭ জমাদিউস সানী মাসে ৫৭ বছর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করেন।

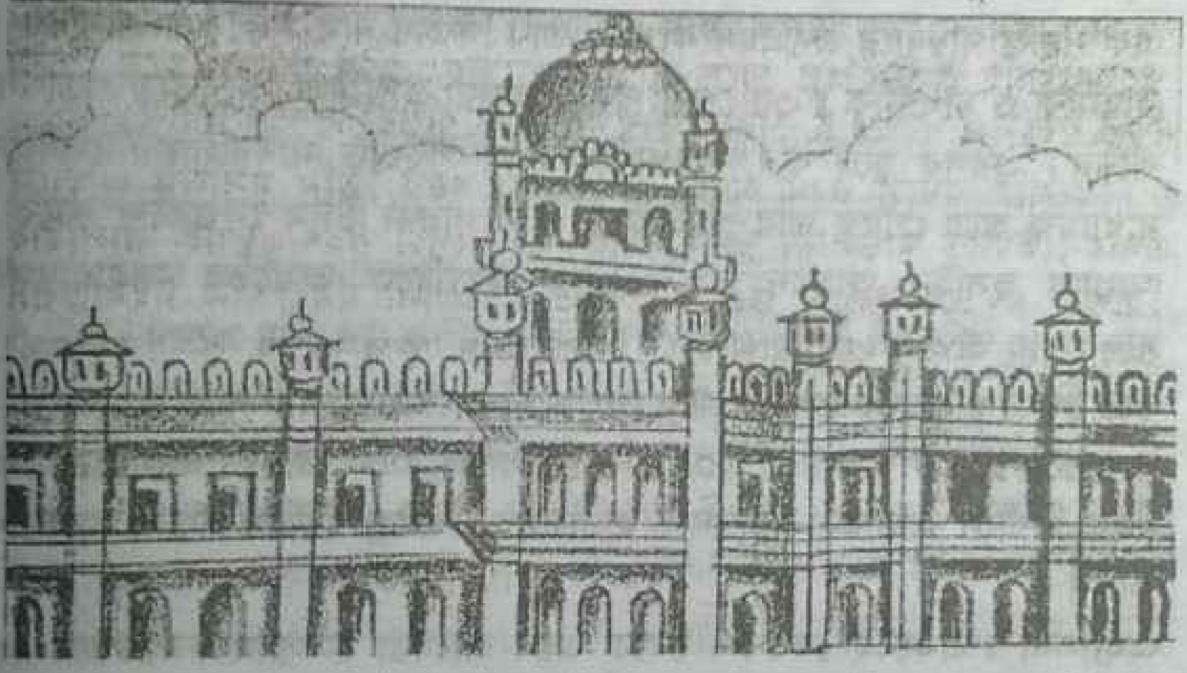
ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয

মাওলানা আমজাদ রহ.

জন্ম ঃ মাওলানা আমজাদ রহ. চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার জিরিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ যেহেতু জিরি মাদরাসা তার বাড়ির পাশেই ছিলো তাই জিরিতে তিনি তার প্রাথমিক পড়াশুনা শুরু করেন। প্রাইমারী পড়াশুনা শেষ করে তিনি মাধ্যমিক পড়াশুনাও জিরিতে করেন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ মাওলানা আমজাদ রহ. উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ছুটে যান সেই



ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে। হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অধ্যাপনা ঃ ভারত থেকে ফিরে এসে তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত হন। তাছাড়া তিনি দীর্ঘদিন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

শেষবেলা ঃ মাওলানা আমজাদ রহ. ১৯৯২ ঈসায়ীর ১০ ফেব্রুয়ারী ইহজগত ত্যাগ করেন।

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

নিরলস কণ্ঠ

আল্লামা হুসাইন আহমদ রহ.

জন্ম ঃ মাওলানা হুসাইন আহমদ রহ. ১৯১৯ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৪০ হিজরীতে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেওচিয়া গ্রামে সিপাহী বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মালিকুজ জামান।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ঃ ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত কেওচিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। এরপর ছুটে যান বাঁশখালী থানার পুঁইছড়ি মাদ্‌রাসায়। সেখানে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে তার শখ জেগে ওঠে দারুল উলূম দেওবন্দে যেতে। আল্লামা হুসাইন আহমদ রহ. ১৯৪১ ঈসায়ীতে ভারতের সাহারানপুর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সাহারানপুরে তিনি মাধ্যমিক স্তর শেষ করেন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ ভারতে গেলেন আর দেওবন্দে যাবেন না এটি হতেই পারে না। অবশেষে ১৯৪৪ ঈসায়ীতে ছুটে যান দারুল উলূম দেওবন্দে। একাধারে চার বছর ওখানে পড়াশুনা করেন। হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন।

অধ্যাপনা ঃ প্রথমেই দেওবন্দ থেকে এসে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ২৩ বছর অধ্যাপনা করেছেন। তাছাড়াও তিনি ফাতওয়া বিভাগ, হস্তলিপি প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার পরিচালনা ও শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় পড়ালেখা বিঘ্নিত হলে কিছুকাল স্থানীয় একটি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর পোকখালি এমদাদিয়া মাদ্‌রাসার সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আধ্যাত্মিকতা চর্চা হিসেবে তিনি আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর নিকট বাইআত হয়ে খেলাফত লাভে ধন্য হন।

ইন্তেকাল ঃ ১৪১৬ হিজরীতে ২৩ রবিউল আউয়াল ১৯৯৫ ঈসায়ীর ২১ আগস্ট তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

রাজনীতিবিদ শায়খুল হাদীস

আল্লামা ইসহাক কানাইমাদারী রহ.

জন্ম ঃ আল্লামা ইসহাক কানাইমাদারী রহ. মনোরম চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার কানাইমাদারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা ইসহাক কানাইমাদারী রহ. গাঁয়ের প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রথমে আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, জিরি মাদরাসা ও হাটহাজারী মাদরাসায় পড়াশুনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলো শেষ করেন।

উচ্চ শিক্ষা ঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী রহ. উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ছুটে যান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে বিখ্যাত মনীষী আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর নিকট হাদীসের দরস গ্রহণ করেন।

অধ্যাপনা ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার আহবানে ছুটে আসেন এখানে। দীর্ঘদিন তিনি জামেয়াতে শায়খুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

রাজনীতি ঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী রহ. শুধু অধ্যাপনাই করেননি। জাতির নেতৃত্ব প্রদানেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। জমিয়তে উলামা, নেজামে ইসলাম পার্টি ও খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছেন।

পরপারে ঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী রহ. ১৪১৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৭ ঈসায়ীতে ইহকাল ত্যাগ করে অনন্তের পথে পা বাড়ান।



অপরাজিত কিংবদন্তি

আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ.

আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. এক বিপ্লবী কিংবদন্তির নাম। তার সুনাম সুখ্যাতি শুধু পটিয়া, চট্টগ্রামের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ নয় শুধু সবুজ শ্যামল সোনার বাংলা কেন্দ্রীক, দেশের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ মানুষেরা তাকে যে ভাবে চিনতো সে ভাবেই অন্য দেশের জ্ঞানীগুনীরাও তাকে চিনতো। তিনি যেনো বাংলার এক কোনে হেসে ওঠেছিলেন সমগ্র মানুষের ত্রাণ কর্তারূপে। বিনিদ্র চোখে ভ্রমণে ভ্রমণে ঘুরে ফিরেছেন পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে, কোথায় কে কষ্টে আছে, কোথায় দীন দরদি মুসলিম জনতারা নির্যাতিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত। যেনো সবগুলো অভাবী দুঃখী মানুষগুলোর ডাকে তাকেই সাড়া দিতে হবে। তাই তাঁর ভাবাপন্ন চেহারায় কি যেনো এক ছটফট ভাব বিরাজ করতো। কথায়, বলায়, চিন্তায় শুধু মানুষের মঙ্গলের ফিকির করতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বেড়ে ওঠেছিলেন। মননশীল মানুষ হয়ে। ভালোবাসার রৌদ্র মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। ক'দিনের ব্যবধানেই। গঠনশীল মনোভাব দিয়ে জয় করেছেন কোটি মানুষের হৃদয়। গড়ে তোলেছেন হাসনা হেনার সবুজ বাগান। মৌমাছিদের ভীড়ে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত , অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বার বার, তবুও থামেন নি। নিরলস পরিশ্রমে জাগিয়ে তুলেছেন মৌমাছিদের অসংখ্য ঝাঁক। সেই বিপ্লবী চেতনায় উদ্ভাসিত জীবনের কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস রাখবো ইনশাআল্লাহ।

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

জন্ম ঃ ১৯৩৯ ঈসায়ীর মাঝামাঝিতে চট্টগ্রাম জেলার বীর পটিয়ার আশিয়া গ্রামের মির্জা পাড়ার মাওলানা ইসমাঈল রহ. এর সুনির্মল কুটিরে হেসে ওঠেন সময়ের দুর্দান্ত সিপাহসালার আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ.। দৃষ্টিনন্দন ফুটফুটে চেহারা দেখে বাবা মাওলানা ইসমাঈল ও মা যারপরনাই খুশি হন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মাওলানা ইসমাঈল তার নাম রাখেন খলিফা হারুনের নামে **"হারুন"**। পরবর্তীতে ইসলামাবাদী উপাধিতে তিনি ভূষিত হন।

বাল্যকাল ঃ তখনো খুব ছোট আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ.। পাড়া গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের স্বল্প বয়সে লেখাপড়ার প্রতি টান বাড়ে না। বাড়ে না আগ্রহ। সাধারণত অনাগ্রহের ফাঁক ফোকরেই হয়ে যায় অনেক বয়স্ক। তবে জনাব হারুন ইসলামাবাদীর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার জন্ম একেবারে অজপাড়ায় হলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সুশিক্ষায় সমৃদ্ধ একটি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তার পিতামহ আল্লামা গোলাম মোস্তাফা রহ. ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার একজন প্রোজ্জ্বল প্রাণপুরুষ। তিনি ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে কোলকাতা আলিয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। আল্লামা গোলাম মোস্তফার সমৃদ্ধ ইলমী জ্ঞানের সমুদ্রে ভাসমান পুরো পরিবার। সেই সূত্রে পরিবারটি একটি অঘোষিত স্কুলের রূপ লাভ করে। তাই হাঁটতে শেখার আগেই তাঁর কণ্ঠে পৌঁছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াতে কারিমা। একটু একটু কথা বলতে শিখছেন, সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াতও তার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক পরিবারেই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অবলম্বনে কোরআন শেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেক প্রাজ্ঞ আলেমগণও ঘরে ডেকসেট বাজিয়ে বিজ্ঞ কারীদের পড়া শুনিয়ে কোরআন শেখার ব্যবস্থা করছেন। আল্লামা হারুন ইসলামাবদীর মাতা-পিতারাই যেনো নির্ভরযোগ্য এক পাঠশালা ও সুর সঙ্গীতের লহরী ডেকসেট ছিলেন। অতি ছোট্ট বেলাতেই বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত তিনি শিখেছিলেন, আয়ত্ব করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা সবাই গ্রহণ করে। বেশির ভাগ বড়ো মানুষদের প্রাথমিক শিক্ষা গাঁয়ের প্রাইমারী বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। ইদানিং কিছু কিছু কিন্ডার গার্টেনের ব্যবস্থা হওয়ায় মা-বাবা ছেলে-মেয়েদের ভালো লেখাপড়ার জন্য কিন্ডার গার্টেনে পাঠাচ্ছেন। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর বাল্যকালটি কেটেছে প্রচণ্ড যুদ্ধ বিগ্রহের ইংরেজ খেদাও

আন্দোলনে, যখন মুসলমানগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো নিভু নিভু করে সত্য লোকের ঝলমল আলো ছড়াচ্ছিলো। প্রথমেই মাদরাসাতে পাঠানো হয়নি। প্রথমে তিনি ভাটিখাইন সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করেন। অল্প ক'দিনেই তিনি তার তীক্ষ্ন মেধার আলোকে গুরুজনদের ভালোবাসা কুড়াতে সক্ষম হন। তার প্রতি উষ্ণ ভালোবাসার ফুল ছুড়ে দেয় আশিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষেরা। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক পড়ালেখার দৌড় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্তই। ১৩৬২ হিজরীতে বড়ো ভাই আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করে ছুটে যান ইলমে নববী পাড়া আশিয়া ইমদাদুল উলূম মাদরাসায়। মাধ্যমিক স্তরে না পৌছতেই আবারো বড়ো ভাইয়ের সঙ্গ ধরেন। কারণ তার বড়ো ভাই আল্লামা ইসহাক আল গাজী তৎকালের আরবী সাহিত্যের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হারুন ইসলামাবাদীর মতো ইলম পিপাসার্তের জন্য তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলো না। তাই ছুটে যান নাজিরহাট নাসিরুল উলূম বড়ো মাদরাসায়। তখনো আল্লামা গাজী সাহেব রহ. কে চতুর্দিক থেকে আহবান করা হচ্ছিলো। বিশেষ করে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া থেকেও অফার আসছিলো বারবার। কি করবেন তিনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অবশেষে চোখ ফেরালেন পটিয়ার দিকে। তখন হারুন ইসলামাবাদী কি করবেন? চেপে ধরলেন ভাইয়ের হাত, যেনো মে'রাজ ভ্রমণের মতো ছুটে এলেন নববী আদর্শের প্রাণকেন্দ্র জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। জামেয়া ইসলামিয়ার মনমুগ্ধকর বিশালত্ব তার অন্তরাত্মাকেই বিশাল করে দেয়। একাগ্রতার সঙ্গে মনোনিবেশ করেন পড়া-লেখায়। এখানেই শেষ করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা, এমন কি পৌছে যান দাওরায়ে হাদীসের সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীতে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া থেকে হাদীসের দরস গ্রহণ করেন।

স্নাতকোত্তর ঃ দাওরায়ে হাদীস পর্যন্তই তার পড়াশোনা থেমে যায়নি। ভর্তি হন পটিয়ার ফনূনাতে আলিয়া (স্নাতকোত্তর) তথা তর্ক শাস্ত্র বিভাগে। তখন কিন্তু তার মনে মিশর আল আজহার যাবার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করে ফেলেন। এরি মধ্যে তার অনেক উস্তাযগণ বিষয়টি জেনে যায়। সামনে আসে বাঁধার প্রাচীর। প্রিয় উস্তাযদের তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রচন্ড আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও মিশর যাওয়া

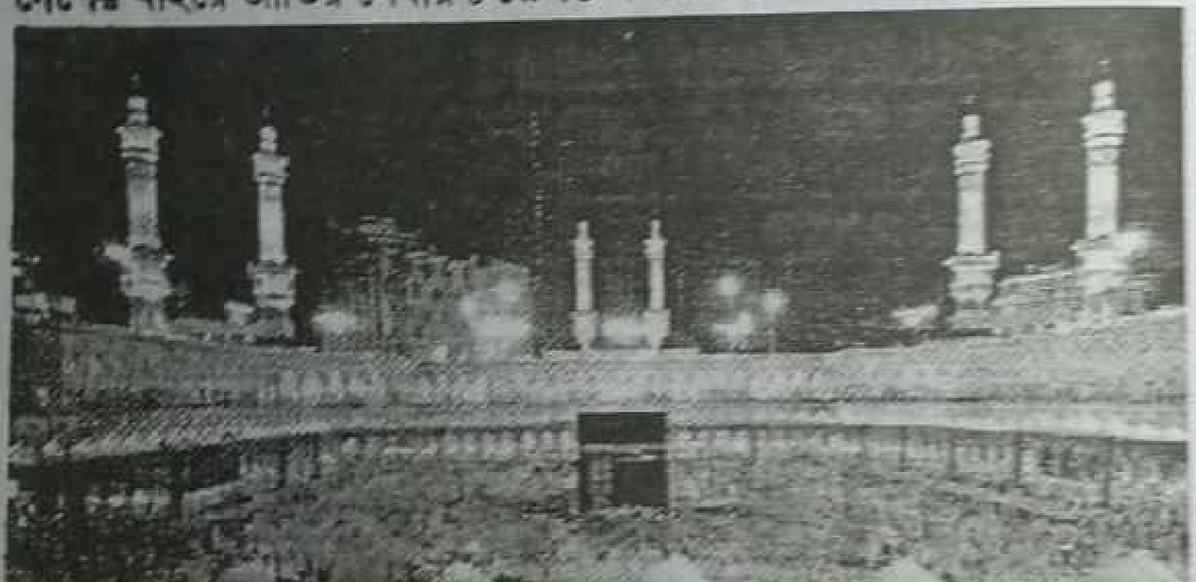
মুলতবি করলেন। তবে ব্যথা তার মনে বাস্তবে রয়েই গেলো। ভারত, পাকিস্তান, মিশর কতো ভালো পড়াশোনা হয়। এসব ভাবনার মধ্যেই তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন বসে আছেন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের অগ্রসেনানী আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর হাদীসের দরসে, আওলাদে রাসূলের দরসে। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর নিকট স্বপ্নের 'তা'বির' জানতে চাইলে তিনি ইশারা করলেন **"ছুটে যাও দারুল উলূম দেওবন্দ"**। আর থামেন না। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বপ্নের শিক্ষালয় দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ভারতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে ছুটে যান পাকিস্তানের লাহোরে জামেয়া আশরাফিয়ায় পড়াশোনা করার জন্য। ১৯৬২ ঈসায়ীতে লাহোরের জামেয়া মাদানিয়ায় দর্শন শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. পাকিস্তানে যাঁদের কাছে পড়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী রহ., আল্লামা ড. খালেদ মাহমুদ।

কর্মক্ষেত্র ঃ ভারত ও পাকিস্তান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আল্লামা হারুন ইসলামবাদী ১৯৬৩ ঈসায়ীর মাঝামাঝিতে ফিরে আসেন পূর্ববাংলা তথা সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে। তিনি এসে দেখলেন এদেশে আলেমগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেদের বিরত রেখে অন্ধ প্রকোষ্ঠের দিকে পরিভ্রমণ করছে। কেউ বুঝতে না পারলেও তিনি ঠিকই ইলহামী দর্শনে বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই প্রথমে দেশে ফিরেই জনাব আলহাজ বশির উদ্দিনের হাত ধরে ছুটে যান বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায়। যোগ দেন ইদারাতুল মা'আরিফ নামে উচ্চতর একটি গবেষণা ইনষ্টিটিউট পরিচালনায়। সুন্দর বাংলা চর্চা, ইংরেজী ও আরবী সাহিত্য নিয়ে শুরু হলো আন্তরিক প্রশিক্ষণ। ফলে এখানে জমা হলো তার প্রচুর লেখনি। গড়ে তোললেন বিপ্লবী চেতনার অনেক বীরপুরুষ। ১৯৬৫/৬৬ ঈসায়ীতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল তিনি ভ্রমণ করেন।

সম্পাদনায় সংযোগক্তি ঃ তৎকালিন পাকিস্তানের দৈনিক পাসবান পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে তিনি একজন অনুবাদক হিসেবে পাসবানে যোগদান করেন। ইদারতুল মা'আরিফে থাকাকালেই জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র মাসিক আত-তাওহীদের রূপ রেখা তৈরী করে জামেয়ার তৎকালীন সুযোগ্য প্রিন্সিপাল আল্লামা হাজী ইউনুস আবদুল জাব্বার রহ. এর নিকট পাঠালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৭১

ঈসায়ীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকার আবহাওয়ার অবনতি হলে ১৯৭২ ঈসায়ীতে তিনি জন্মভূমি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। জ্বালাও পোড়াও মারো-এ আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় কোটি মানুষের মতো তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইদারাতুল মা'আরিফকে লাগানো হয় আগুনের লেলিহান শিখা। জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায় তার অসংখ্য লেখনি। বিস্ময়ে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো সুযোগ ছিলো না তার। চট্টগ্রাম এসে বাবুনগর আযিযুল উলূম মাদরাসায় ১৯৭২ ঈসায়ীতে অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন কিন্তু আল্লামা হাজী ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. ছেলের মতো কাছে টেনে নিতে ভুল করেননি। তিনি তাকে আত-তাওহীদের সাম্পাদকের পদে নিয়োগ দেন। দুর্ভিক্ষে ধ্বসে পড়া দেশটি রক্ষায় ১৯৭২ এর সেই এলহামী লেখনী, সম্পাদনা, অভিজ্ঞ ডাক্তারের চেয়ে বেশী কাজে আসছিলো।

দেশের বাহিরে জাতির সেবায় : ১৯৭৬ ঈসায়ীর শেষের দিকে আরব



আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত জনাব এ.ডব্লিও. শামসুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে আল্লামা হারুন ইসলামাবাদীর চট্টগ্রামের বিখ্যাত ফতেহপুর অঞ্চলে। মাননীয় দূত প্রস্তাব রাখলেন আমিরাতে সরকারী অনুবাদক হিসেবে যাওয়ার জন্য। সপ্তাহ খানেক চিন্তা করে তার মুরুব্বীদের পরামর্শক্রমে বিশেষ করে বড় ভাই সময়ের হাদীস ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. রাজী হলে পরিশেষে বিমানে উড়ে যান আরব আমিরাত। যোগ্যতা বলে ধীরমন্থর গতিতে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছিলো

ছবি : পবিত্র কা'বা শরীফ

প্রতিনিয়ত। ১৯৭৭ ঈসায়ীর পহেলা মার্চ আরব আমিরাতের আইন ও ধর্ম মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ আজিজ আলে মোবারকের ডেপুটি হিসেবে নির্ধারিত হন। থেমে যায়নি দৌড়! এগিয়ে চলেছেন একাধিক অশ্বের মতো। আবার দায়িত্ব আসে সুপ্রিম শরীয়া কোর্টের শরয়ী ও আরবী আইনী রেকর্ডপত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করার। কারণ ভাষাজ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নিযুক্তি পান আমীরাত জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিশিষ্ট কাউন্সিলরের পদমর্যাদায়। এছাড়াও ইসলামী মন্ত্রণালয়ে রেজিষ্ট্রার্ড খতীব হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৮৬ ঈসায়ীতে আবুধাবীর বেতারে ইসলামী অনুষ্ঠানের প্রযোজক ও উপস্থাপকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তিনি অনুবাদ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পদোন্নতি পান, গতি থামেনি। দায়িত্ব পান ইসলামী শরিয়া ডেলিগেট হিসেবে পাকিস্তান আসলে, পাকিস্তানের শরীয়া বিল প্রণয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব। আমীরাত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বোর্ডের বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে মনোনিত হন। তাছাড়া তিনি আমীরাতে বাঙ্গালী মুসলমানদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। আবুধাবী বেতারে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেন। বিদেশের মাটিতে যেই সংগঠন তিনি গড়ে তোলেন তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. বাংলাদেশ ইসলামী পরিষদ

২. জমিয়তে ফালাহুল মুসলিমিন

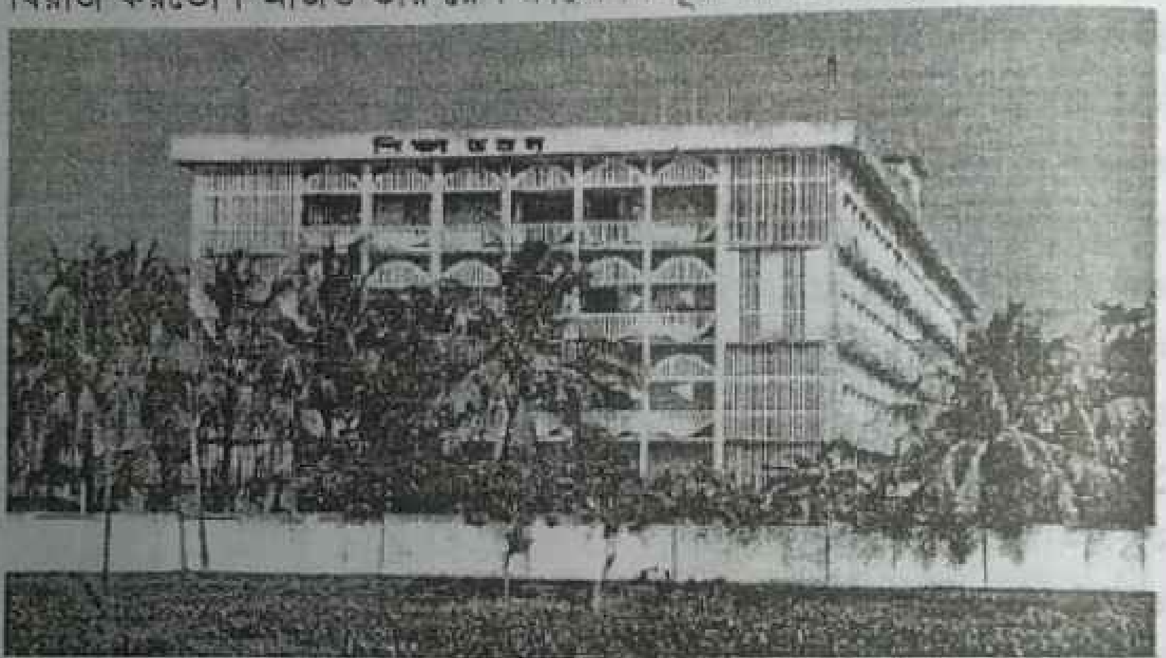
৩. আবুধাবী শেখ খলিফা বাংলাদেশ স্কুল

১৯৯০ ঈসায়ীতে "রাবেতা আল আলম আল ইসলামী কর্তৃপক্ষও তাঁকে চিনতে ভুল করেনি। তাঁকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশ শাখার পরিচালক হিসেবে।

জামেয়া ইসলামিয়ার খেদমতে ঃ অত্যন্ত চৌকস দূরদৃষ্টি দ্বারা তৎকালীন পটিয়ার খ্যাতিমান প্রিন্সিপাল আল্লামা হাজী ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. ঠিকই দেখছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের সাড়া জাগানো তাদের হাতে গড়া ছাত্র আল্লামা হারুন ইসলামাবাদীকে । একজন সুযোগ্য মানুষের খোঁজে সব সময়ই তার মনে অনুসন্ধানী ভাব বিরাজ করতো। তাই তিনি একদিন বললেন, **"বাংলাদেশে হারুন ইসলামাবাদী আসলে পটিয়ায় তাকে আসতেই হবে"**। তাই হলো। ১৯৯১ ঈসায়ীতে ছুটে আসেন পুরনো অঞ্চল জন্মভূমি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। দায়িত্ব পান সহকারী পরিচালকের। ১৯৯২ ঈসায়ীতে

সবার অলক্ষে হাজী ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ. দর্শনীয় পটিয়া উপহার দিয়ে পাড়ি জমান অনন্তের পথে। তখন সবার চোখ পড়ে আল্লামা হারুন ইসলামাবাদীর দিকে। একান্ত বাধ্য হয়েই মজলিসে শুরার পরামর্শে গ্রহণ করেন জামেয়ার প্রিন্সিপালের দায়িত্বভার। ১৯৯২ ঈসায়ীর ১৫ ফেব্রুয়ারী দায়িত্ব গ্রহণ করে ঘোষণা দিলেন আমি জামেয়ার খেদমত করে কোনো সম্মানী নিতে চাই না। কোথায় পাওয়া যাবে এমন মানুষ !

জামেয়ার প্রধান হিসেবে তিনি ঃ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. আসলেই একজন প্রেমময় উস্তায ছিলেন। এটি তার প্রথম পরিচয়। জামেয়ার প্রতিটি রুমে রুমে প্রতিটি মনে মনে তার ভালোবাসার উষ্ণ টান টান উত্তেজনা বিরাজ করতো। আজও তার রেশ কাটেনি। দূর আগন্তুকও বুঝতে সক্ষম



হবেন বিষয়টি। মাদরাসাকে পৃথিবী বিখ্যাত করার জন্য তিনি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার স্বার্থক প্ররিশ্রমে মাদ্রাসার রঙ বদলে আছে। বিশ্বের দরবারে মাদরাসাটিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। ফলে মাদরাসায় পরবর্তী চাষ হয় অত্যন্ত সুচারু রূপে, গঠনমূলক। চালু করেন শর্ট কোর্স নামে একটি বিভাগ, কলেজ ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের মাত্র পাঁচ বছরে মাওলানা হবার সহজ উপায় সন্নিবেশিত করেন। হাফেজ ছাত্ররা একাডেমীক লাইনে ঢুকতে বেশী দেরী হয়ে যায়। তাই তাদের জন্য চালু করলেন, **"মুতাফাররাকা"** নামে নতুন একটি শ্রেণী, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সমম্বয়ে মুতাফাররাকা শ্রেণীটি চালু করেন। এটি বর্তমানে সারা দেশে সুখ্যাতি কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

ভাষা জ্ঞান ঃ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী প্রায় একাধারে চৌদ্দটি ভাষায় অনর্গল কথা বলার মতো কল্পনাতীত যোগ্যতার আসনে আসীন ছিলেন। বিশেষ করে, ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, আরবী, ফার্সী, পশতু, চায়না, বার্মীজ, তুর্কি, গুজরাটি, এছাড়াও থাই ভাষায় বেশ পারদর্শি ছিলেন। তিনি অনেক দেশের স্থানীয় ভাষাও জানতেন। বাংলাদেশে আল্লামা হারুন ইসলামাবাদীর মতো সমৃদ্ধ ভাষাজ্ঞান খুব কম মানুষই অর্জন করতে পেরেছে। লন্ডনের জাতীয় টেলিভিশনে তার ইংরেজী বক্তব্য ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বিরাট সম্মান বাংলাদেশের জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় তিনি লেখালেখিও করেছেন, ভাষা জানা তার একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়।

হারুন ইসলামাবাদীর প্রতিষ্ঠা

আননাদী আসসাকাফী ঃ এটি একটি সৃজনশীল সাহিত্য সংগঠন। মানুষ গড়ার প্রাণকেন্দ্র। শুধু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আরবী, বাংলা চর্চার উদ্দেশ্যে আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৭ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠা করেন নাদী সাকাফী সংগঠনটি। এতে বীর পটিয়া শিল্প সাহিত্যের আলোকিত মুখ দেখতে পায়।

দ্রোহ ঃ নাদীর বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। এটিও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। যা সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

আস-সাহওয়া ঃ এটি আরবী সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর স্বাক্ষর, সারা দেশসহ ইউরোপে ও আস-সাহওয়ার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এটি নাদী সাকাফীর আরবী মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে ।

বালাগুশ শরকঃ এটি ১৯৯২ ঈসায়ীতে আরবী পত্রিকা হিসেবে আলোর মুখ দেখে। আরব বিশ্বের সমকালীন বুদ্ধিজীবিগণ এতে লেখতেন।

আল বালাগ প্রকাশনী ঃ বই লেখাই শুধু ইসলামের সেবা নয়। বই প্রকাশ, প্রচার করাও ইসলামের অনেক বড়ো দায়িত্ব। তাই তিনি আল বালাগ প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করেন।

ফুরকানিয়া মক্তব শিক্ষা বোর্ড ঃ সারা দেশের মক্তবগুলোতে একই নিয়মে পরিচালনা, মক্তবের শিক্ষকদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে ফুরকানিয়া বোর্ডটি তিনি চালু করেছেন।

নও মুসলিম ফাউন্ডেশন ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ীতে গড়ে ওঠে নও মুসলিম ফাউন্ডেশন। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর হাতে। নও মুসলিমদের পূনর্বাসন ছিলো তার একান্ত উদ্দেশ্যে।

রাজনীতি ঃ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. প্রজ্ঞাবান একজন অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। নেজামে ইসলামী পার্টির মজলিসে শূরা এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাছাড়াও অপরাপর ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে সখ্যতা সন্তোষজনক। বাংলাদেশে সৃষ্ট আন্দোলন যেমন কাদিয়ানী আন্দোলন, ফতওয়া বিরোধী রায় বাতিলের আন্দোলন, ইসলামী আইন বাস্ত বায়ন পরিষদসহ শীর্ষ উলামায়ে কেরাম গণ পরিচালিত সব আন্দোলনেই তিনি শরীক ছিলেন। আমরা পল্টন ময়দানে তার জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনেছি।

আধ্যাত্মবাদ ঃ শতো ব্যস্ততা তাঁকে সামান্য ক্লান্ত করতে পারেনি। এতো কিছুর মধ্যেও তিনি ভারতের হারদুঈয়ের বিখ্যাত সাধক আল্লামা শাহ আবরারুল হক রহ. এর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। বাইআত হন তার কাছে।

রচনাবলী ঃ একটি সময় গেছে তার, দু'হাত খোলে তিনি লিখেছেন। সেই দৈনিক পাসবান পত্রিকার সম্পাদনার সময় লেখালেখির সব পান্ডুলিপি জমা ছিলো। এদারাতুল মা'আরিফ অফিসে দুর্বৃত্তরা এটি জ্বালিয়ে দিলে তার আশার প্রদীপগুলো নির্বাপিত হয়ে যায়। তাছাড়া লিখেছেন ঃ (১) ফাযায়েলে সাদকাত (অনুবাদ) (২) আহকামুস সুলতানিয়া (৩) ইসলামী অর্থনীতি (৪) মুআত্তা ইমাম মালেক (অনুবাদ) ও ভ্রমণ কাহিনী **"আমাকে পড়ো"**।

শেষ কথা ঃ ২০০৩ ঈসায়ী সেপ্টেম্বর মাস, খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। যেনো পৃথিবীর মাটি আর ভালো লাগছে না তার। চলে যেতে চান। অনেক দিন অসুস্থ থাকার পর ২৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ৩ টার সময় কোটি মানুষের প্রেমের বাঁধন ছিড়ে যেনো ছুটে গেলেন মহান প্রভূর দরবারে।

শেষ সমাধি ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী সন্ধ্যা ৭ টায় জানাযা শুরু হবে। জানাযা পড়াবেন শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.। পুরো পটিয়া জুড়ে জায়গা হচ্ছে না, সেদিন হরতাল চলছে। তবে প্রেমীকেরা শেষ

ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবন



দেখা কি ত্যাগ করতে পারে? না, না, কস্মিনকালেও না। তাই হলো, পটিয়ার মাঠ ঘাট সবখানে গাড়ি আর গাড়ি। আর মানুষে গিজগিজ করছিলো মাদরাসা চত্বর। জানাযা শেষ হলে মাকবারায়ে আযীযীতে দাফন করা হয়।

রেখে যাওয়া পরিবার ঃ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. মৃত্যুকালে স্ত্রী, চার ছেলে মাওলানা রাশেদ হারুন, মাওলানা শাহেদ হারুন, মাওলানা উসামা হারুন, মাওলানা আসেম হারুন, আর এক মেয়ে উমামাকে রেখে যান।

বিবিধ ঃ না বলা কথা হলো আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. পটিয়া ইহতেমামের দায়িত্বের পাশাপাশি তানজিমে আহলে হকের সভাপতি, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইসলামী রিলিফ কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক তাহফিজুল কোরআন সংস্থার নির্বাহি সদস্য, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, শানে রেসালাত সম্মেলনের ব্যবস্থাপক, তাছাড়া দেশের ৫০টির মতো মাদরাসার ইহতেমামী ও শতাধিক মাদরাসার মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। তাঁর কর্মগুলোর দিকে লক্ষ করলে বুঝে আসে নিরলস জীবন কাটাতে নিরন্তর প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। জাতি তার ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবে না।

তাকে স্মরণ করে ঃ ইতিমধ্যে তার স্মরণে আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. স্মৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হারুন ইসলামাবাদী রহ. ফাউন্ডেশন। তাকে নিয়ে দেশের জাতীয় দৈনিক গুলোতে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাঁর জীবন আলেখ্য নিয়ে কবিতা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়েছে। সর্বোপরি তরুণ লেখক নাঈমুল ইসলাম আনসারী আল্লামা শায়খ হারুন ইসলামাবাদী রহ. জীবন আলোকে রচিত **"স্মৃতিকণা"** প্রকাশিত হয়েছে। বোদ্ধাগণ মনে করেন তাঁর জীবন নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয



আধ্যাত্মিক সিপাহসালার

আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.

যারা বড়ো হন, তারা কোনো না কোনো দিক দিয়ে খুব বড়ো হন। নাম করেন, খ্যাতি কুড়ান মানুষ চেনে, জেনে যায়। তার রসের কথা, মমতার কথা, ভালোবাসার কথা, বিনয়ের কথা। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. সেসব ত্যাগী মানুষের একজন। সে সব আল্লাহপ্রেমিক মানুষের একজন। তাঁর কথা, চলাফেরা, চিন্তাভাবনাসহ প্রতিটি কাজে কর্মে পৃথক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠতো। আধ্যাত্মিকতার চর্চায় তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন বন্দী পাখির মতো। আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসায় মূহ্যমান ছিলেন আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.। তাঁর চোখের ইশারায় ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠতো। দূরবর্তী অনেক চিন্তা করতে পারতেন তিনি। তার সাহসিকতা, অসাধারণ নৈপুণ্য সর্বসাধারণকে পাগল করে দিতো, সবাই যে বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল জ্ঞানের পরিচয় দিতো সে বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর আমল, আখলাক আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. কেও অনুপ্রাণিত করেছিলো। উৎসাহিত করেছিলো, তাই তাঁর মারেফতি প্রেমের দরবারের ফুটন্ত ফুলের ভূমিকায় আবির্ভূত ও জীবন্ত করার জন্য কাছে টেনে এনেছিলেন। তাসাউফ ও হিকমতের প্রজ্ঞায় তাঁকে টইটুম্বুর করে দিচ্ছিলেন আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ.। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সাধক আল্লামা আযিযুল হক রহ. তাঁর হৃদয়ের বিভা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন আল্লামা আলী

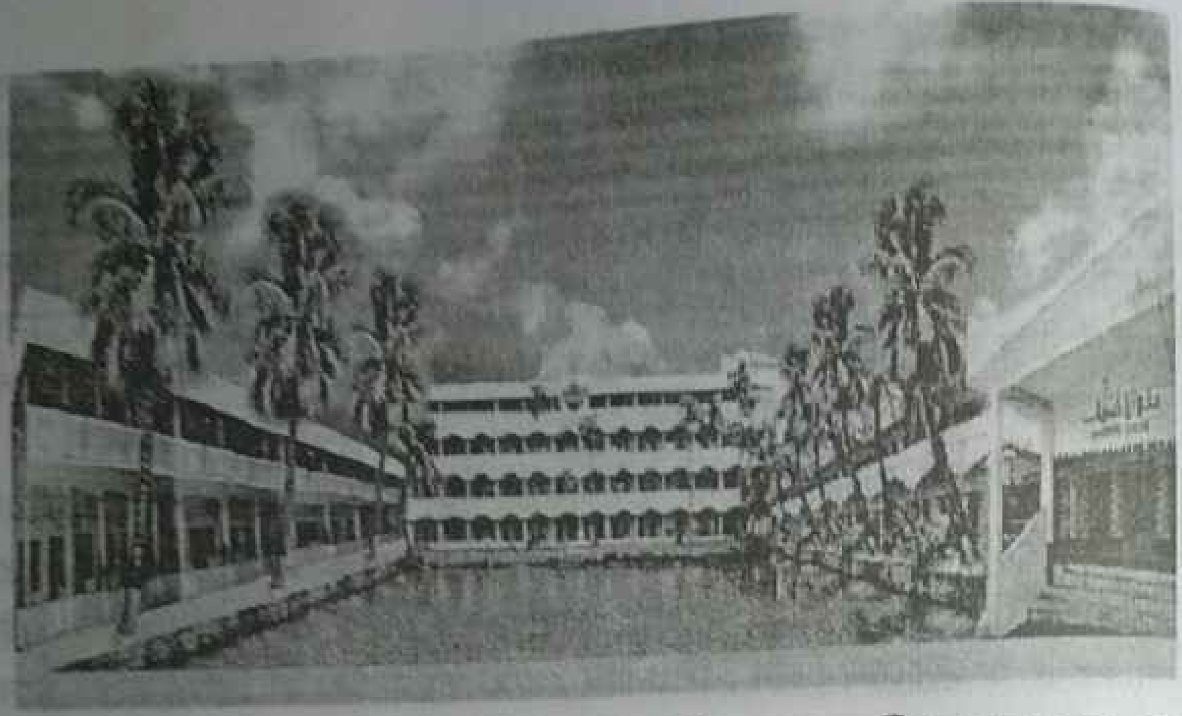
ছবি : জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান গেইট

আহমদ বোয়ালভী রহ. এর আধ্যাত্মিক অবস্থান সম্পর্কে। তাই তাকে খুব কাছে টেনে তাপ দিলেন। মোরগের উমের মতো কাজ করলো। এভাবেই তিনি পরিণত হলেন বিশ্বখ্যাত মনীষীতে। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. আধ্যাত্মিক অশ্বারোহী হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন নিঃসন্দেহে। আমরা বিজয়ী কালজয়ী আধ্যাত্মিক সিপাহসালার আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর জীবন থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ !

জন্ম ঃ আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া গাঁয়ের চুন্নাপাড়ার জনাব সানআত আলী প্রকাশের ঘরে ১৯১৯ ঈসায়ীতে জন্মলাভ করেন। জন্মের পর থেকে অতি আদরের সঙ্গেই প্রতিপালিত হয়েছেন তিনি। শিশুকাল থেকে তাকে মায়াবী শিশুর মতো মনে হতো। তার অবয়বে তাকালেই কি যেনো এক মমত্ববোধের সুর বেজে ওঠতো। অনেকে তাকে দেখেই বলাবলি করতো, এই ছেলেটা একজন মানুষই হবে?

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ গ্রাম সুন্দর, শস্য শ্যামল আনন্দে ভরা গ্রাম, গাঁয়ের ছায়া থেকে বড়ো হয়ে ওঠেছেন অসংখ্য মানুষ, জীবনের প্রথম বিদ্যানিকেতন হিসেবে কাজ করেন গ্রামের অই ঝুপড়ির স্কুলটি। স্কুলটি ঝুপড়ি হলে কি হবে? গাঁয়ের এই আধভাঙ্গা ঘরটি থেকে বিদ্যা আহরণ করে কতো মানুষ মন্ত্রী হয়েছেন, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, হয়েছেন দেশের শাসনকর্তা। আনোয়ারা থানার সেই চুন্নাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কালের সাক্ষী। যুগের আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর মতো কালের স্বচ্ছ মানুষদেরও সেই শিক্ষালয়টি শিক্ষা প্রদান করেছে। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. তার গাঁয়ের চুন্নাপাড়া বিদ্যালয়েই প্রাথমিক লেখাপড়া করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক স্তরে থাকতেই জাগতিক বিদ্যার পাশাপাশি পবিত্র কোরআনে কারীম পড়া শুরু করেন। রায়পুরের হাফেজ আফাজুদ্দীন রহ. এর নিকট মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৩০ ঈসায়ীতে বোয়ালিয়া নতুন মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন, এরপর ছুটে যান আবার জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে। শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব সন্দ্বীপী রহ. এর নিকট হাদীসের দরস গ্রহণ করেন। তাছাড়াও আল্লামা আহমদ হাসান রহ., আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর সঙ্গে সুনিবিড়



সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখনই। আল্লামা বোয়ালভী রহ. মুফতী সাহেব রহ. কে যতটুকু ভালোবাসতেন তার চেয়ে বেশী স্বয়ং মুফতী আযিযুল হক রহ. বোয়ালভী রহ. কে ভালোবাসতেন।

কর্মক্ষেত্র ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরি থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেই কর্মপন্থা হিসেবে বেছে নেন ইলমে নববীর বাগে শিক্ষকতাকে। দু'বছর পর্যন্ত বোয়ালিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। উল্লেখ্য যে মাওলানা তুরাবুদ্দিন ও হোসাইনিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা আলী আহমদ তাঁকে সে মাদ্‌রাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এ দু'জন আলেমই এক সঙ্গে মিলে একটি দোকান দেন। চট্টগ্রামের পারুয়া পাড়া জেদ্দার হাটে একটি ব্যবসা চালু করেন। ক্যাশ ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.। তাঁর প্রচেষ্টায় দোকান ক্রমশ উন্নতির সোপানে পৌঁছে যায়। পরে অবশ্য মাওলানা আলী আহমদ ও মাওলানা তুরাবুদ্দিন দোকানের সঙ্গে আর থাকেননি। আল্লামা বোয়ালভী রহ. কে বাধ্য হয়ে একাকী মালিকানার দায়িত্ব নিতে হয়। ব্যবসা কিন্তু খারাপ বিষয় নয়। বরং আদর্শবান ব্যবসায়ীদের অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে চমৎকার ইরশাদ হচ্ছে **"আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"** - সূরা বাকারা। মহানবী স.ও বলেছেন খালেস ব্যবসায়ীদের হাশর নবী, শহীদ, সিদ্দিকীনদের সঙ্গে হবে। সুতরাং ব্যবসার তাৎপর্য অনেক, এটি নবীর সুন্নতও বটে। নবী স. ব্যবসায়ীক লেনদেনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং কোনো

ছবি ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম।

প্রকারেই ব্যবসা করা আলেমহীনতার শান নয়। বরং ব্যবসা করাও আলেমের শান, দেশে যতো দুর্নীতি চলছে প্রায়ই ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আলেমগণ ব্যবসার দিকে এগিয়ে আসলে দেশ ও জাতির অসম্ভব উপকার হবে। জুলুম, মিথ্যা, অনাচার, পাপাচার হ্রাস পাবে।

আল্লামা বোয়ালভী রহ. এর পটিয়ায় আগমন ঃ পারুয়া পাড়া জোন্দার হাটে সুন্দর ভাবেই ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ.। মোটামুটি তৃপ্তি সহকারেই ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তো তার ভাগ্যে রেখেছেন ভিন্ন কিছু। ব্যবসা করবেন আর কতদিন? তাকে ছায়া দিয়ে দিয়ে বড়ো করেছেন তিনি। তার ভেতরে আধ্যাত্মবাদ কাজ করছে। কাজ করছে মহান আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা। সে প্রেম দোকানে বসে নিবেদন করা কিভাবে সম্ভব? কতো মানুষের জ্বালা এখানে, কি অসম্ভব পরিস্থিতি। আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করতে হলে নিশ্চয়ই সে রকম সুগভীর জায়গার প্রয়োজন। প্রয়োজন সে বাগ বাগিচার। মহান আল্লাহ তা'আলা বোয়ালভীর উস্তায উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক রাহবার যুগান্তকারী সংগঠক আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. একবার পারুয়াপাড়া জোন্দারহাটে দীনি দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে ছুটে এলেন। মানুষকে ডাকলেন দীনের দিকে। বিস্ময়কর একটি সংবাদও শুনতে পেলেন। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. ব্যবসায় ব্যস্ত। তিনি ভাবলেন আরে তার দুনিয়াবী পসরার আয়োজন করার কথা নয়। তার অবয়বে তো আমি দেখেছি অন্য জ্যোতি। আলোক রশ্মি। আধ্যাত্মবাদের স্পষ্ট বিভা। তার তো আল্লাহ প্রেমের পসরা বসানো দরকার। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. অনেক কিছু ভেবে হযরত বোয়ালভী রহ. কে কাছে ডাকলেন। খুব কাছে, গভীর সম্পর্কের সে লোকটি ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হলেন। ছুটে আসলেন আল্লাহর প্রেমের সমুদ্রে, সাঁতার কাটতে, হযরত মুফতী আযিযুল হক রহ. এর দরবারে। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। পটিয়ায় শিক্ষকতার পাশাপাশি আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতা চর্চার পথে সময় ব্যয়ীত করেন। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকাহসহ মানতিক, ফালসাফার মতো বিষয়ের ক্লাশ নেন। অল্প কদিনের মধ্যেই সারা মাদ্রাসায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি প্রায় ৬৩ বছর পটিয়ায় হাদীসের দরস প্রদান করেন।

ইতেকাফ ঃ আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর ইতেকাফের পৃথক একটি দর্শন ছিলো। তিনি রমজান এলে একসঙ্গে চল্লিশ দিন ইতেকাফ করতেন। রমজানের আগে মসজিদে প্রবেশ করতেন একেবারে রমজান শেষ করে মসজিদ থেকে বের হতেন। তখন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রিন্সিপাল শাইখুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা ইউনুস আব্দুল জাব্বার রহ.। আল্লামা ইউনুস রহ. সফরে যাবেন। তাই বোয়ালভী সাহেবকে বললেন এবার আপনি ৪০দিন ইতেকাফ না করে ১০ দিনের ইতেকাফ করলে ভালো হয়। কারণ এতো বড়ো জাহাজ কে চালাবে? আপনাকেই চালাতে হবে। ওদিকে আল্লামা বোয়ালভী রহ. ভাবছেন মাদ্রাসাকে আমি কিভাবে চালাবো? এতো চালাবেন মহান আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর দরবারেই আমাকে সমর্পিত হতে হবে। তিনি তাই দশদিন আগেই মসজিদে যেতে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. বললেন, অনুরোধটা রাখলে কি ভালো হতো না? এতো বড়ো জাহাজ চালাবে কে? তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু এটুকু বললেন **"এতো বড়ো জাহাজ চালানোর জন্যই তো মসজিদে প্রবেশ করছি"**। তার কথা শুনে আল্লামা হাজী ইউনুস রহ. এর মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনিও আল্লামা বোয়ালভী রহ. এর সঙ্গে ৪০দিনের ইতেকাফে রত হলেন। আর সফরে গেলেন না। অতঃপর রমজানের পরে যখন সফরে গেলেন তখন তার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন হলো দ্বিগুন পরিমাণ।

আধ্যাত্মিকতা ঃ আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. আধ্যাত্মিক জগতে একজন খ্যাতিমান প্রাণপুরুষ ছিলেন। আধ্যাত্মবাদ চর্চার প্রথম ধাপ উন্মোচন করে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাহবার সারা উপমহাদেশ খ্যাত দার্শনিক আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর কাছে বাইআত হন। এখানেই শুরু গভীর সমুদ্র থেকে মাছ শিকার। তিনি ক্লান্ত হন না। বারবার শায়খের দরবারে যান। ওয়াজ শুনেন, নসিহত শুনেন। সংগ্রহ করেন চলার পাথেয়। কিন্তু বেশী দিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না পৃথিবীতে আল্লামা শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর জীবন। তিনি চলে গেলেন লক্ষ মানুষের হৃদয়কে কাঁদিয়ে। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. আবার বাইআত হলেন শাহ জমিরুদ্দিন রহ. এর খেলাফতপ্রাপ্ত জমিরিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসা পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর নিকট। আধ্যাত্মিক জগতে নিজেকে সপে দিয়ে চার তরিকা তথা চিস্তিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়ার খেলাফত লাভে ধন্য হন। তিনি আল্লামা আযিযুল হক রহ.

এর খেলাফত প্রাপ্তদের সিরিয়ালের প্রথম ব্যক্তি। হযরত মুফতী সাহেব রহ. এর দরবার ছাড়াও আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর খলিফা শায়খে তরিকত আল্লামা আবদুস্ সাত্তার রহ. মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. প্রমুখদের সঙ্গেও তাঁর বড়ো সম্পর্ক ছিলো। প্রায়ই তাঁদের খেদমতে যেতেন। তাঁকেও মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ. খুবই ভালোবাসতেন। আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর খেলাফত পেয়েছেন জেনেও তাঁকে এজাজত তথা খেলাফতের অনুমোদন দিয়েছেন। এটা তার ভালোবাসারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লামা আযিযুল হক রহ. বলতেন আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী ও আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম একই বাগের দুটি ফল।

বক্তৃতা ঃ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সবাই কথা বলতে পারেন না। সবার কথা আবার সবাই শুনেও না। কারো কারো কথা শ্রোতারা মনযোগের সঙ্গে শোনেন। আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, সুন্নাতের অনুস্মরণ রাসূলের প্রেম, পৃথিবীর অসারতা ও আখেরাতের গুরুত্ব, নম্রতা ও গৌরবের বাস্তবতা, তাকওয়া এবং নফল ইবাদতসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। দর্শক শ্রোতারা চাতক পাখির মতো তার বক্তব্য শুনতো। একদিন কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত পোকখালী মাদ্‌রাসায় আল্লামা বোয়ালভী রহ. ওয়াজ করছিলেন। মাদরাসার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. বিস্মিত হয়ে বললেন মাওলানা আলী আহমদ এ মূল্যবান কথাগুলো কোথায় পায়? বগুড়া জামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ ইয়াকুব চাটগামী বলেন আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর পর উপমহাদেশে তাঁর মতো শরিয়তের ব্যাখ্যাদানকারীর দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়জন নেই।

কারামাত ঃ অলি আল্লাহদের কারামাত সত্য। সাধারণ মানুষদের থেকে তাঁরা হন ভিন্ন। আল্লাহ তাঁদের পছন্দ করেন। ফলে বাড়তি অনেক কিছু তাঁরা পেয়ে থাকেন। তাঁরা যেনো আল্লাহর প্রেমেই অনেকটা বেঁচে থাকেন। আল্লামা আলী আহমদও রহ. সেরকম আধ্যাত্ম চেতনার সময়ের শ্রেষ্ঠ পীর ও বুজুর্গ ছিলেন। তার হাতেও এমন অনেক অসাধারণ ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

* একবার বাবুনগর মাদরাসায় ওয়াজ হচ্ছিলো। বৃষ্টিতে মাঠঘাট সবই ভিজে যাচ্ছিলো। ফলে ওয়াজের অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী বলেন আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. বাদ

জোহর ওয়াজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সবার মুখে মুখে কথা ওঠে যায় এটি বোয়ালভী হুযূরের কারামাত।

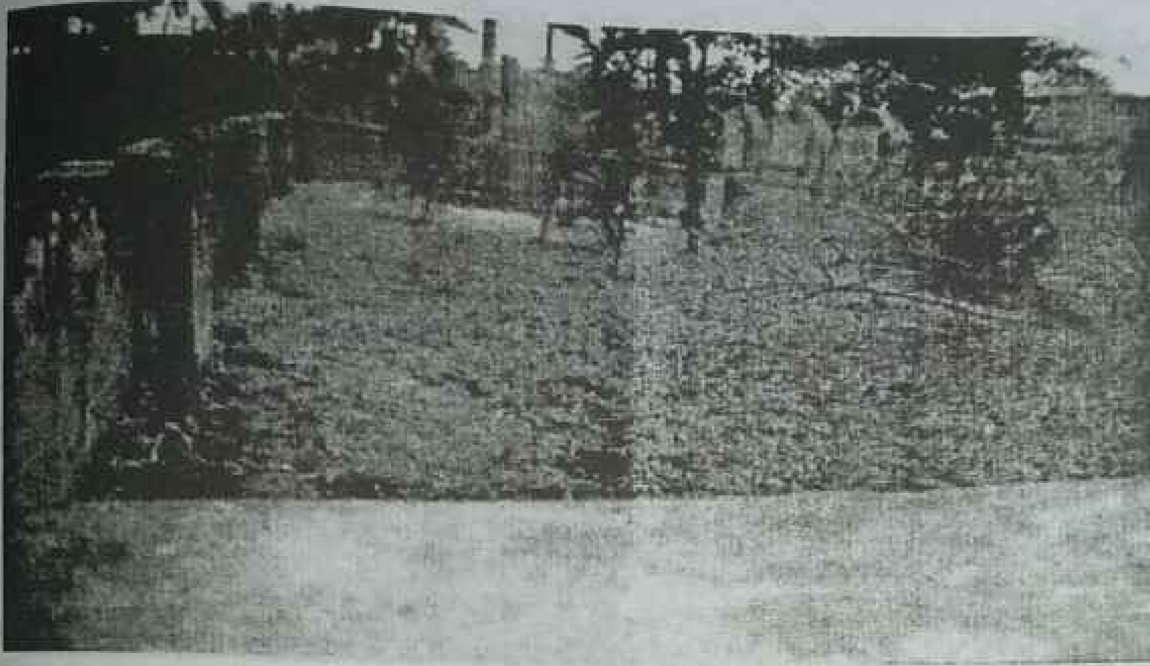
* একবার মুফতী ইবরাহীম রহ. এর তনয় হামিদকে শাস্তি দিয়েছিলেন হযরত বোয়ালভী রহ.। ফলে মুফতী ইবরাহীম রহ. তাকে চার্জ করেছিলেন। অই রাতেই স্বপ্নে মুফতী ইবরাহীম রহ. হযরত বোয়ালভী রহ. এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ইশারা পান। ঘুম থেকে ওঠেই মুফতী ইবরাহীম রহ. ছুটে যান হযরত বোয়ালভী রহ. এর দরবারে, ক্ষমা চান করজোড়ে।
* জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হুসাইন রহ. বলেন বোয়ালভী রহ. হুযূর ঘুমালেও জিকির করেন। প্রথমে ছাত্ররা এটি বিশ্বাস করতো না। হুযূর একদিন ঘুমালে বাস্তবে ছাত্ররা কান কাছে নিয়ে শুনতে পান আসলেই আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. ঘুমের মধ্যেও আল্লাহর জিকিরে মগ্ন আছেন।

বাণী চিরন্তন ঃ

* লোকেরা বাঁচার জন্য হাসপাতালে যায় কিন্তু ঘরের চেয়ে হাসপাতালে বেশী মারা যায়।
* অন্য ইলমে নাশ করে প্রভূর ইলমে পাশ করে।
* শখ ছাড়া পৃথিবীর কোনো কাজ হয় না।
* আমাকে কেউ ভালো বললে কি হবে যদি আমি বেহেস্তে যেতে না পারি। কেউ মন্দ বল্লে কি হবে! আমি যদি জান্নাতে থাকি।

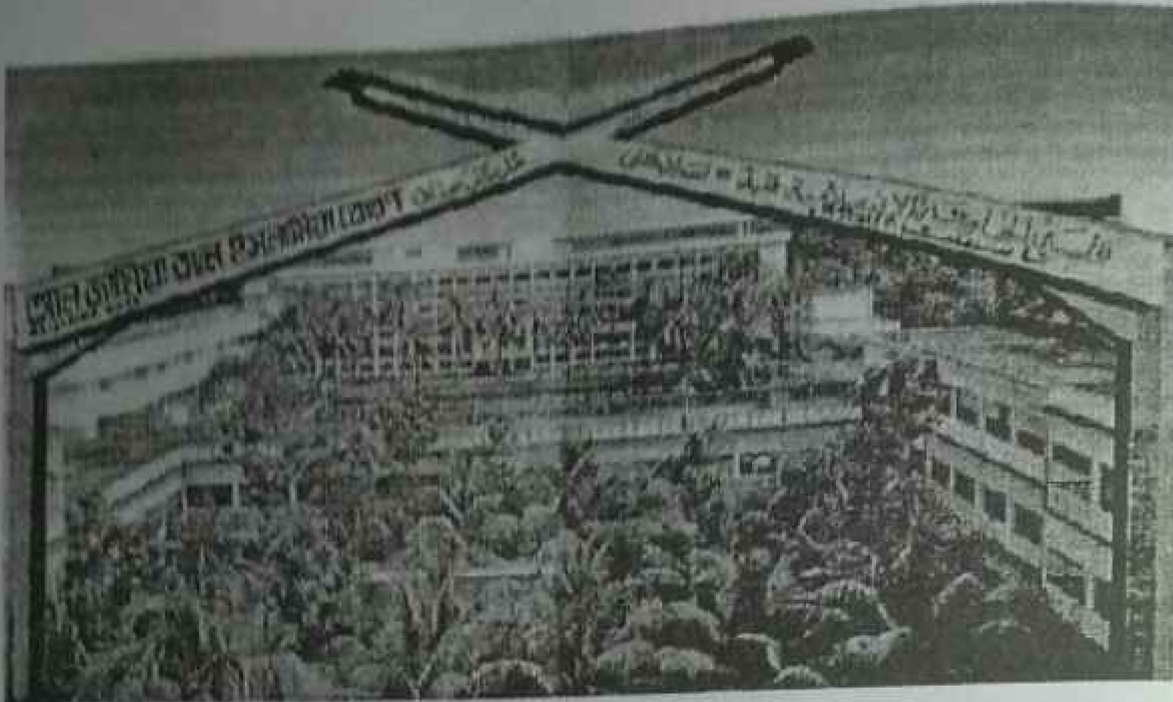
খলিফাগণ ঃ

১. আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ., মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া।
২. আল্লামা সুলতান যওক নদভী, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল দারুল মা'আরিফ চট্টগ্রাম।
৩. মাওলানা মাহবুব রহমান, প্রতিষ্ঠাতা দোহাজারী মাদরাসা।
৪. আল্লামা মুফতী শামসুদ্দিন, মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. মাওলানা কারী আবদুল গণী
৬. মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ, পরিচালক বাবুনগর মাদ্রাসা।
৭. মাওলানা আবদুল জাব্বার, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৮. মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, পোকখালী মাদ্রাসা, কক্সবাজার।
৯. মাওলানা মুফতী ইনামুল হক, চকরিয়া, কক্সবাজার।
১০. মুফতী মোহাম্মদ আমিন (সাহেবজাদা)
১১. মাওলানা সিরাজুল হক, কানাইমাদারী, চট্টগ্রাম।



চলে গেলেন ঃ সমগ্র বাংলায় আধ্যাত্মবাদের বিভা প্রোজ্জ্বল করে, চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষের হৃদয়ের স্পন্দনে নাড়া দিয়ে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সিপাহসালার মুর্শিদ আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. ২৬ জিলহজ্ব, ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ঈসায়ী রোজ বুধবার ভোর ৪ টায় ৮৫ বছর বয়সে হাজার হাজার ভক্ত মুরীদদের শোক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে পাড়ি জমালেন অনন্তের পথে। আল্লাহর সান্যিধ্যে। জানাযা শেষে দাফন করা হয় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীযীতে।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয



দার্শনিক
আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ.

বলা হয় একজন আলেমের মৃত্যু মানে একটি পৃথিবীর মৃত্যু। যিনি যান, তাঁর হয়ে আর কেউ আসে না। ফেরে না, মায়াবী চোখ তুলে তাকায় না, হাসে না। দেয় না পরামর্শ বেড়ে ওঠার। সে সব সোনার মানুষ চলে যায়, মনের মানুষ যখন বিদায় নেয় তখন ক্লান্তি বেড়ে যায়, দুঃখ বেড়ে যায়। বেড়ে যায় হৃদয় জগতে অশান্ত জ্বালা। বহমান স্রোতের মতো। বেগতিক আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মতো। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাজানো সংসারের শোভা, গোনামাফের কেন্দ্র ছিলেন আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ.। যাকে ইমামুল মা'কুলাত ওয়াল মানকুলাত বলা হতো। সাফিনাতুল ইলম বললেও অতিকথন হবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে যিনি স্বাধীন মুক্ত পাখির মতো ঘুরতেন। সেই সুযোগ্য মানুষটিই আজ নেই। তিনি আর মায়াবী চোখ তুলে কথা বলবেন না। হাসবেন না, চলে গেছেন পরপারে অনেক দূরে, অজানার দিগন্তে। আল্লাহ যখন তার বন্ধুকে কাছে পেতে চান। কিছুই তাঁর অন্তরায় হতে পারে না। আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. বেহেস্তী মানুষের মত হাঁটতেন। তার চলা, বলার মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্য লুকায়িত ছিলো। সম্পূর্ণ অন্যের তুলনায় তার অবস্থান আলাদা, তার লেকচার, দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান গভীর আলোচনা সমৃদ্ধ হতো। অল্পতে রাগ করতেন না, ভালোবাসার চাদর বিছিয়ে সময় কাটিয়েছেন আল্লাহর প্রেমে আসক্ত হয়ে।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান তোরণ

চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। দুনিয়ার মোহ নেই। নেই কোনো যশ খ্যাতির চাহিদা। যা দিয়ে গেছেন, করে গেছেন আল্লাহর প্রেমের আশায়।

জন্ম ঃ আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. ১৯২৫ ঈসায়ীর ৫ জানুয়ারী বন্দর নগরী চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার অন্তর্গত চালিতাতলি গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত দীনদার বংশে মোল্লা আমীর আলী তালুকদারের ঔরসে জন্ম লাভ করেন। পিতা আমীর আলী তালুকদারের বড়ো আশা ছিলো তাকে বড়ো আলেম বানাবেন। সেই অনুযায়ী মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা এঁকে যাচ্ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. শব্দ জ্ঞানের পরিচয় ঘরে বসেই পেয়েছেন। তবে পাড়াগাঁয়ের সেই মক্তবেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, এবং গণিত শিক্ষাও চালু রাখেন। সবুজ শ্যামল গ্রাম্য পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষার সময়ই তার তীক্ষ্ণ মেধা দেখে অবাক হয়েছে পাড়া প্রতিবেশী। পাড়ার অনেকেই এই আশা করতে ছিলো ছেলেটি বড়ো হয়ে কি হয় দেখি। তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলো আত্মীয় স্বজনেরা। একেবারে খালি হাতে ফেরত দেননি তাদের। সময়ের ব্যবধানে জ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হন তিনি।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ তখনো তার গাঁয়ে মাদরাসা শিক্ষার আবহাওয়া লাগেনি। ভর্তি হলেন মাধ্যমিক স্তরে। আনোয়ারা থানার বটতলী হাই স্কুলে। এখানেও তার মেধার স্বাক্ষর মিলেছে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বটতলী হাই স্কুলে অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করেন। গুরুজনদের ভালোবাসা কুড়ান অতি সন্তর্পনে। একজন ভালো ছাত্রকে সব উস্তাযগণই ভালোবাসেন। কাছে টানেন। আপন করে নেন। বটতলিতে তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

ইলমে নববী পাড়ায় ঃ বটতলি হাইস্কুলে পড়াকালীনই তিনি ওয়াজ নসিহত



ছবি ঃ মুহসিনিয়া মাদরাসা গেইট (বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ)

শুনে ক্রমান্বয়ে দীনমুখী হয়ে যাচ্ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে ছুটে আসেন ইলমে নববী পাড়ায়। ভর্তি হন চট্টগ্রাম শহরের জামেয়া আরাবিয়া মুহসিনিয়ায় (এটি বর্তমান হাজী মুহসিন কলেজে পরিণত হয়েছে), জামেয়া মুহসিনিয়ায় তিনি সময় কাটান দু'বছর। এরই মধ্যে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রখ্যাত মুফতী আযিযুল হক রহ. এর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে, ভালবেসে ফেলেন সময়ের আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা আযিযুল হক রহ. কে, তাই জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় ছুটে আসতে বাধ্য হন। তার মন চায় শহরের বন্ধুর জীবন থেকে একটু গাছগাছালির ফাঁক-ফোকরে বসে বিদ্যার্জন করতে। পটিয়ায় এসে আর আসমান দেখার সুযোগ নেই। পড়ালেখায় গভীর মনোযোগ দেন। এখানেই তিনি খুঁজে পান বিজয়ের স্পন্দন, তাই দাওরায়ে হাদীস পড়া পর্যন্ত আর কোনো চিন্তা করতে হয়নি। ১৯৫০ ঈসায়ীতে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া থেকেই সিহাহ্ সিত্তার সনদ লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা ঃ নববী আদর্শের প্রোজ্জ্বল আদর্শ ছাত্রদের মন ও মনন অনেকটাই দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে সুসম্পর্কিত। তাই সবার মতো আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. ও তার ব্যাতিক্রম নন। তিনিও ১৯৫০ ঈসায়ীর শেষের দিকে এশিয়ার বৃহত্তর শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে ছুটে যান।



না গিয়ে আর পারেন কিভাবে? যেখানে হাদীসের দরস দিচ্ছেন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের বীর পুরুষ উপমহাদেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নবীর সরাসরি আওলাদে রাসূল আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। ইলমের পশরা যিনি সাজিয়েছেন। আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. দারুল

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

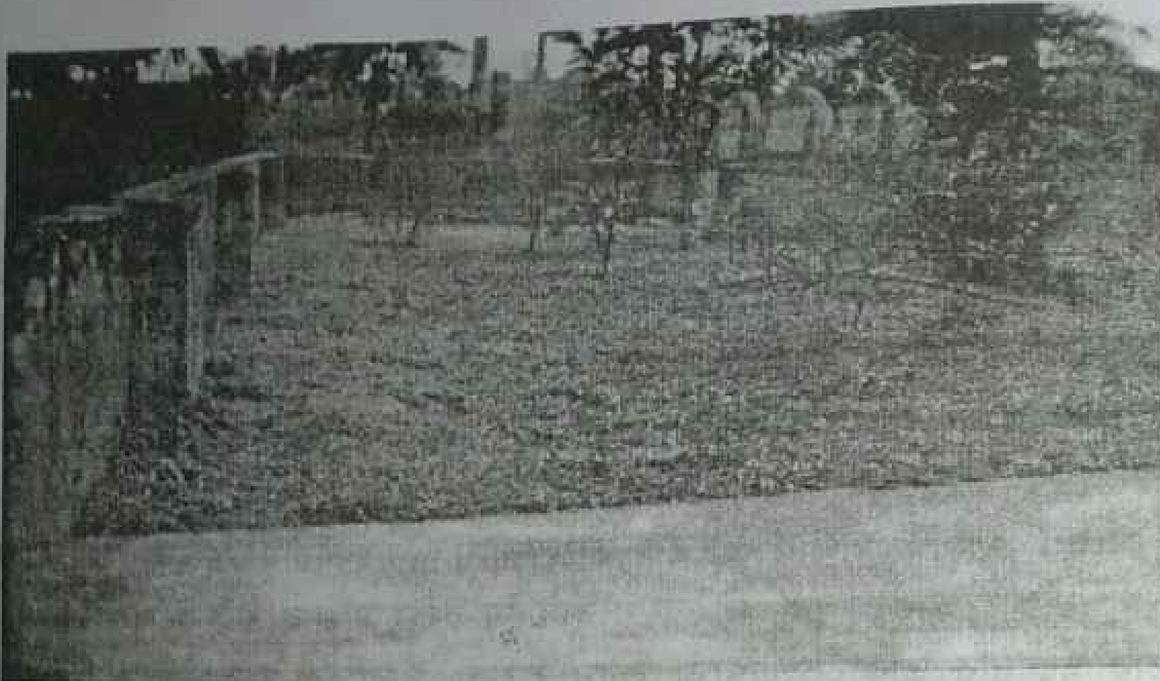
উলূম দেওবন্দে উলূমে হাদীস, তর্ক ও দর্শন শাস্ত্রের উপর তিন বছর পড়াশোনা করেন। ১৯৫৪ ঈসায়ীতে ফিরে আসেন সোনার বাংলায়।

অধ্যাপনা ঃ ১৯৫৪ ঈসায়ীতে দেশে ফিরে বসে থাকেননি। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার তৎকালীন বীরপুরুষগণ তাকে পটিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৫৫ ঈসায়ীতে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অধ্যাপনা যুগে তিনি হাদীস, তাফসীর, দর্শন, মানতিক ফিকাহসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব পড়িয়েছেন। অর্জন করেছেন হাজার হাজার ছাত্রের ভালোবাসা। মুহতারাম উস্তায আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. দাওরায়ে হাদীসে ইবন মাজাহ শরীফ পড়াতেন। তার মজাদার তাকরির এখনো কানে বাজে। মানতেক-ফালসাফার বিভিন্ন দর্শন নিয়ে জটিল আলোচনা অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। ইবন মাজাহ শরীফের যেখানে তিনি তাকরির করতেন সেখানে ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শুনতো। প্রতিটি ছত্রে ছত্রে যেনো দর্শনের স্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠতো। এজন্যই তাকে ইমামুল মাকুলাত ওয়াল মানকুলাত বলা হতো।

দীনি ভ্রমণ ঃ সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাসহ ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেছেন, গিয়েছেন সুদূর লন্ডনেও। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ওয়াজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যেতেন।

ভাষা জ্ঞান ঃ আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. একসঙ্গে বাংলা, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষা সমানভাবে জানতেন। বিশেষ করে আরবী ভাষায় তাকে পণ্ডিত মনে করা হতো।

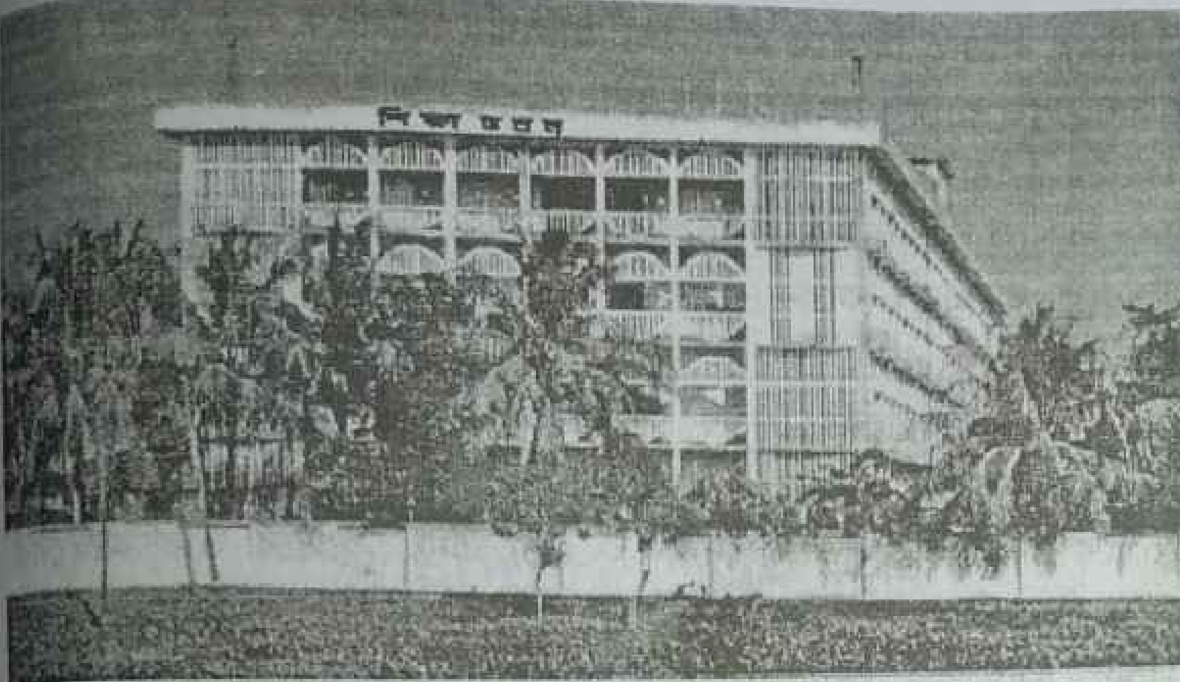
আধ্যাত্মিকতা ঃ যারা প্রকৃতভাবে আল্লাহর প্রেম বুকের মধ্যে ধারণ করেন তারা প্রায়ই কারো না কারো কাছে বাইআত হন। ইসলামে বাইআতের গুরুত্বও অনেক। আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. ও জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার খ্যাতনামা প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল স্বার্থক আধ্যাত্মিক সিপাহসালার আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর নিকট বাইআত হন। ১৯৬১ ঈসায়ীতে তার ইন্তেকাল হলে আল্লামা আনওয়ারুল আজীম রহ. আবারো বাইআত হন বিখ্যাত মনীষী আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী রহ. এর নিকট। আধ্যাত্মিক অশ্বারোহীদের পেছনে ঘুরে মারেফতের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে খেলাফত লাভে ধন্য হন।



শেষ কথা ঃ ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী, বৃদ্ধ বয়সেও দীনের টানে ওয়াজ করতে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার খরনা মাদরাসায় শেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। কথায় কথায় আল্লাহ প্রেমের কথা তুলে ধরছিলেন। মাঝে মধ্যেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। আল্লাহর প্রেমে যেনো উন্মাদপ্রায়। শেষ মোনাজাতে হাত উঠালেন প্রভুর দরবারে। ক্লান্ত মনে অকস্মাৎ জ্ঞান হারালেন। নেয়া হলো হাসপাতালে। সারা রাত আর জ্ঞান ফিরে এলো না। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চত্বরে হাজার হাজার ছাত্রের ভীড়। তাহলে কি আর আনওয়ারুল আজীম সাহেব থাকবেন না। সবারই একই প্রশ্ন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে বসে। অবশেষে ৪ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টায় হাজার হাজার ছাত্র ভক্ত অনুরক্তদের কাঁদিয়ে পাড়ি জমালেন আল্লাহর দরবারে। হারিয়ে গেলো জ্বলন্ত প্রদীপ। প্রোজ্জ্বল বিভা।

পরিবার ঃ শিশুকালেই পিতা মাতাকে হারান। অধ্যাপনাকালে বোয়ালিয়া গাঁয়ের অভিজাত পরিবারে জাহানারা বেগম নামে একজন শিক্ষিতা নারীকে জীবন সঙ্গীনী হিসেবে গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও হাজার হাজার ভক্ত অনুরক্তদের রেখে যান।

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযীয



চেতনার অগ্রপথিক

আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.

শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ক একজন সুমানুষের নাম। যার পুরো জীবন কেটেছে জ্ঞানার্জনে এবং জ্ঞান বিলিয়ে দেবার নিরন্তর প্রয়াসে মগ্ন থেকে। অবহেলায় যার একটু সময় বিলীন হয়নি। যার প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের অবগতি লাভ করা একান্ত জরুরী। যারা নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে গড়ে ওঠেন, গড়ে তুলেন হাজার মানুষ, সত্যিই তারা ভোলার মতো মানুষ নন। তাদের পরিশ্রমী জীবন থেকে কিঞ্চিত আলোকচ্ছটাও যদি আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার পেছনে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা স্বার্থক মানুষে পরিণত হবো। গড়ে ওঠতে পারবো সোনার মানুষে।

জন্ম ঃ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বহু পূর্বেই এখানে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। চট্টগ্রামের প্রাচীন থানা পটিয়া। পটিয়া থানায় আশিয়া নামে চমৎকার একটি গ্রাম রয়েছে। এ গ্রামেই আনুমানিক ১৯১৫ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৩৬ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন যুগশ্রেষ্ঠ কালের প্রদীপ শিশু মুহাম্মদ ইসহাক, পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল। মাতার নাম উম্মে হাবীবা।

বংশ পরিচয় ও শৈশব কাল ঃ শিশু মুহাম্মাদ ইসহাকের পিতামহ ছিলেন মাওলানা গোলাম মোস্তফা রহ.। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দক্ষিণ

ছবি ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবন

চট্টগ্রামের ব্যক্তিত্ব হিসেবে কলিকাতা আলিয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। বয়ে আনেন সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের জন্য অনেক সম্মান।

মাওলানা ইসমাঈল রহ. এর ঘরে শিশু মুহাম্মদ ইসহাক ছাড়াও কালের স্বপ্ন পুরুষ বিখ্যাত দার্শনিক হারুন ইসলামাবাদী রহ. এবং বিশিষ্ট লেখক ইউসুফ আশিয়ায়ী জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে শিশু মুহাম্মাদ ইসহাক হলেন সবার বড়ো।

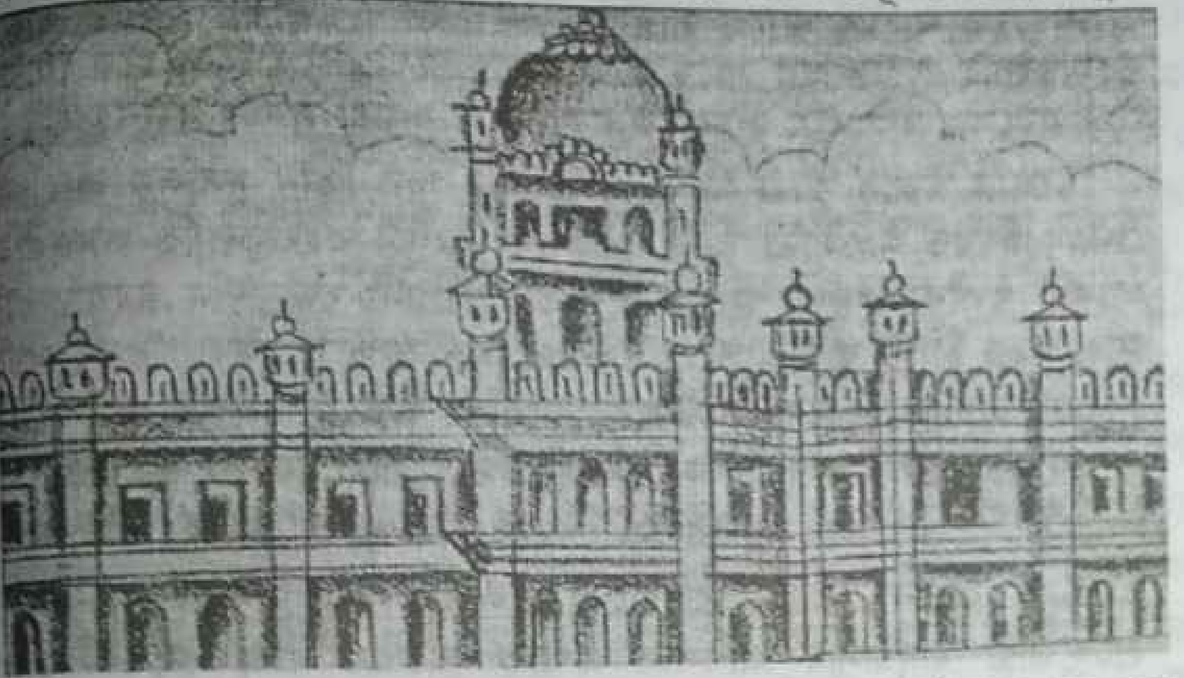
শিশু মুহাম্মদ ইসহাকের শৈশব কেটেছে মা-বাবার পরম আদরে। পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ও মাতা উম্মে হাবীবা শিশু মুহাম্মাদ ইসহাকের মনে কোনো অভাব বুঝতে দেননি। জৈষ্ঠ্য তনয় হিসেবে তার আদরের কোনো সীমা ছিলো না। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও ছিলো অ...নে...ক। শিশু মুহাম্মদ ইসহাকের অবয়বেও ফুটে উঠছিলো দিবালোকের মতো বড়ো মানুষের চিহ্ন। যেনো অচিরেই মধুময় ঘ্রাণ ছড়াবে ফুলের কলি। স্বপ্ন কলির ভেতর থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো আলোর পিড়ান।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিশু মুহাম্মদ ইসহাকের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তার মাতুলালয় পরিণত হলো শিক্ষাগারে। সম্মানিত পিতা ও এক আত্মীয় তাকে পড়াতেন অতি যত্নের সঙ্গে। পবিত্র কোরআন শরীফের সবক নেয়ার পাশাপাশি তাকে ভর্তি করা হয় আশিয়ার ভাটিখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ক'বছরের মধ্যেই তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষকদের স্নেহ ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যান। তাকে নিয়ে গুরুজনদের আনন্দের কোনো সীমা ছিলো না।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ভাটিখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দো'আ নিয়ে পিতার পরামর্শে ১৩৫১ হিজরীতে বালক মুহাম্মাদ ইসহাক চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র, জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে ভর্তি হন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জিরি মাদ্‌রাসায় মাধ্যমিক স্তর তথা শরহে বেকায়া পর্যন্ত সমাপ্ত করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঃ কিশোর মুহাম্মাদ ইসহাক জিরি মাদ্‌রাসায় থাকা কালেই তার অন্তরে জেগে বসে উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের গভীর ভালোবাসা। তাই আর বাংলাদেশে তার মন বসছে না। সব সময় যেনো দারুল উলূম দেওবন্দকেই স্বপ্নে দেখতেন, তাই ছুটে গেলেন দারুল উলূম দেওবন্দে। ইলম চর্চার মূলকেন্দ্রে।

দারুল উলূম দেওবন্দ ঃ কৈশোরত্ব পার হয়নি। এরই মধ্যে কিশোর মুহাম্মাদ ইসহাক উপমহাদেশের বিখ্যাত ইলম চর্চা কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে ছুটে



গেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরো ছয় জন। দেওবন্দে পৌঁছার পর ওরা সবাই ঘাবড়ে গেলো। আল্লামা এজাজ আলী রহ. ভর্তি পরীক্ষা নেন। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই তারা ফন্দি আঁটলো সাহারান পুরে চলে যাবে। কিন্তু কিশোর মুহাম্মাদ ইসহাক সাহারানপুর যেতে কিছুতেই রাজি না। যে ভাবেই হোক দেওবন্দেই পড়তে চায়। অবশেষে ভর্তি পরীক্ষায় সবাই অংশ গ্রহণ করলো। যেদিন ফলাফল দেয়া হবে এর পূর্বের রাতে কিশোর মুহাম্মাদ ইসহাক স্বপ্নে দেখছেন "আকাশে সাতটি তারকা ওঠেছে"। দুটো তারকা একটু উত্তর দিকে তার মধ্যে একটি তারকা ভীষণ আলোকিত হয়ে গেছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার খবর ফলাফল প্রকাশেই বুঝে এসে গেছে। ফলার নম্বর পেয়ে আল্লামা এজাজ আলী রহ. এর বিশেষ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পান তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে।

আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. তার নাতী ইজাজুল হককে বলেন "আমি একদিন স্বপ্নে দেখি সবুজ পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে আমার মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. সহ সবার কবর যিয়ারত করতে গেলাম। আর একদিন দেখতে পাই, মুহতারাম উস্তায আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. আমার খেদমতে খুশি হয়ে আমাকে কাঁধে তুলে খুব নাচানাচি করলেন"।

ছবি ঃ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

যারা আল্লাহর অলি হন, প্রিয় বান্দা হন স্বপ্নেও একে অপরের সাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভালোবাসা বিনিময় করতে পারেন। জেনে নিতে পারেন অনেক তত্ত্ব। বুঝতে পারেন সম্মুখে চলার পাথেয়, দিক নির্দেশনা। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এরকম সুন্দর মানুষদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দে একাধারে হাদীস ফিকাহ ও দর্শনের উপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৩৬০ হিজরীর শেষের দিকে ফিরে আসেন প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা : তখনও দারুল উলূম দেওবন্দেই পড়াশুনা করছেন। বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর খলিফা বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার শর্শদীর পীর আল্লামা নুর বক্স রহ. এর সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ সুগম করেন। আত্মশুদ্ধির পথে পা বাড়ান। তার তিরোধানের পর দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল প্রখ্যাত আলেমে দীন, কুতুবে যামান আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. এর নিকট বাইআত হন।

ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ তরুণ আলেম মুফতী ইসহাক আল গাজী আত্মশুদ্ধির পরিশ্রমে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলেন। আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. তার আধ্যাত্মিক শিষ্যের এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আধ্যাত্মবাদের মূল সম্পদ খেলাফত প্রদান করে তাঁকে ধন্য করেন।

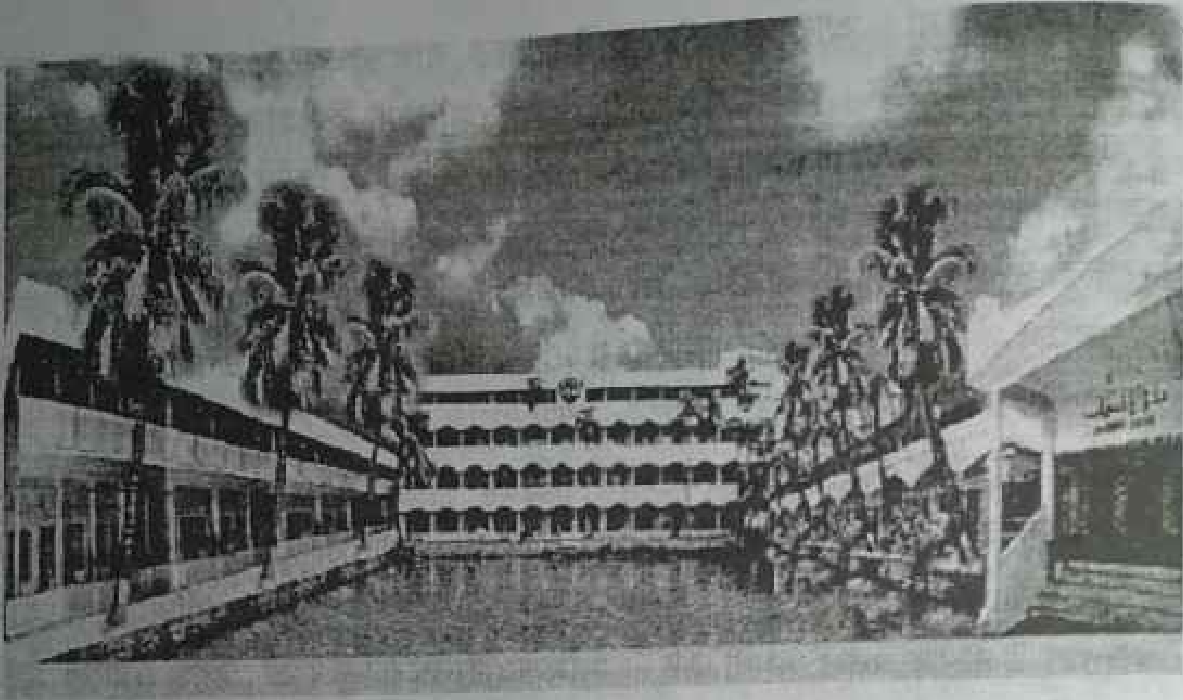


হাজরে আসওয়াদ : হজে যাবার ভাগ্য সবার জুটে না, অনেক অর্থ কড়ির মালিকও যাবো যাবো বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবু আর যাওয়া হয় না। তবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিরা ব্যতিক্রম, তাঁদের অর্থের

ছবি : পবিত্র কা'বা শরীফ

প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তা'আলাই সুন্দর ব্যবস্থা করে দেন। করে দেন চমৎকার আয়োজন। আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ছিলেন। রাসূলের প্রেমে তিনি মূহ্যমান ছিলেন। মক্কা-মদীনার উদ্দেশ্যে তিনি গমন করেছেন একাধিকবার। জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। গায়ে আগের মতো শক্তি নেই। দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাওয়াফ করতে গেলেন। আল্লাহর প্রেম বাগানে। কাবা গৃহের চতুর্দিকে প্রচন্ড ভীড়। ভীড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছা বড়ই কষ্টকর, পাহাড় ঠেলে সরিয়ে দেবার মতো। শরীরে শক্তি হ্রাস পেতে পারে তবে কি তাঁর মনে ভালোবাসার কোনো ফাটল ধরেছে? অবশ্যই না। আরো সতেজ ও লাবন্যময়ী রূপে অপরূপ। অগাধ প্রেমের পশরা মেলে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.। সামনে প্রচন্ড ভীড়। ঐ ভীড়ে ঢুকলে মৃত্যু অবধারিত। বাঁচা কষ্ট কর! তাই ভাবছেন! কিন্তু আল্লাহও তো তাকে ভালোবাসেন। তাই এতো কাছে টেনে নিয়েছেন। তখন বুঝি হাজরে আসওয়াদের চুম্বন থেকে বিরত রাখবেন? না এটা কি করে হয়। কিছুতেই সম্ভব নয়। অকস্মাৎ নাইজেরিয়ান এক শক্তিশালী ব্যক্তি ছুটে এলো। সে বললো ইস ! আপনাকে দেখতে অবিকল আমার আব্বুর মতো মনে হচ্ছে। চলুন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে আসি। সঙ্গে সঙ্গে সে হযরত গাজী সাহেব হুযূর কে কাঁধে তুলে নিলো। চোখের পলকে মনের মতো হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। তৃষ্ণা মেটালেন প্রেমের দরিয়ায়। ইদানিং অনেকে বলছেন আসলে নাইজেরিয়ান শক্তিশালী লোকটি কি মানুষ ছিলো? আল্লাহই সব চেয়ে ভালো জানেন।

অধ্যাপনা ঃ সময়ের ব্যবধানে সব কিছু পাল্টে যায়। পাল্টে যায় পরিবেশ পরিচিতি। দেশ, শহর, বন্দর। সেই সে শিশু মুহাম্মদ ইসহাক। শৈশব কৈশোর ও তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনদীপ্ত আলেমে দ্বীনে পরিণত হয়েছেন। পরিণত হয়েছেন দর্শন ও ফিকাহ শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে। ইন্ডিয়ার বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে আল্লামা ইসহাক আল গাজী ফিরে আসেন ১৩৬০ ঈসায়ীতে। এসেই তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রহ. এর হাতে প্রতিষ্ঠিত নিজ গাঁয়ে আশিয়া এমদাদুল উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার কাজে জড়িয়ে পড়েন। এক বছর এখানে থেকে তার বিভিন্ন গুণগ্রাহীদের বিশেষ অনুরোধে তিনি চট্টগ্রামের নাজিরহাট জামেয়া আরাবিয়া নাসিরুল ইসলামে (নাজিরহাট বড় মাদ্‌রাসা) অধ্যাপনার



কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জীবনের তিনটি বছর কাটিয়ে ১৩৬৫ হিজরীতে ছুটে আসেন বাংলার বিখ্যাত মনীষী আল্লামা আযিযুল হক রহ. এর প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়, এছাড়াও মধ্যখানে চার বছর জামিয়া আরাবিয়া জিরিতে, ১৭ বছর বাবু নগর মাদরাসা ২ বছর হাইলধর মাদ্‌রাসাসহ মোট ৬৭ বছর তিনি অধ্যাপনার কাজে মগ্ন থাকেন।

কর্মদায়িত্ব

মুহাদ্দিস ঃ আযিযুল উলূম নাজিরহাট বড়ো মাদরাসায় আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. ছিলেন তখন মুহাদ্দিস, তাফসীর ও ফাতওয়া বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খুল হাদীস ঃ সারা জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া জুড়ে নয় শুধু সারা দেশময় আল্লামা গাজী সাহেব হুযূরের নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো। জামিয়া কর্তৃপক্ষও তাঁকে সম্মান জানালেন। গ্রহণ করলেন শায়খুল হাদীস হিসেবে।

১৪১৩ হিজরী থেকে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সদরে ফিকাহ ঃ বাংলাদেশে সর্ব প্রথম **তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী** বিভাগ চালু করা হয় দেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায়। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. উপরোক্ত তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী বিভাগের সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ দিন।

ভাইস প্রিন্সিপাল ও শিক্ষা সচিব ঃ ২০০৩ ঈসায়ীতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার খ্যাতিমান প্রিন্সিপাল আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. ইন্তেকাল

ছবি ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম।

ত্যাগ করলে জামিয়ার মজলিশে শূরা তথা পরামর্শ সভায় সর্ব সম্মতিতে আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. কে জামিয়ার ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দায়িত্ব পালনে তাঁর যথাযোগ্য অবস্থান লক্ষ করে জামিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে জামিয়ার সব চেয়ে গুরু দায়িত্ব শিক্ষা সচিবের পদে আসীন হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালনের হাঁড় ভাঙ্গা পরিশ্রম আবার ভাইস প্রিন্সিপালের নয়া দায়িত্ব, কি করবেন তিনি। ভাবছেন, মজলিসে শূরার চাপ তীব্রতর হচ্ছে, কথায় আছে ব্যস্ততম মানুষের জন্যই ব্যস্ততা সম্ভব। তাই মনে করে'ই হয়তো অবশেষে গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা সচিবের গুরুদায়িত্ব।

প্রিন্সিপাল ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. শুধু জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াতেই গুরু দায়িত্ব পালন করতেন না। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতেন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার দারুল উলূম চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্বও পালন কর ছিলেন।

সমাজ ভাবনা ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লবের একজন খ্যাতিমান প্রাণপুরুষ ছিলেন। সর্বদাই তার মন চাইতো দেশটা সুন্দর হয়ে যাক। সমাজ থেকে দূরিভূত হোক অশান্তির কালো ছায়া। প্রবাদ আছে **"দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ"** দেশ ও জাতির চিন্তা ভাবনা তদের মতো ব্যক্তিরাই করে থাকেন। ইসহাক আল গাজী রহ. সে ধরনের একজন ব্যক্তি হিসেবে জাতির প্রোজ্জ্বল বিভা হয়ে কাজ করেছেন সর্বত্র।

খাদেমুল ইসলাম ঃ এ সংগঠনটি আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর হাতে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর এলাকায় যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। একজন আলেমেদ্বীন হলে কি করতে হবে তিনি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সমগ্র এলাকা জুড়ে তিনি নিরক্ষরতা দূরিকরণ অভিযান পরিচালনা করেন এ সংগঠনের মাধ্যমে। আশাতীত ফল পান এতে। সাধারণ মানুষ হযরত গাজী সাহেব রহ. এর এ কর্মসূচী কে স্বাগত জানান দু'হাত প্রসারিত করে। বিশেষ করে এলাকার বয়স্ক শিক্ষা কোর্স চালু করে মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দান সর্ব সাধারণ নিরক্ষরদেরকে অক্ষর দান করাই ছিলো খাদেমুল ইসলাম সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ হযরতের এ কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আঞ্জুমানে হিদায়েতুল ইসলাম ঃ উপরোক্ত সংগঠন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এটিও সর্ব শ্রেণীর আলেম ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি বহুমুখী সেবায় যুগপোযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে যুগান্তকারী স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। আল্লামা গাজী সাহেব রহ. জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় থাকাকালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সংগঠনটি দেশ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে সারা দেশে এগুলো ছড়িয়ে দেন। সহযোগিতা করেন তার আপন ভাই বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট আল্লামা ইউসুফ আশিয়ায়ী। আঞ্জুমানে হিদায়েতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত নিম্নে কয়েকটি বইয়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

কবর পূজার বিষফল ঃ পুরো চট্টগ্রাম জুড়েই অলি আল্লাহদের মাজার নিয়ে চলছে গভীর চক্রান্ত। অনেক ক্ষেত্রে মাজারকে পূজার স্থানে পরিণত করছে। এসব দেখে আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. খুব ব্যথিত হন। চোখের সামনেই তিনি দেখছেন মাথায় টুপি দিয়ে মানুষ মাজারে যায় সেজদা করে, পূজা করে, বাদ্য বাজায়। সে সব মানুষের ঘুম ভাঙ্গাতে "কবর পূজার বিষফল" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের কারণে সে সময় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বলতে গেলে সময়ের চমৎকার পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ্রীস্টান মিশনারীর কবলে মুসলমান ঃ এক সময় ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলো রাজত্ব, আধিপত্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। তখন তারা ভারত উপমহাদেশে এসেছিলো ব্যবসার নামে। নাম দিয়ে ছিলো **"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী"** হিসাবে। একদিন আলেম উলামার সুনিবিড় গণ আন্দোলনের তীব্রতার মুখে সেই ইংরেজ বেনিয়ারা আর টিকতে পারেনি। পালাতে বাধ্য হয়। তবে চক্রান্ত বন্ধ হয়নি। আজ আবার তারা নাগালের পাশে। আমাদের খুব কাছে বসে তারা নাটাই ঘুরাচ্ছে। এবার লেভেল লাগিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। কাজ চলছে সেবার আড়ালে, সেবার মুখোশ পরে তারা এখন আমাদের চত্বরে। দখল করে নিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। অতি সংগোপনে মুসলমানদের বানাচ্ছে খ্রীস্টান। হত দরিদ্র মা-বাবারা অর্থের গাঁড়াকলে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে খ্রীস্টান হতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের অশিক্ষিত ও দরিদ্র এলাকাগুলোতেই তাদের সার্থক বিচরণ। সেসব খ্রীস্টান

মিশনারীর বিরুদ্ধে চমৎকার একটি রুচিসম্মত গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন **"খ্রীস্টান মিশনারীর কবলে মুসলমান"** এ গ্রন্থটিও সর্বমহলে খুবই প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় খুৎবা পড়িব না কেন? ঃ বাংলা ভাষায় খুৎবা পড়া আরেকটি ফেতনা সমাজে মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠেছিলো। যারা মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশুনা করে ফিরে আসে তাদের মধ্যে এধরনের বিব্রতকর প্রবণতা দেখা দেয় অথচ প্রিয় রাসূল সা. আরবীতে খুৎবা পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আঞ্জুমানে হিদায়াতুল ইসলাম সমাজ থেকে এ ধরনের হটকারী মূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অপূর্ব একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। নাম রাখলেন **"বাংলা ভাষায় খুৎবা পড়িব না কেন"?**

যুগ ও ধর্ম ঃ সাধারণ মানুষ যুগ সম্পর্কে সচেতন নয়, সচেতন নয় ধর্ম সম্পর্কে। অনেক সময় নিজের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিশ্রণ করে এলোমেলো করে ফেলে। সব হয়ে যায় একাকার। তাই আঞ্জুমানে হিদায়াতুল ইসলাম প্রকাশ করে যুগ ও ধর্ম নামে আরেকটি গ্রন্থ। এছাড়াও ফতওয়ায়ে শামী গ্রন্থকারের **"শিফাউল আলীল"** গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন।

মজলিসে হিদায়াত ঃ মানব জাতির ইহ-পরকালের স্বার্থক উন্নতি কামনা করতেন আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে সমাজে কাজ করতেন। এ জন্য প্রয়োজন হতো একটি সংগঠনের। সাংগঠনিক মননশীলতার উন্নতি ছাড়া সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। শুধু দেশ জাতির স্বার্থেই তিনি আরো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর নাম হল **"মজলিসে হিদায়াত"**। মজলিসে হিদায়াতের মাধ্যমেও সমাজের অনেক সেবামূলক কাজ করেন। অন্ধকার সমাজকে ফিরিয়ে আনেন আলোর পথে।

সংগ্রামী জীবন

ইংরেজ খেদাও আন্দোলন ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. তখন উপমহাদেশের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে। ১৩৫৮ হিজরীর কথা। দেওবন্দের হাদীসের মসনদে বসে জ্ঞান বিতরণ করছেন ইংরেজ ক্ষেদাও আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিখ্যাত সাধক আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। তখন সারা উপমহাদেশ জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিলো। গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের হাজার হাজার বৃক্ষের কোনো শাখাই বাদ রাখেনি যেখানে ইংরেজরা একজন আলেমের লাশ ঝুলায়নি। মারাত্মক কার্ফ্যু

জারি ছিলো সমগ্র ভারতবর্ষে। রাতের আঁধারে লাইট জ্বালালে লাইট বরাবর গুলি করা হতো। তছনছ হয়ে যেতো অসংখ্য পরিবার। নির্যাতিনের স্টিম রোলারে চাপা খেয়ে আলেমগণ ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছিলো। আজাদী আন্দোলন, রেশমী রোমাল আন্দোলনসহ আরো অসংখ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন উলাময়ে কেরাম। তার মধ্যে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ইংরেজ খেদাও আন্দোলনকে তিব্রতর করে প্রশাসনকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলেন। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. সেই বিখ্যাত ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের রূপকার আল্লামা মাদানী রহ. এর শিষ্য ছিলেন। তখন তার ভেতরেও ইংরেজ বিরোধী চেতনা জ্বলে ওঠেছিলো। তিনিও ঝাপিয়ে পড়েছেন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের প্রতিটি মিছিল মিটিংসহ সর্বপ্রকার সংগ্রামে।

ভাষা আন্দোলন ঃ ১৯৫২ ঈসায়ীর কথা। তৎকালীন সরকার আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলো উর্দূ ভাষা। বাংলা ভাষা ছেড়ে দিতে হবে। উলামায়ে কেরাম কিন্তু উর্দু ভাষা চর্চা করছিলেন পাশাপাশি বাংলা ভাষাও। কিন্তু এ বিষয়টি স্বার্থসচেতন পাকিস্তানীদের আর সহ্য হয়নি। ঢাকার তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে শুরু হয়ে যায় আন্দোলন। ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশময়। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. তখন মায়ের ভাষার প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। তিনিও ফুঁসে ওঠেছিলেন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সব শিষ্যরাই দেশ, মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকতর যুগ সচেতন ছিলেন। ছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ঃ সারা দেশ জুড়ে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর যতো শিষ্য রয়েছেন সবাই পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সরাসরি যুদ্ধ করেছেন আল্লামা কাজি মুতাসিম বিল্লাহ দা.বা., আল্লামা কুতুবুদ্দিন দা.বা., আল্লামা মুফতী নূরুল্লাহ দা.বা., আল্লামা ফরিদউদ্দীন মাসউদ দা.বা. প্রমূখ। তাছাড়াও আল্লামা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ., আল্লামা সিদ্দিকুল্লাহ দা.বা. যুদ্ধকালীন সময়ে '৭১ এর যুদ্ধকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে সারা দেশের অসংখ্য আলেম যুদ্ধ করেছেন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭১ এ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় এসে আত্মগোপন করেছিলেন। যুদ্ধে পাকিস্তানীদের বোমায় জামিয়া ইসলামীয়া পটিয়ার একটি বিল্ডিং ধ্বসে যায়। শাহাদাত লাভ করেন জামিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কবি আল্লামা মুহাম্মাদ

দানেশ রহ.। আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর শিষ্যদের মধ্যে আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. অন্যতম। তিনিও জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে সরব ভূমিকায় ছিলেন।

কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কখনোই তিনি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেননি। কোরআন হাদীসে যা নেই সেসব মনগড়া কলাকৌশল বর্ণনা করে সাধারণ লোকদের ধোঁকা দিচ্ছিলো একদল নামধারী ও লেবাসধারী পীর। প্রকৃতপক্ষে তারা কোনো পীরও নয় প্রকৃত কোনো আলেমও নয়। সাধারণ মানুষদের পরিচালনা করার কোনো যোগ্যতাও তাদের ছিলো না।

নাজিরহাট আন্দোলন ঃ যখন আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নাসিরুল উলূম নাজিরহাট বড় মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করছেন, তখন চতুর্দিকেই অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভাসতে শুরু করেছিলো পুরো এলাকা। সহ্য হয়নি আল্লাহর এই মোমিন বান্দার। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে সত্য ও সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরে অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। নাম ধারী আলেম কুসংস্কারের প্রেতাত্মারা তখন ক্ষেপে যায়। তারা দলবদ্ধ ভাবে আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর উপর ঘৃণ্য আক্রমন চালায়। আক্রমন করে নাজিরহাট বড় মাদ্‌রাসায়। ফলে মাদ্‌রাসাটি তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. সারা জীবনের জন্য একটি চক্ষু হারান। যতোদিন বেঁচে ছিলেন একটি চক্ষু দিয়েই তাঁকে বোখারী শরীফের দরস প্রদান করতে হয়েছে।

কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলন ঃ ইংরেজদের দালাল মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে নবুয়তের দাবী করে বসে। ফলে শুরু হয় সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তাদের কাফের ঘোষণা দিয়েছে, বাংলাদেশেও এধরনের একটি দাবী জানিয়ে আসছিলেন উলামায়ে কেরামগণ। এজন্য উলামায়ে কেরামকে করতে হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, সে আন্দোলনের সঙ্গে মৃত্যু অবধি তিনি জড়িত ছিলেন। এজন্য দেশের বড় বড় মঞ্চে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। কথা বলেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাও ছিলেন তিনি।

ফাতওয়ানিষিদ্ধ রায়বিরোধী আন্দোলন ঃ অকস্মাৎ সামান্য একটি গ্রাম্য লোকের কথার জের তুলে ধরে হাইকোর্টে ফাতওয়া বিরোধী রায় প্রদান করা হল। সঙ্গে

সঙ্গে সমগ্র দেশ ফুঁসে ওঠলো। হরতাল অবরোধ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলো। বি-বাড়িয়ায় ছয় জন মাদ্রাসা ছাত্র প্রাণ হারালো। সে.......... আন্দোলনেও তিনি স্বার্থক অংশীদার ছিলেন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির শীর্ষস্থানীয় অন্যতম নেতা ছিলেন। মৃত্যু অবধি ফাতওয়ার পক্ষে কাজ করে গেছেন। ফাতওয়া দিয়েছেন। ফাতওয়া বিভাগ পরিচালনায় যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঃ আল্লামা ইসহাক আল-গাজী রহ. শুধু দেশের অভ্যন্তরেই পরিচিত ছিলেন না। ভারত পাকিস্তান বার্মা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সরাসরি সফর করেছেন। তাঁকে দেখার জন্যও মসজিদে নববীর খ্যাতিমান ইমাম ও খতীব ছুটে এসেছেন। ছুটে এসেছেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা মালিক আব্দুল হাফিজ মক্কী, আল্লামা তাকী উসমানীসহ ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামগণ। হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মদীনায় গেলে সেখানেও অসংখ্য দীন প্রেমিক ত্রাণ কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হতো, পরামর্শ হতো। হযরত গাজী সাহেব হুযূরের কারণেই আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

ভাষা জ্ঞান ঃ একই সঙ্গে তিনি চারটি ভাষায় অনর্গল লেখতে ও বলতে পারতেন। বাংলা, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় তার দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়। চার ভাষাতেই তিনি লেখালেখি করেছেন। ভাষা শেখার প্রতি তাঁর টানও ছিলো অন্য রকম। ছাত্রদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট লক্ষ রাখতেন। তার ছোট ভাই হারুন ইসলামাবাদীর সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে একবার আরবী অভিধান মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভাইটি যেনো যোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে।

আদর্শ গুরু ঃ শিক্ষক হিসেবে তিনি একজন অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মোট ৬৭ বছরে তাঁর শিক্ষকতা জীবনে পরিশ্রান্ত পরিব্রাজকের মতো কাজ করেছেন। সুন্নতি নিয়মে বসতেন, মাথার পাগড়ি বেঁধে হাদীস পড়াতেন। কোনো ছাত্র ভুল বললে তিনি বলতেন ইনশাআল্লাহ হয়নি। ছাত্ররা তার সঙ্গে কথা বলতে আসলেই তিনি মৃদু হেসে কথা বঁলেতেন। নাম, বাড়ি জিজ্ঞেস করতেন। পড়াশুনার খোঁজ খবর নিতেন। প্রায় ছাত্রই তার পরামর্শে জীবন চালাবার চিন্তা ভাবনা করতো।

তাঁর বিশিষ্ট উস্তাযগণ

১. আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.

২. আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ.

৩. মাওলানা এজাজ আলী রহ.

৪. আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ.
৫. আল্লামা মুহাম্মদ ইদরিস কান্দলভী রহ.
৬. আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব রহ.
৭. আল্লামা মুফতী রিয়াজুদ্দীন রহ.
৮. আল্লামা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.

তাঁর হাতে গড়া ছাত্ররা

সারা পৃথিবী জুড়ে তার অসংখ্য ছাত্রশিষ্য ছড়িয়ে আছে। তার মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল।

১. আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী সাহেব রহ.
২. আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব দা.বা.
৩. আল্লামা মুফতী আব্দুল হালিম বোখারী সাহেব দা.বা.
৪. আল্লামা মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব দা.বা.
৫. আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব সাহেব দা.বা.
৬. আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদিদ সাহেব দা.বা.
৭. আল্লামা মুফতী মোজাফফর আহমদ সাহেব দা.বা.
৮. আল্লামা রফিক আহমদ মুহরবী সাহেব দা.বা.
৯. আল্লামা মুফতী শামসুদ্দিন সাহেব দা.বা.
১০. আল্লামা মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ সাহেব দা.বা.
১১. আল্লামা আবদুর রহমান উখিয়াবী সাহেব দা.বা.
১২. আল্লামা অবদুল জলিল সাহেব দা.বা
১৩. আল্লামা হাফেজ নুরুল হক সাহেব দা.বা.

শিল্প সাহিত্য ও রচনা ঃ সাহিত্য জগতে আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর প্রথম পরিচয় হলো তিনি পুরো দস্তুর একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তার লেখা আরবী কাব্য গ্রন্থ **"সানায়ে খাইরুল বারিয়্যাহ"** মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়াও লেখালেখি জগতে অনেক কাজ করেছেন। নিম্নে তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

১. মওদুদী ও ইসলাম
২. নাজাতুল ইনসান
৩. মির্জা গোলাম আহমদ আওঁর নবুয়ত (উর্দূ)
৪. হুকুকুল ইবাদ
৫. যুগও ধর্ম

৬. সানায়ে খাইরুল বারিয়্যাহ
৭. কুরবানীর ফাজায়েল ও মাসায়েল
৮. ফাজায়েল ও মাসায়েলে রমজান
৯. কুরআন-হাদীসের আলোকে দুর্যোগ ও তার প্রতিকার
১০. কুরআন হাদীসের আলোকে কোরআন তিলাওয়াত ও কতিপয় সূরার ফজীলত

এছাড়াও তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

১. কমিউনিজম কি ও কেন?
২. খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা (ঈসাবেলা বইয়ের সারসংক্ষেপ)
৩. মিশকাত শরীফের তাকরীরের সমষ্টি
৪. দীওয়ানে মুতানাব্বীর তাকরীরের সমষ্টি
৫. মাওয়াদুল ফাওয়ায়েদ (বিভিন্ন কিতাব হতে সংগৃহীত ফায়েদামূলক তথ্য ও তত্ত্ব)।

ছোটদের প্রতি ভালোবাসা ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. অনেক বড়ো মানুষ। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানিত পদ শায়খুল হাদীসের পদে তিনি সমাসীন। পুরো মাদরাসার সবাই তাঁকে দেখামাত্র সালাম বিনিময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কিন্তু তার পূর্বেই তো হযরত গাজী সাহেব হুযুর সবাইকে বিস্মিত করে সালাম দিতেন। সালাম গ্রহীতাগণ ব্যর্থ পথিকের মতো তাকিয়ে থাকতেন।

বড়ো প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া। শিশুদের সম্ভব হয় না সব উস্তাদদের চেনা। বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর ছাত্রদের উপরের স্তরের উস্তাযদের চেনা সম্ভব হয় না। মাঝে মধ্যে পথে জট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতো শিশুরা। জট দেখে নীরবে দাঁড়িয়ে পড়তেন আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ.। শিশুদের প্রাচীর ভেদ করে তিনি কখনোই হাঁটতেন না। শিশুদের তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং কাছে টেনে নিতেন। এটা সেটা হাতে তুলে দিতেন, শিশুরা খুশি হয়ে যেতো তাঁর চমৎকার আচরণে।

রেখে যাওয়া পরিবার ঃ আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর ঘরে চার পুত্র ও দু'জন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন।

চার জন পুত্র ঃ

১. হাফেজ নূরুল হুদা ২. মাওলানা মোস্তফা
৩. মাওলানা শামসুদ্দিন ৪. মাওলানা ইয়াহইয়া

দুজন কন্যা ঃ

১. সালেহা বেগম, স্বামী ঃ মাওলানা ইসমাঈল বিন আল্লামা মুফতি আজিজুল হক রহ.।

২. ফারহানা বেগম স্বামী ঃ মাওলানা আবুল কালাম সাহেব।

কারামাত ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা তার খাস বান্দাদের খুব ভালবাসেন। পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে খুব ভালোবাসেন তারা হন আল্লাহর প্রিয় মানুষ, তাদের কাজ কর্মে ফুটে ওঠে নানাবিধ এমন ক্রিয়াকর্ম যা সাধারণ অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর সবচেয়ে বড় কারামাত হলো তিনি তার আপাদ মস্তক সুন্নতে নববীর উপর পরিচালনা করেছেন। সুন্নত পরিপন্থী সামান্যতম কাজও তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়নি।

আল্লামা জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর নিকট তার এক শিষ্য অনেক দিন কাটিয়ে বললেন আমি চলে যাচ্ছি। হযরত বাগদাদী রহ. বললেন,

- কেনো চলে যাচ্ছো?
- এতো দিন থাকলাম একটি কারামাতও দেখিনি আরো থাকবো কেন?
- তুমি কি আমার কাছ থেকে সুন্নত পরিপন্থী কোন কাজ দেখতে পেয়েছো?

তখন শিষ্য জ্বি-না বলে চুপ হয়ে গেলো। আল্লামা বাগদাদী রহ. বললেন কারামাত আবার কি জিনিস? সুন্নতে নবীর উপর ধারাবাহিক আমলের চেয়ে আর কি বড় কারামাত হতে পারে?

- বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক জনাব ডাক্তার আব্দুল করীম সাহেব হযরত গাজী সাহেব হুযুরের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য সমুদ্র সৈকতে নিয়ে গেলেন।

মাগরিবের কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আব্দুল করীম সাহেব বললেন, "হযরত এখানে আরো থাকবেন"? প্রশ্নের উত্তরে হযরত গাজী সাহেব হুযুর বললেন আমার তো খুব থাকতে ইচ্ছে করছে। তারপরও চলে যেতে হবে।

এরপর গাড়ীতে ওঠে না বসতেই আকাশের কোনো সিগনাল ছাড়াই অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগলো। উমায়ের ও মুহসিন বলল এটি হুযূরের কারামত ছাড়া আর কিছু নয়।

- একদিন অকস্মাৎ হযরত গাজী সাহেব হুযূরের মোবাইলটি চুরি হয়ে গেলো। কোথাও খোঁজে পাওয়া গেলো না। পরের দিন অই নাম্বারে ফোন করলে চোরটি বলল, ভাইজান দয়া করে মোবাইলটি নিয়ে যান।

সারা রাত আমার ঘুম হয়নি! অশান্তি আর অশান্তি! এরপর সে হুযূরের কাছে ক্ষমা চায়, এতে তার অশান্তি দূরীভূত হয়।

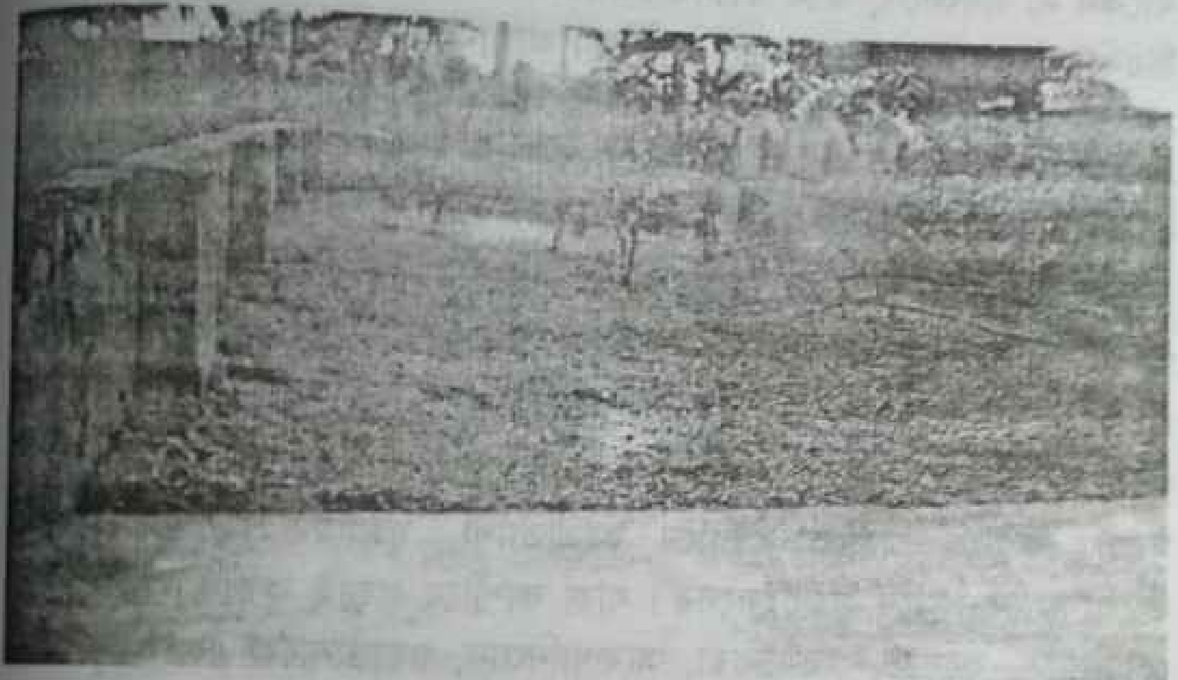
❖ আল্লাহর খাস বান্দাদের আল্লাহ তা'আলা আগেই জানিয়ে দেন। কখন তারা চলে যাবেন। মৃত্যুর সব কিছু আল্লাহর হাতে হলেও তিনি তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন। সময়ের সাহসী শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. যেদিন চলে যাবেন পরপারে, তখন উপস্থিত যারা ছিলো তাদেরকে ডেকে বললেন, আমার সময় চলে এসেছে একজন সূরা ইয়াসিন পড়ো, আরেক জন ইস্তিগফার পড়ো। এমন সময় জান্নাতের হুর পরীদের স্বাগতম শ্লোগান দেখছিলেন হয়তো। হযরত গাজী সাহেব হুযূরের কথাই ঠিক হলো। চলে গেলেন সে দিনই অনন্তের পথে।

❖ সাপ মানুষকে দংশন করে। মেরে ফেলে। এটাই চিরন্তন সত্য। তবে এর উল্টোও কি হতে পারে? কেনো হবে না? সাপও যে মহান আল্লাহর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসে তাদের জন্য সাপতো কিছুই না। একদিন আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. প্রয়োজন সারতে বসেছেন একটি জঙ্গলের পাশে। প্রয়োজন শুরু না করতেই ধেয়ে আসছিলো একটি বিষাক্ত সাপ। হযরত গাজী সাহেব হুযূর, ভেবে পেলেন না কি করবেন। সাপটি আর সামান্য আসলেই তাকে দংশন করবে। তবে সাপটি খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো তার মন চাচ্ছিল না ওঠে যেতে। খুব কাছে চলে আসলে অকস্মাৎ আকাশ থেকে একটি চিল পাখি সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তিনি বিপদ মুক্ত হন। এভাবেই আল্লাহ তার বিশেষ বান্দাদের সংরক্ষণ করে থাকেন।

এরকম আরো অসংখ্য ঘটনার জন্ম হয়েছে তাঁর জীবনের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। সমাজে তাদের মতো মানুষের আলোকিত জীবন খুবই প্রয়োজন।

জীবনের শেষ দিনগুলো ঃ ২০০৬ ঈসায়ীর শুরুর দিকে অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রমজানের পরেও দেখেছি কতো দ্রুত হেঁটে মসজিদে যাচ্ছিলেন। মনেই হতো না তাঁর ৯১ বছর। তাগড়া যুবকের মতো তিনি হাঁটতেন। কতো চমৎকার ভাবে ক্লাস নিতেন। সময়ের কোনো হের ফের হতো না কোনো দিন। সময় মতো আসতেন। নিয়মতান্ত্রিকতার ব্যাঘাত ঘটলো অকস্মাৎ। অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ভালো হচ্ছেন আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মধ্যে মধ্যে আবার ক্লাসও নিচ্ছেন। হাসপাতালের বেডে তার মোটেই ভালো লাগেনা,

শুধু মাদরাসায় চলে আসতে ইচ্ছে করে। মাদরাসায় নিয়ে আসা হলেই ছুটে আসেন ক্লাস নিতে, সবাই বাধা দেয়। না, তিনি বাধা মানবেন না, আল্লাহর নবীর হাদীস তিনি মৃত্যু অবধি পড়াতে চান, আমরা ২০০৬ এর দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা তার জন্য একটি হুইল চেয়ার কিনে ছিলাম। বেশ ক'দিন এটিতে করে এসে আমাদের ক্লাস নিয়েছেন তিনি। তার ক্রমোবনতি অস্থির করে তুললো ছাত্রদের।



চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বেডে তাঁর আর ভালো লাগছে না। মনের প্রশান্তি বৃদ্ধির জন্য ঘরোয়া পরিবেশে চিকিৎসার জন্য বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক জনাব ডাক্তার আব্দুল করিম তাঁকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তার ভালোবাসায় তিনি মুহ্যমান। অন্তহীন সেবার পশরা খুলেছিলেন ডাক্তার আব্দুল করীম। হযরত গাজী সাহেব হুযূরকে দেখার জন্য কতো ভীড় জমতো, প্রায় সবাইকে খাবার খাইয়ে দিতেন। আদর আপ্যায়ন করতেন।
হযরত গাজী সাহেব হুযূরের অন্তরের প্রশান্তির জন্য নিয়ে গেছেন সেই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। শুধু মনে একটু প্রফুল্লতা দেয়ার জন্য। আনন্দের দোলা দেয়ার জন্য।
তবে তাঁকে মহান আল্লাহ্‌তো কাছে নিয়ে যেতে চান। কাছে পেতে চান। বান্দার আর কি করার থাকে। কোনো সেবাই আর কাজ করে না। কোনো যন্ত্রই আর তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারে না।
অবশেষে হাজার হাজার ছাত্র ভক্তকে কাঁদিয়ে পাড়ি জমালেন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ১৮মে ২০০৬ বৃহস্পতিবার রাত ২টায়। এদিনই বাদ আসর তাঁর

ছবি : জামেয়ার মাকবারায়ে আজীম

নামাজে জানাযা পড়ান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার খ্যাতিমান মহাপরিচালক আল্লামা নুরুল ইসলাম কাদীম দা.বা.। তাঁকে দাফন করা হয় জামিয়ার মাকবারায়ে আযীযীতে।

শেষ কথা ঃ আমরা যাদের খুব ভালোবাসি, যাদের সঙ্গে থাকে আমাদের গভীর প্রেম, তাদের কেউই চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে আসেন না। বেঁচে থাকেন না সর্বকালে, তবে তাদের ক্রিয়াকর্ম কথার কারুকাজ অনুরণিত করে চিরকাল আমাদের হৃদয়ে মনের গভীরে। আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. সে কাতারের একজন জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন, যার-চোখের ইশারায় জেগে ওঠেছে ঘুমন্ত মানুষ। মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের মতো। সুসংস্কারের পেছনে শাহাদত লাভ করেছে তার একটি চোখ। তবু তিনি দমে গেছেন? না, এগিয়েছেন দুর্বার গতিতে। হৃদয় মেলে মানুষকে ডেকেছেন সত্য ও সমৃদ্ধির দিকে। আলোকিত পৃথিবীর দিকে। শিষ্য গড়েছেন হাজার হাজার, লেখেছেন দুহাত খুলে। সমাজের পরতে পরতে শান্তির আবহাওয়া ছড়িয়ে দেবার লক্ষে মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার দুর্বার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে জাতির কল্যাণে আত্মত্যাগী, মুজাহিদ হিসেবে। তিনি ভালোবাসতেন মর্দে মুজাহিদদের। যারা কাশ্মীরে লড়াই করছে। ফিলিস্তিন, চেচনিয়াত, কসোভ, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, গুয়ান্তানামো বেসহ পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম নারী পুরুষ শিশু সন্তান কেঁদে ওঠতো তার আত্মায় পানি থাকতো না, পীড়ন যন্ত্রের মতো কষ্ট অনুভব করতেন। চোখ ভেজাতেন, দো'আ করতেন **"আল্লাহুম্মার যুকনা শাহাদাতান কামিলাতান ফি সাবিলিকা"**। সত্য বিকাশে হৃদয়ের সব কিছু দিয়ে যিনি কাজ করেছেন তাকে কেউ ভুলতে পারে না। তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। অনাগত প্রজন্মের জীবন গড়ার প্রত্যয় হিসেবে কাজ করবে তাঁর জীবনালেখ্য।

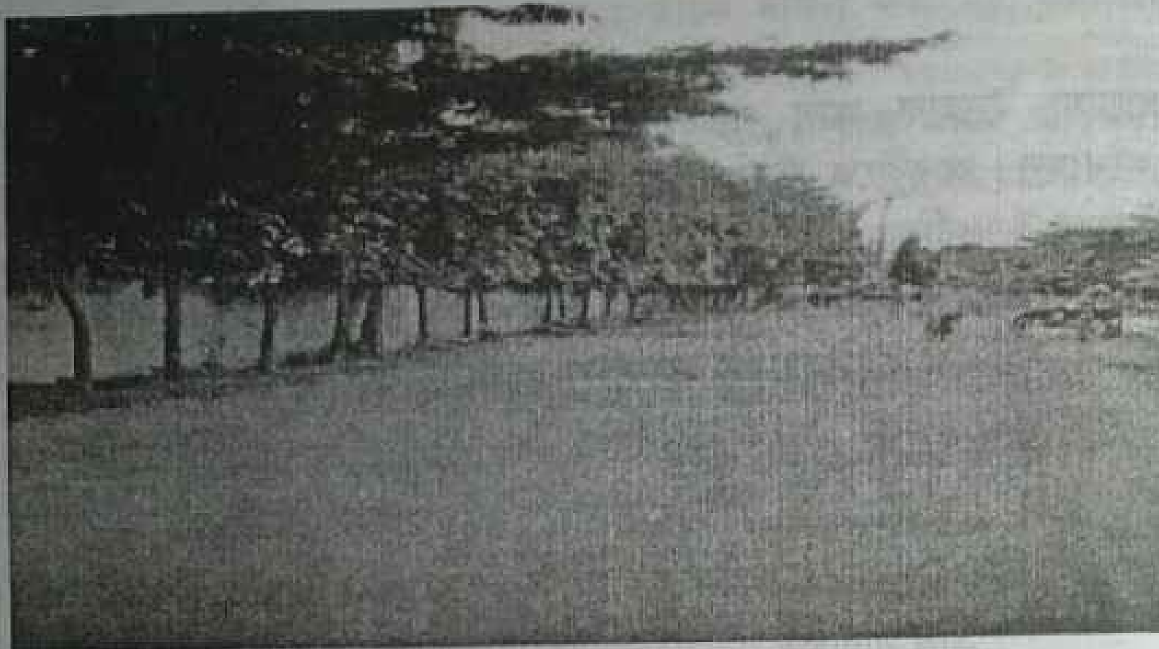
শুধু আমাদের প্রার্থনা হবে প্রভূর দরবারে, প্রভূ! তোমার দানের তুলনা নেই। জান্নাতের সুউচ্চ আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করো! আমীন!

আল্লামা ইসহাক আল গাজী রহ. এর স্মরণে অনেকেই শোকগাথা লেখেছেন। আরবীতে, উর্দুতে, বাংলাতে, অনেক লেখালেখি হয়েছে। নিম্নে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ উস্তায
আল্লামা আবদুল মান্নান দানেশ দা.বা. এর একটি কবিতা তুলে দেয়া হলো ঃ

বিয়োগ ব্যথায় জ্বলছি আমি

বিয়োগ ব্যথায় জ্বলছি আমি
তপ্ত আমার মন,
শান্তি ছাড়া তিক্ত জীবন
ক্লান্ত সারাক্ষন।
জর্জরিত মনটা আমার
ভীমরুলের বাসা,
ব্যথার জলে ডুবছি আমি
ভাঙছে আমার আশা।
কোথায় গিয়ে বলব কাকে
আমার শতো দুঃখ,
সবাই দেখি জ্বলছে ব্যথায়
মনটা তাদের রুক্ষ।
শস্য শ্যামল বাগান ছিল
দেখছি গতকাল,
তোমার মত মানুষ পেতে
কাটবে শতকাল।
শোকাহত পাখির মুখে
নাইরে কোন গান,
তোমার মুখের মুক্তো খোঁজায়
বাড়ছে সবার টান।
শাইখুল হাদীস ইসহাক গাজী
সবার প্রিয় ছিলেন,
বন্ধু ছিলেন আল্লাহ তা'আলার
তাইতো ডেকে নিলেন।

মারেফত ও ইলম বাগানের
তিনি সবুজ পাখি,
তাঁকে ছাড়া এই বাগানে
কেমনে বলো থাকি।
হাদীস, ফিকা'র গভীর থেকে
ঝরতো মুখে জ্ঞান,
দ্বীন প্রচারে তাঁর সে মনে
থাকতো লেগে ধ্যান।
দরস দানের চাতুরতায়
ছাত্র পাগল পাড়া,
তাঁর বিয়োগে কান্না মুখী
সবাই দিশেহারা।
এই পৃথিবীর জাগায় জাগায়
তাঁর কাফেলা দেখি,
সব জাগাতে কান্না পাহাড়
জমছে কেবল একি?
ছেলে মেয়ে ভক্ত সবাই
কাঁদছে তাদের প্রাণ,
তার বিরহে ছন্ন ছাড়া
পাইনা সুখের ঘ্রাণ।
আল্লাহ তুমি শোকাপ্লুতের
ধৈর্য করো দান,
পর পারে দিও তাঁকে
উচ্চ বাসস্থান।



মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ রহ.

জন্ম ঃ মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ রহ. চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার তুলাতুলী গাঁয়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

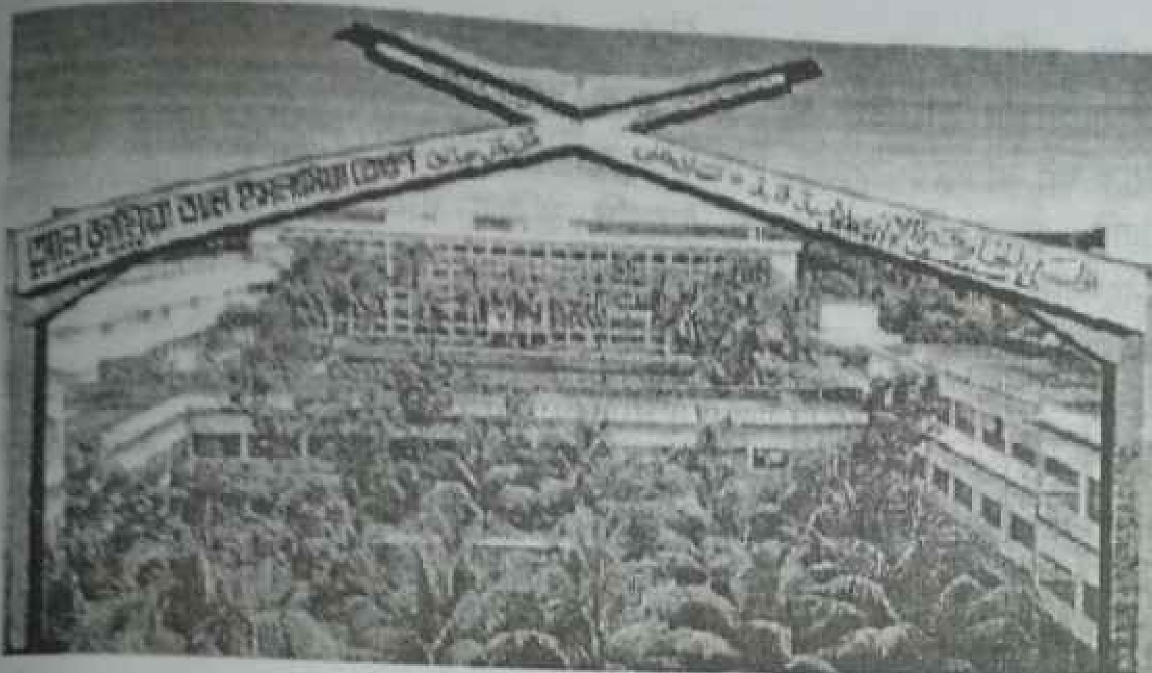
অধ্যাপনা ঃ জামেয়া আরাবিয়া জিরিতে তিনি পড়াতেন। তার কাছে আল্লামা মুফতী আযিযুল হক ও রহ. পড়েছেন। পরবর্তীতে কিন্তু তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় চলে আসেন। এখানেও হাদীসের কিতাবসহ বিভিন্ন কিতাব পড়ান। তবে মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ রহ. বাইয়াত হন আল্লামা মুফতী আযিযুল হক এর নিকট।

মাওলানা ইউসুফ রহ.

জন্ম ঃ মাওলানা ইউসুফ রহ. চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার চাতরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

লেখাপড়া ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন মাদরাসায়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে গমন করেন সবার লক্ষ্য ইলমের প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে তিনি হাদীস, দর্শন ও মানতেকের উপর গভীর জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি দীর্ঘদিন জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শিক্ষকতা করেছেন।

ছবি ঃ জামেয়ার সামনের সড়ক



জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামেয়া আল্-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম। কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তটে সংযুক্ত চট্টগ্রাম শহর। আর পূর্ব তটে ঐতিহাসিক পটিয়া থানার একাংশ কর্ণফুলীর শিরদাড়াকে যেন বেষ্টিত করে আছে। তা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে পটিয়া শহর। এ শহর যেমন ঐতিহাসিক তেমনই বহু ঐতিহ্যের অধিকারী। ইতিহাস থেকে জানা যায় এক সময় এ এলাকা পটিয়া কেন্দ্রিক শাসিত ছিল। এ শহর রাজনৈতিক গুরুত্ব, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিকভাবে এ শহরের দু'দিক ঘিরে আছে শঙ্খ আর কর্ণফুলী নদী। অন্যদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় যেনো এর সদ্দে সিকান্দরী। বাকী একদিকে সমুদ্রস্নাত বিনম্র ক্ষেতের সমতল ভূমি। এর-ই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণ প্রিয় জামেয়া।

জামেয়া প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঃ আজ থেকে বহু যুগ পূর্বের কথা, তখন বৃটিশ শাসনের প্রখর যৌবনে পটিয়া ছিল উত্তপ্ত। গোলামীর শৃংখল পরা সাদাসিধে মানুষগুলো মনে করে বসেছিল এটিই তাদের জীবনের চূড়ান্ত পর্ব। ঘরে ঘরে জ্বলছিল অপসংস্কৃতির লেলিহান শিখা। কিন্তু পটিয়ার মানুষ ক্রমাগত জুলুমী শাসনের নির্মমতার সামনে ভুলে গিয়েছিল তাদের মানবতা আর শ্রেষ্ঠত্বের কথা। যা ইংরেজ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাদের প্রশস্ত অন্তর হয়েছিল সংকুচিত। তবে কিছু লোক পিছু ধরেছিল কিছু সংখ্যক আলেমের। মনে করেছিল তাদের অনুসরণ করলে হয়ত পরপারে শান্তি আর

মুক্তি হাসিল হবে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সে সকল আলেমরাও বনী ইসরাঈলের সামেরীর মত তাদেরকে করছিল পথভ্রষ্ট। তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল মাজারে সিজদা, মাজার ধোয়া পানি খাওয়া, পীর সাহেবের স্নানকৃত বারি, পায়ে সিজদা, ওরশ ইত্যাদি মুক্তির গ্যারান্টি। শত বছর থেকে নিষ্পেষিত মানুষ মুক্তির সন্ধান পেতে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে গ্রহণ করতে লাগল নামধারী মোল্লাদের ভ্রান্ত এসব প্রথা। ক্রমে পটিয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করল এ সকল ধর্মের নামে অধর্ম। এসব কুপ্রথাকে পুঁজি করে পুরো পটিয়াকে গ্রাস করে বসেছিল এক শ্রেণীর নামধারী মোল্লারা। এমনিভাবে পটিয়ার শুভ্র আকাশে উড়তে লাগল মেঘখণ্ড। কাঁপছিল পটিয়ার মাটি, কাঁদছিল গাছপালা, তৃণলতা।

যুগ সন্ধিক্ষণের চরম মুহূর্তে পটিয়ার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিল ১৩৫৭ হিজরী সন। এ সন স্বর্ণসন হিসাবে ধর্ণা দিল পটিয়ার মানুষকে। এ বর্ষের সামান্য এক শুভ পরিসরে যুগের শায়খুল মাশায়েখ হযরত আল্লামা জমিরুদ্দীন রহ. পটিয়ারই এক প্রাণপুরুষ হযরত মুফতী আযীযুল হক রহ. কে বললেন, দীনের সূর্য উদয়ের মধ্যে পটিয়ার আকাশে ঘূর্ণায়মান খন্ড খন্ড কালো মেঘমালা বিদূরিত করতে সেখানে একটি মাদ্‌রাসাপ্রতিষ্ঠা করো। পটিয়া হল কেন্দ্রীয় স্থান। এর মাধ্যমে বহু এলাকা আলোকিত হবে। শায়েখের এ কথা হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের হৃদয়ের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হল। নতুন আশার রাঙ্গা প্রভাত উঁকি দিল তার মনে। প্রত্যাশা আর প্রচেষ্টার ছায়াতলে তিনি কিছুদিন ব্যস্ত জীবন কাটালেন। অতঃপর ১৩৫৭ সালের শাওয়াল মাসে এক শুক্রবার কয়েকজন মুরুব্বী আর সঙ্গীদের নিয়ে পটিয়া সদরের অদূরে তুফান আলী মুন্সি মসজিদে কাসেমুল উলূম নামে একটি মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম সবক পড়ে পটিয়ার আলো-বাতাসে ছিটিয়ে দেন পবিত্র কালামের বরকতময় আলোক রশ্মির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণু। সে দিনই পটিয়ার আকাশে ছেয়ে থাকা বাতিলকর্ম, ধোঁয়ায় সৃষ্ট মেঘমালা প্রথম বারের মত প্রকম্পিত হয়ে ওঠেছিল এবং ক্রমাগতভাবে ক্ষয় হতে লাগল। পরিস্থিতি আর পরিবেশের দিকে বিবেচনাপূর্বক কিছুদিন পর পটিয়া সদরের পূর্বে মনু মিয়া দফাদারের মসজিদে মদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়। অত্র মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী সাহেব হুযূর রহ. মাদ্রসার প্রথম পৃষ্ঠপোষকের আসনে সমাসীন হন। শিক্ষাদীক্ষা এবং মাদ্রাসাকে যারা বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে

অন্যতম হচ্ছেন হযরত মুফতী সাহেব রহ. এর পীর ভাই হযরত মাওলানা আহমদ সাহেব (ইমাম সাহেব হুযূর) রহ.। তাঁকে কার্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এমনিভাবে জমিরিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। কাল অতিক্রান্ত হচ্ছিল নিজ গতিতে। কিন্তু কালের গতি ভেদ করে ক্রমে ক্রমে মাদরাসাটি উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌছতে থাকে। যা ছিল ঐসব প্ররোচক লোভাতুর মোল্লা মৌলভীদের মুখে কুদরতী এক প্রচন্ড থাপ্পড়। তারা এ থাপ্পড় সহ্য করতে না পেরে মাদ্‌রাসার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলে প্রতিবেশীদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠানের নামে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোক এনে প্রতিবেশীসহ প্রায় ১৫/২০ হাজার লোকের জমায়েত ঘটায় এবং চতুর্দিকে মাদ্রাসাকে বাংলার আবূ জাহেলদের নির্দেশ মতে ঘেরাও করে রাখে। এমনই অবস্থায় নমরুদের বজ্রকণ্ঠের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কেউ কেউ বলে ওঠে **'আগুন ধরিয়ে দাও', 'তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও'**। এ রকম নমরুদী ঘৃণ্য আদেশে পাগলপারা হয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুন দিয়ে দীনের সে সুউচ্চ প্রতিষ্ঠানকে জ্বালিয়ে দিতে কারো প্রাণ একটুও কেঁপে উঠল না। শত শত হাদীসের কিতাব, পবিত্র কোরআনের ফরিয়াদ পর্যন্ত অন্তরে ভিখারীর ফরিয়াদের মতও বিদ্ধ হয়নি। মহানবীর হাজার হাজার হাদীস, আল্লাহর পবিত্র কালাম ভস্মিভূত হয়ে উড়ে গেছে।

মহান আল্লাহর রহমত, দীনের দুশমনেরা এ মাদরাসার প্রতি যত বেশী ক্ষেপেছে ততোধিক দ্রুত গতিতে মাদরাসাটি সমৃদ্ধির সোপান বেয়েছে। এমনকি প্রতিষ্ঠাতার দো'আ মতো দুশমনদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ধোঁয়ার উচ্চতার সমপরিমাণ মাদরাসার সৌধ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে হাটহাজারীর প্রাণপুরুষ হযরত আলহাজ্ব আল্লামা ইউনুস সাহেব (হাজী সাহেব হুযূর) রহ. হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের আহবানে সাড়া দিয়ে পটিয়া মাদরাসার অধ্যাপনার মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। আধ্যাত্মিক জ্যোতির্মান শক্তি দ্বারা হযরত মুফতী সাহেব হুযূর অবলোকন করলেন তাঁর মধ্যে মাদ্‌রাসাপরিচালনার যোগ্যতা। তাই ১৩৭৭ হিজরী সনে অস্থায়ীভাবে এবং ১৩৭৯ হিজরী সনে মাদরাসার পরামর্শ পরিষদের সুপারিশক্রমে স্থায়ীভাবে মহাপরিচালকের গুরু দায়িত্ব হযরত হাজী ইউনুস সাহেবের কাঁধে অর্পণ করেন। ১৩৮০ হিজরীর ১৫ রমজান জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মুফতী সাহেব রহ. পরপারে গমন করেন। দুশমনের বক্র দৃষ্টি, ঈর্ষা,

বিদ্বেষ, জোর জুলুম কোন কিছুতেই নবনিযুক্ত পরিচালক সামান্য ইতস্ততবোধ পরোয়া করেননি বরং ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান ও যুগের মহাবীরের ন্যায় এগিয়ে গেলেন নিজ মিশন হাতে। একটি ছোট্ট মাদরাসাকে জামেয়াতে পরিণত করলেন হযরত হাজী সাহেব হুযূর রহ.। গড়ে তুললেন বিশ্বব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁর কেন্দ্রীয় দুর্গের মত করে। সুউচ্চ মিনার, আকাশচুম্বী অট্টালিকার মাধ্যমে রচনা করেছেন মুসলিম স্থাপত্যের আরেকটি গৌরবময় নিদর্শন। এক কথায় তাঁর হাতে এটি এক আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রূপ নিয়েছিল। ১৪১২ হিজরী ১৯৯২ ঈসায়ী ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তিনিও চলে যান পরপারে।

তাঁর ইন্তেকালের পর এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় পটিয়ায়ই জন্মগ্রহণকারী যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাণপুরুষ হযরত আল্লামা হারুন ইসমাঈল ইসলামাবাদীর উপর। তাঁর হাতে সূচিত হয় জামেয়ার বিকাশের নতুন ধারা। তিনি জামেয়ার শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং তার কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত বিভাগ ও সংগঠনসমূহকে নুতন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হন। এমনইভাবে তিনি জামেয়ার সফলকাম, তৃতীয় প্রধান পরিচালক হিসেবে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অতঃপর তিনিও ২০০৩ ঈসায়ীর ২৬ সেপ্টেম্বর পাড়ি জমান আল্লাহর সান্নিধ্যে। অতঃপর মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ. এর খলিফা নুরুল ইসলাম কাদীম দা.বা.। আজও জামেয়ার গতিশীল কর্মধারা তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

বর্তমান জামেয়া ঃ বর্তমানে জামেয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষার বহুমুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক, সেবামূলক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রচুর খেদমত জামেয়া থেকে শুরু হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগসমূহ

১. ইসলামী কিন্ডার গার্টেন বিভাগ পাঠ্যক্রম ঃ শিশুদেরকে আরবী বর্ণমালার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অনুশীলন, দেখে দেখে কোরআন পাঠ, তাওহীদ-রেসালত ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা, নামায ও অন্যান্য ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণ, বাংলা, ইংরেজী, অংক ও পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি।

২. তাহফীজুল কোরআন বিভাগ ঃ এ বিভাগে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে ছাত্রদেরকে কোরআন হিফজ করানো হয়।



৩. **কিতাব বিভাগ ঃ** এ বিভাগে ১২ বছর মেয়াদে প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আরবী ব্যকরণ-সাহিত্য, বাংলা, উর্দূ, ফার্সী, ইংরেজী সাহিত্য, ইসলামী আইন, যুক্তি শাস্ত্র, দর্শন, ইসলামী অর্থনীতি, ভাষা অলংকার শাস্ত্র, তাফসীর ও হাদীসসহ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। এটি জামেয়ার শিক্ষাস্তরের আবশ্যিক বিভাগ।

৪. **উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ ঃ** ইসলামী আইন, বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, ফার্সী সাহিত্য, যুক্তি শাস্ত্র, দর্শন, ইসলামী অর্থনীতি, ভাষাসাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, কিরাত ও তাজবীদ, দাওয়া ওয়াল এরশাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো জামেয়ার শিক্ষাস্তরের ঐচ্ছিক বিভাগ। এছাড়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৫. **সর্ট কোর্স বিভাগ ঃ** এস.এস.সি/সমমান পাশ ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে মাত্র ছয় বছরে দাওরায়ে হাদীস পাশের সুবিধার জন্য বিভাগটি খোলা হয়েছে।

৬. **ইসলামী কারিগরী বিভাগ ঃ** কোর্সসমূহ ঃ ক. ইলেট্রিক্যাল ট্রেড খ. মেকানিক্যাল ট্রেড গ. রিফ্রিজারেশান ও এয়ারকন্ডিশনিং।

৭. **ইসলামী চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ** ইসলামী ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ও উচ্চতর শিক্ষাদানের লক্ষ্যে **"ইসলামী চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"** প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ উদ্দেশ্যে শ্রেণী কক্ষ, হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী সম্বলিত প্রধান ভবনের ত্রিতল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ

ছবি ঃ জামেয়ার অধিবেশন কক্ষ

সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যেই সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় শাখা চালু হয়েছে এবং এখানে ছাত্রদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা ও ঔষধ দেয়া হয়। সম্প্রতি **"কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার ট্রেনিং কোর্স"** নামে প্রাথমিক চিকিৎসার একটি আধুনিক কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া জামেয়ার পরিকল্পনাধীন একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে।

৮. দারুল ইফতা বা ফাতওয়া বিভাগ ঃ মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, মোটকথা সকল সমস্যার কোরআন-হাদীস ভিত্তিক সমাধান দানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ বিভাগ। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন এবং বিভিন্ন সংকলন প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজও করা হয়। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদগণের প্রকাশনা সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য উলামায়ে কেরামের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত এ বিভাগের পক্ষ থেকে হাজার হাজার সমস্যার সমাধান হয়েছে।

৯. গ্রন্থাগার ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত হাজার হাজার ধর্মীয় গ্রন্থ এবং অন্যান্য সংকলন ও পাণ্ডুলিপির সুবিশাল ভান্ডার **"আল জামেয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার"**। এখান থেকে কোনো ফি ছাড়াই ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে পাঠ্য কিতাবাদি ও এর সহায়ক গ্রন্থ এবং রেফারেন্স গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক লাইব্রেরী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন পবিত্র মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম। এটি জামেয়ার স্থাপত্য কর্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১০. পত্র-পত্রিকা ঃ ১. আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। একটি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। প্রকাশের পরিকল্পনা বাস্ত বায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বর্তমানে আল জামেয়া থেকে প্রকাশিত হচ্ছে- ২. মাসিক আদ-দাওয়া ওয়াল ইরশাদ (পরিকল্পনাধীন) বালাগুশ শরক (আরবী সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ৩. পাক্ষিক আল আযীয (আরবী পত্রিকা) ৪. মাসিক আত-তাওহীদ (ধর্ম সাহিত্য বিষয়ক বাংলা পত্রিকা ৫. মাসিক অভিযাত্রী (বাংলা দেয়ালিকা) ৬. দ্রোহ (লিটল ম্যাগাজিন)

৭. আননাদী (আরবী ও বাংলা দেয়ালিকা) ৮. দর্পন (বাংলা দেয়ালিকা)। ৯.বদর (বাংলা দেয়ালিকা) ১০. প্রত্যয় (ছড়া পত্রিকা)

১১. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ সমূহ ঃ ১. আননাদী আচ্ছাক্বাফী, আল-মুনতাদা আল-আদাবী (ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সংস্থা) ২. ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ৩. বিতর্ক প্রতিযোগীতা ৪. তাজবীদ ও কেরাত প্রতিযোগিতা. ৫. বক্তৃতা চর্চা ৬. বাংলা উর্দূ আরবী কাব্য চর্চা।

১২. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ ১. দর্জি বিজ্ঞান ২. পুস্তক বাঁধাই, ৩. হস্তলিপি, ৪. টাইপিং শিক্ষা ৫. কম্পিউটার পরিচালনা প্রশিক্ষণ ৬. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ।

১৩. সাময়িক কার্যক্রম সমূহ ঃ ১. হিসাব রক্ষণ প্রশিক্ষণ, ২. হেফজ প্রশিক্ষণ, ৩. তাজবিদ কেরাত প্রশিক্ষণ, ৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ৫. নূরানী প্রশিক্ষণ।

১৪. ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ ঃ এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "আল বালাগ প্রকাশনা" সহ অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রীয় একটি ছাপা খানা পরিচালিত হয়।

১৫. আল জামেয়ার পরিচালনাধীন সংস্থা সমূহ ঃ আল জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ছোট-বড় বহু সংখ্যক শিক্ষা সেবা, উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থা রয়েছে। এগুলো আল জামেয়ার সংবিধান,



মতাদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী আপন লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছে। উল্লেখযোগ্য সংস্থা সমূহের মধ্যে রয়েছে- আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশ তাহফীজুল কোরআন সংস্থা, ইসলামী

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও
রিলিফ কমিটি, নও মুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং আলোচনায় উঠে
মিশনারী প্রতিষ্ঠান সমূহের আলোচনা বিভিন্ন মনীষীর
এসেছে।

শিক্ষা ভবন ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষা ভবনটি অন্যতম দর্শনীয় একটি প্রাসাদ। আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ১৪০৬ হিজরীতে শিক্ষা ভবনটি নির্মাণ করেন। এভবনেই দাওরায়ে হাদীস, মিশকাত, হিদায়া, শরহে বেকায়া, শরহে জামী, কাফিয়া, হিদায়াতুন্নাহু, মিজান, ইফতা ও তাজবীদ বিভাগের দরস প্রদানের পৃথক পৃথক শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে মাদরাসা জগতে সবচেয়ে বৃহৎ একটি হল রয়েছে। এক পাশ থেকে অন্য পাশ দেখাই যায়না। যা রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো। দেশ-বিদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আগমনে শিক্ষা ভবন হলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে জামেয়ার এবং বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া হলটি সারা বছর খালি পড়ে থাকে। ভবনের দু'তলার পশ্চিম পাশে শিক্ষা বিষয়ক অফিস এবং অধিবেশন কক্ষ। মজার ব্যাপার হলো ভবনটির চতুর্দিকে বারান্দা রয়েছে। শুধু বারান্দার জায়গাগুলো একত্রিত করলেই ছোটখাটো একটি দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তুলনামূলক ছাত্র বেশী হবার কারণে বড়ো বারান্দার খুবই প্রয়োজনও ছিলো।



হাজী ইউনুস রহ. হল ঃ জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ. এর নাম অনুসারে বিশাল ভবনের নাম করণ করা

ছবি : [illegible]

হয়েছে। এটি জামেয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কর্ণারে অবস্থিত। এটি সম্পূর্ণই ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে **"তাখাসসুস ফিল লুগা আল আরাবিয়ার"** একটি চমৎকার শ্রেণী কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া জামেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েক জন শিক্ষক মণ্ডলির আবাসও হাজী ইউনুস রহ. হলে। এ ভবনটির মধ্যখানে মাদরাসার ছাত্রদের আয়রনমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পৌঁছাবার জন্য একটি মূল্যবান ফিল্টার বসানো হয়েছে। এটি বসাতে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশে এই প্রথম এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ব্যবস্থা অকল্পনীয় ব্যাপার। নীচতলায় আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী ও শহীদ আব্দুল গফুর রহ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তাহফিজুল কোরআন হল ঃ পুরো তিনতলা জুড়ে বিশাল ভবনটি নির্মাণ করে



গেছেন আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইউনুস রহ.। নীচ তলাতে নাজেরা বিভাগ, ২য় তলা হিফজ বিভাগের ছাত্রদের পাঠদান কক্ষ। তিন তলায় ছাত্রদের পৃথক ছাত্রাবাস। হিফজ বিভাগে পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও বাংলাদেশে একটি বিরল ঘটনা। তাছাড়া হিফজ বিভাগের পূর্ব পাশে চমৎকার একটি সবুজ মাঠ রয়েছে। যেখানে ছাত্ররা দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারে। এখানে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। আর পশ্চিম পাশে দৃষ্টিনন্দন একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরটির চতুর্দিকে পাকা। যে কোনো পাশ থেকে গোসল করার জন্য নামা যায়। উত্তরদিকে বিকেলে বসে বাতাস খাওয়ার জন্য বসার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তর দিকে বসে শিক্ষা ভবনটিকে পানির ভেতরের প্রতিচ্ছবিসহ হৃদয়গ্রাহী মনে হয়। যে কোনো পর্যটকের মন কাড়তে সক্ষম।

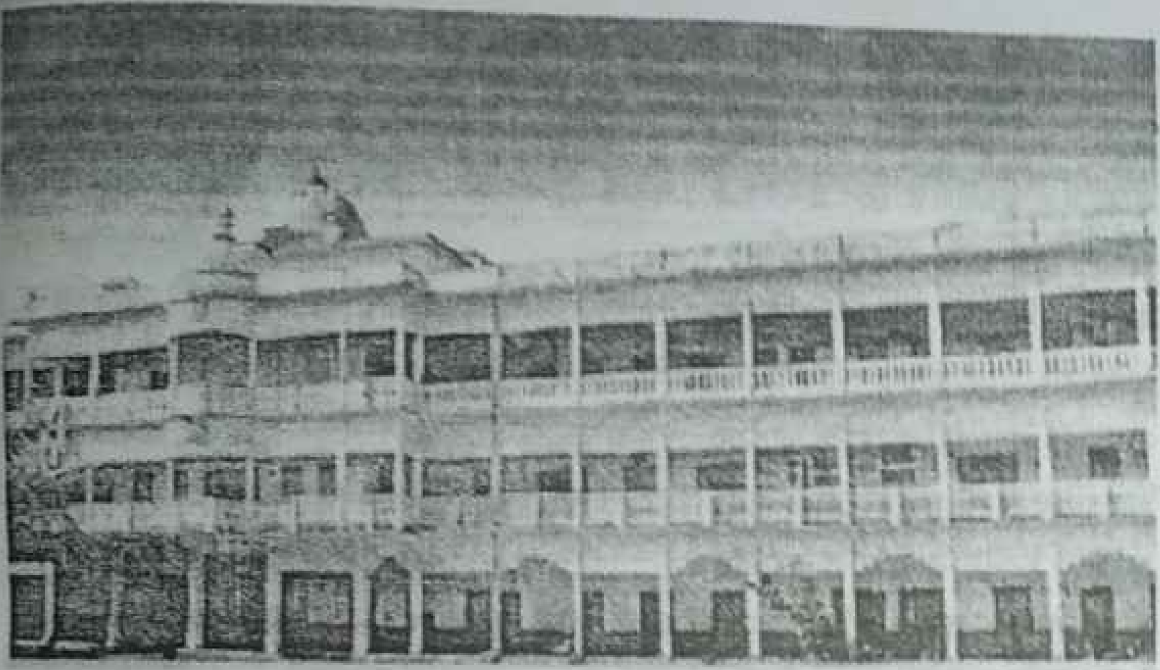
জামেয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হল ঃ অনেক কিছুই আছে অবাক করার মতো।



বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার গৌরব জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শুধু লাইব্রেরীর জন্য চার তলা বিশিষ্ট বিশাল একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। এটি না দেখলে বিশ্বাস করাই কষ্ট কর। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. রৌদ্র কঠিন কাজটি অতি সহজে বাস্তবায়ন করে যান। প্রাসাদটি মাদরাসার ইলমী ও বাহ্যিক সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরীতে অনেক দুর্লভ গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশে কোথাও নেই এ ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ এখানে রয়েছে।

দারে জাদিদ হল ঃ দারে জাদিদ হলটি শুধুমাত্র দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত। চারতলা বিশিষ্ট বিশাল ভবনটির এক কর্ণার থেকে অন্য কর্ণার দেখা যায় না। ছোট ছোট কক্ষ নির্মাণ করে ছাত্রদের বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি তলাতেই টয়লেটের স্বাস্থকর ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। দারে জাদিদের ছাত্রদের জন্য পৃথক একটি সুন্দর মসজিদও রয়েছে। এ গ্রন্থের পুরো অংশটিই দারে জাদিদ হলের বত্রিশ নম্বর কক্ষে বসে লেখা হয়েছে। কক্ষ সঙ্গী মাহমুদ, মারুফ, মুমিন, আব্দুর রহমান, শাবাব, আমিন, ইবরাহীম, ওয়াসিল এবং ফয়েজ অনেক সহযোগিতাও করেছে। এ কক্ষের কথা অবশ্য স্মরণ থাকবে অনেক দিন।

মেহমান খানা হল ঃ সত্যি কথা বলতে কি অনেক দূর থেকে পটিয়ার মেহমানখানা সম্মন্ধে জেনে অবাক হয়েছিলাম। দেখতে ইচ্ছে করতে ছিলো।



এরকম সব প্রতিষ্ঠানেই মেহমানখানার সু-ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেশের সব মাদরাসাতে এ ব্যবস্থা খুবই জরুরী। এ ভবনটির এক কর্ণার থেকে অপর কর্ণারে তাকালে চক্ষু ব্যথা হয়ে যাবে। কত যে লম্বা ভবনটি। ভবনের বিশাল এলাকা জুড়ে মেহমানখানা অবস্থিত। মেহমানখানায় এসির সুব্যবস্থাও রয়েছে। আন্নাদী আস্সাকাফী, বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস, মোশা'আরা দফতর, আর্ন্তজাতিক তাহফিজুল কোরআন সংস্থার প্রধান আন্নাদী আস্সাকাফী কেন্দ্র গুলো এ ভবনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তিব্বিয়া হল ঃ তিনতলা বিশিষ্ট তিব্বিয়া ভবনটিতে স্কুল ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের

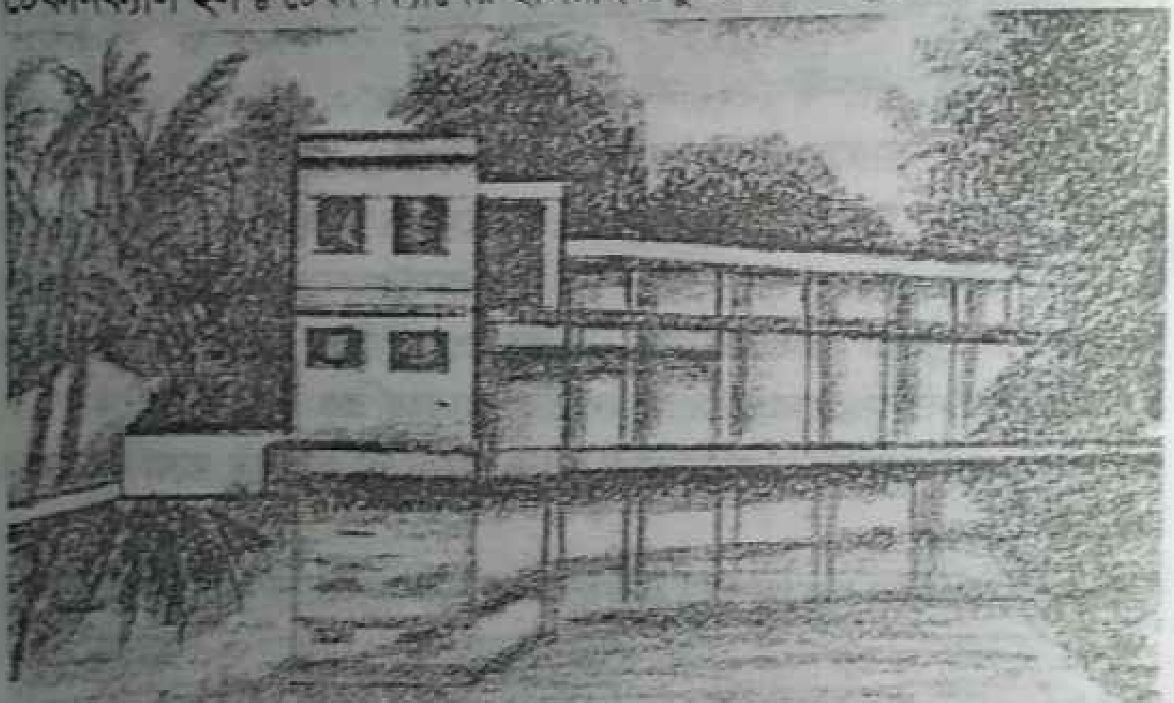


ছবি ঃ জামেয়ার তিব্বিয়া ভবন

জন্য একটি আধুনিক সর্ট কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া ভবনের নীচ তলায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও **"কমিনিউটি হেলথ ওয়ার্কার ট্রেনিং কোর্স"** চালু করা হয়েছে। ছাত্রদের ফ্রি ঔষধপত্র দেয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। এ ভবনটি একেবারে দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত।

বাংলা বিভাগ হল ঃ পুকুরের সোজা পশ্চিম পার্শ্বে এ ভবনটি অবস্থিত। এখানে মাদরাসার বাংলা বিভাগ, ইবতেদায়ী, মিযান, নাহবেমীর শ্রেণী কক্ষসহ আরো অনেক ছাত্রের পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। এ হলের নীচ তলায় বাংলাদেশের অতি প্রাচীন পত্রিকা মাসিক আত তাওহীদের এবং দারুল ইকামার অফিস রয়েছে।

টেকনিক্যাল হল ঃ টেকনিক্যালের ছাত্ররাই শুধু এখানে পড়াশোনা ও বসবাস



করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণে যোগ্য করে তোলা হয়। টেকনিক্যালের পাশেও আরেকটি পুকুর রয়েছে। যা ঐ এলাকার সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছে। টেকনিক্যালের দক্ষিণ পার্শ্বে রান্না করার বিশাল এলাকা। এরও দক্ষিণে শুধু টয়লেটের জন্য একটি দু'তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. পবিত্র কোরআন শরীফ
২. মা'আরেফুল কোরআন
৩. মুসলিম শরীফ
৪. ফাতওয়ায়ে শামী
৫. কামালাতে আহমদী, পটিয়া, চট্টগ্রাম
৬. নবযাত্রা স্বরণিকা, পটিয়া, চট্টগ্রাম
৭. সাপ্তাহিক পটিয়া, চট্টগ্রাম
৮. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা
৯. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা
১০. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা
১১. মাসিক রহমত, ঢাকা
১২. মাসিক আল কাউসার, ঢাকা
১৩. মাসিক আল হক, চট্টগ্রাম
১৪. তাজকেরায়ে আযীয, চট্টগ্রাম
১৫. মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম
১৬. আস সাহওয়া, আরবী পত্রিকা, পটিয়া, চট্টগ্রাম
১৭. দ্রোহ, পটিয়া, চট্টগ্রাম
১৮. ইয়াদে আজিজ
১৯. তাজকেরায়ে জমির
২০. তাজকেরাতুন নূর
২১. তাজকেরায়ে আউলিয়া
২২. আল উকায, সৌদী আরব
২৩. আল মদীনা, সৌদী আরব
২৪. মাসিক মদীনা, ঢাকা
২৫. আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস রহ., ঢাকা
২৬. স্মৃতি কণা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
২৭. আমরা যাদের উত্তরসুরী, ঢাকা
২৮. অকস্মাৎ, পটিয়া
২৯. মুসাফির স্মারক গ্রন্থ, পটিয়া

৩০. দি মুসলিম, ইংরেজী পত্রিকা, বান্দরবান
৩১. আল ইরফান, আরবী কাগজ, বান্দরবান
৩২. ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পরিচিতি,বান্দরবান
৩৩. কক্সবাজারের ইতিহাস, কক্সবাজার
৩৪. বাংলাদেশের পীর মাশায়েখ
৩৫. স্মরনিকা ৯৪, পটিয়া মাদ্রাসা
৩৬. হায়াতে শাহ বোয়ালভী রহ. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
৩৭. প্রাতঃ স্বরণীয় আউলিয়ায়ে কেরাম, চট্টগ্রাম
৩৮. তাজকেরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ, ইন্ডিয়া
৩৯. হায়াতে মুসান্নিফীন
৪০. ছোটদের আল্লামা ইসহাক আল গাজী, চট্টগ্রাম
৪১. মাসিক আদর্শ নারী, ঢাকা
৪২. মাসিক পাথেয়, ঢাকা।
৪৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
৪৪. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ঢাকা।
৪৫. ফয়জিয়া তাজবিদুল কোরআন,ঈসাপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৪৬. সুখ বিলাশ মাদরাসা পরিচিতি, রাঙ্গুনিয়া।

অচিরেই বের হচ্ছে মাসউদুল কাদির লিখিত

সাড়া জাগানো ফেদায়ী সিরিজের প্রথম চারটি থ্রিলার

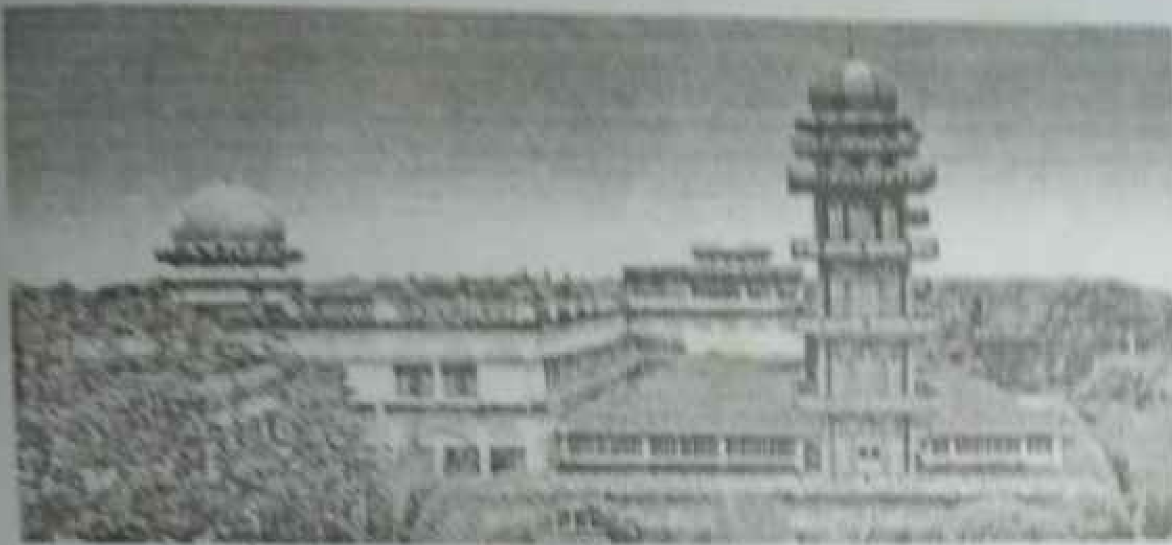
১. মধ্যরাতের ছায়া ঃ পার্বত্য এলাকায় বাঙ্গালীদের উপর অহরহ নির্যাতন। একদিন ছুটে এলো মাফিয়ারা। অস্ত্র তাক করে ধরে নিলো ইউসুফের যুবতী বোনকে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ত্রিমুখী রাস্তার মোটা বৃক্ষে যুবতীর উড়না দিয়ে বেধে নিলো। ইস্ কি নির্যাতন ! ওদিকে ফেদায়ী জিদানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেছিলো ছোট্ট একটি বাহিনী। তারাও ছুটে এলো...................... দেখুন **মধ্যরাতের ছায়ায়।**

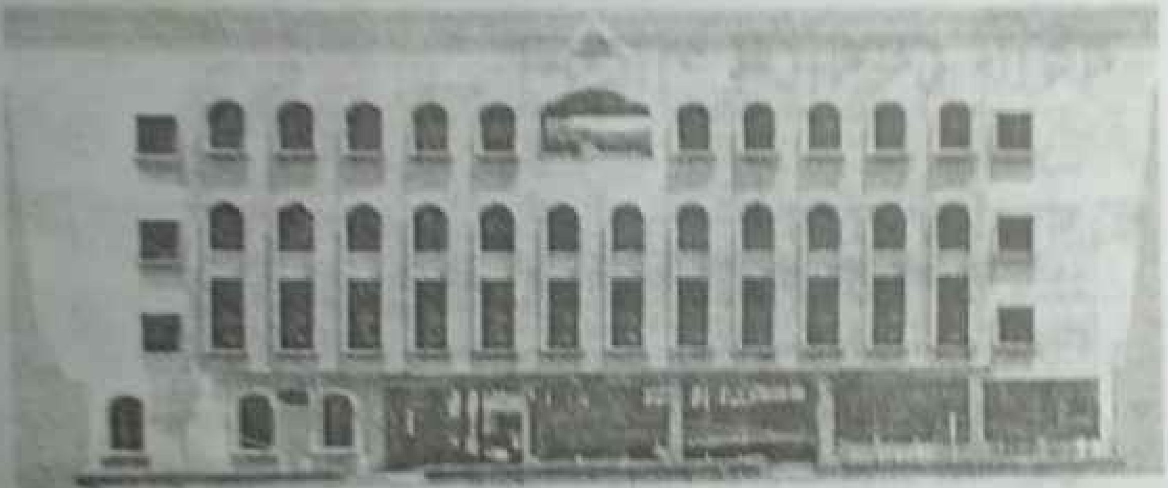
২. এন্টি ভাইরাস ঃ একদল পাদ্রীরা ছুটে এলো মুসলিম বেশে। পৃথিবী থেকে কোরআনে বর্ণিত জিহাদের শব্দটি তারা মুছে দিতে চায়। গড়ে তোলে সবুজ বাংলায় মিথ্যুক জিহাদী প্রেরণাবিদ। চুরি, ডাকাতি এবং যেখানে সেখানে বোম ফেলে অরাজকতা সৃষ্টিই তাদের লক্ষ্য। আস্তানা গেড়েছে সিলেটে। একদিন দরগায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন কিশোর ধরা পড়ে। যে কিশোরের সন্ধানে সিলেট গিয়েছিলো জিদান তথা ফেদায়ী ইয়াসিরের খোঁজে পায় রহস্য বালক। রহস্যের জালে জালে ঘিরে ফেলে সমগ্র বাংলা। সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় আক্রমণ চালায়

রহস্য বালকের দেখানো আস্তানায়। ফিরে আসতে চায় সেনা সদস্যরা। তবু ফেদায়ীরা নির্ভিক। এগি । পদ্মা নদীর চর ঘেষে বিশাল নৌবহরের পেটে জন্মগ্রহণ করেছে কিডন্যাপকারীদের রে যায় দুর্দম। অকস্মাৎ আটকে যায় গভীর গর্তে .... এরপর খুঁজে দেখুন সো গোয়েন্দা তৎপরতায়। সহযোগিতা পেলো সেনাবাহিনীর একটি টিম থেকে বিশাল এন্টি ভাইরাস।

৩. থ্রি কমান্ড ঃ হঠাৎ করেই ঢাকার নামীদামী এক ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়ে গেলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন তিন ফেদায়ী। পুলিশের সব ব্যর্থতার পর তারা গ্রামের সামান্য ব্যবসায়ির রূপ ধারণ করলো। সফল হ ঘাঁটি। চতুর্দিকে অবরোধ করে যেই ফেদায়ীদের আক্রমণ শুরু তখনই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে আসে একটি ভয়ংকর হেলিকপ্টার। উপর্জুপরি শুরু হয় বোমাবর্ষণ .... এরপর দেখুন থ্রি কমান্ড কিভাবে পরিচালিত হলো।

৪. ইরাকী গেরিলা ঃ ফেদায়ী জিদান মা বাবার সঙ্গে ছুটে গেলো পবিত্র কাবা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। জিয়ারতের পর মা বাবার সঙ্গে গেলেন আরব সাগরের সমুদ্র সৈকতে। সাগর দেখে জিদান একেবারে পাগল হয়ে গেলো স্পীড বোটে ওঠার জন্য। তার মা বাবারও যে সখ জাগেনি তা নয়। তারা সবাই মিলে চড়ে বসলো স্পীড বোটে। অকস্মাৎ ভাটা পড়ে সমুদ্রে। তাই গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যায় তাদের স্পীড বোট। হাজার মাইল পরে ভেসে ওঠে ভাঙ্গা একটি স্টীমারের উপর জিদান। অগত্যা তখনো প্রাণ ছিলো জিদানের দেহে। কি দয়ার পরশে যেনো তার জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু প্রচন্ড ক্ষিধে, গায়ে কোনো কাপড় নেই। মহাসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ বারবার তার গা ধুয়ে নিয়ে যায়। তবু বাঁচার ইচ্ছে জিদানের। এভাবেই কেটে যায় একদিন দু'দিন, তিনদিন অকস্মাৎ দূর দিগন্তে দেখা পায় একটি স্টীমার। তারা কি দেখবে তাকে? .... এরপর কিভাবে বাঁচলো জিদান, কিভা বে ছুটে গেলো ইরাক যুদ্ধে। দেখুন ইরাকি গেরিলায়।







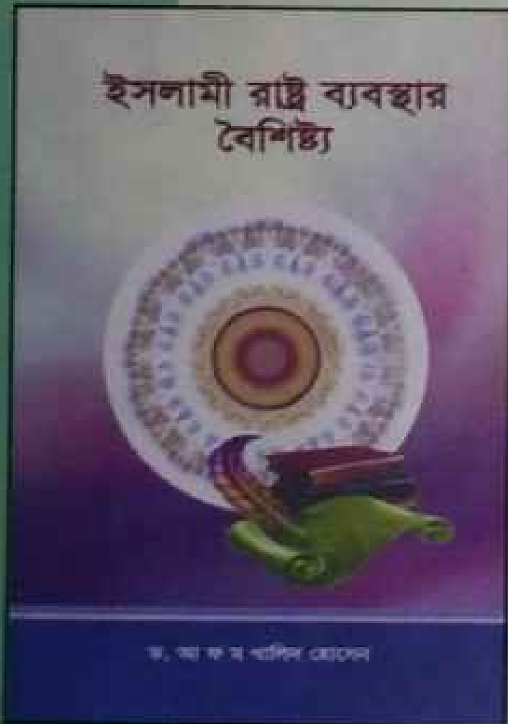
ছবি ঃ জামেয়ার মসজিদ, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বাদশাহ'র মূল প্রবেশপথ

বইটি যেখানে পাবেন ...

- মাকতাবাতুল কুরআন
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
  ফোনঃ ০১৮৭-৬২৮৬৭২
- আল-মানার লাইব্রেরী
  ৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
  আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
  ফোনঃ ০১৮৯-১৭৫৭২২
- নিউ রাহমানিয়া লাইব্রেরী
  ৬৫, সাতমসজিদ রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
- আশরাফিয়া লাইব্রেরী
  পটিয়া, চট্টগ্রাম।
- আযিযিয়া লাইব্রেরী
  পটিয়া, চট্টগ্রাম।

আমাদের প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি গ্রন্থ







পরিবেশনায়

আল মানার লাইব্রেরী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ : জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জামে মসজিদ